আটলান্টিক সিটির মেয়র পদে মার্টি স্মলের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু পৃষ্ঠা ২৪


# প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 6 March 2025, 8th Year, Issue 416, 40 Pages

ধর্মান্তরিত হওয়া ইরানি নারী এখন পানামার জঙ্গলে পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ ২০২৫, ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ৬ রমজান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১৬, পৃষ্ঠা ৪০

স্কাই নিউজকে প্রধান উপদেষ্টা

## হাসিনা যেখানেই থাকুন, বিচার হবে

**ঢাকা ডেস্ক**

ড. ইউনূস

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলে

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

## অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন তারেক

**ঢাকা ডেস্ক**

তারেক রহমান

অর্থ পাচার মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ। গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের করা আপিল

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

# জন্ম নিচ্ছে নতুন রাষ্ট্র, ঝুঁকি বাড়ছে বাংলাদেশ সীমান্তে

**দক্ষিণ এশিয়া**

মিয়ানমারের রাখাইনে আধিপত্যকারী আরাকান আর্মি বাংলাদেশের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

- আরাকান আর্মি বর্তমানে ১৭টি টাউনশিপের মধ্যে ১৫টি এবং ওই অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে।
- শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আরাকান আর্মি ধীরে ধীরে বাংলাদেশ সীমান্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে।

প্রতিষ্ঠার মাত্র ১৫ বছরের মাথায় পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে আরাকান আর্মি (এএ)। বর্তমানে গোষ্ঠীটি রাজ্যের ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ টাউনশিপের মধ্যে ১৫টি এবং পুরো অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। এ ছাড়া, গোষ্ঠীটি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ২৭১ কিলোমিটার সীমান্তের পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। ধীরে ধীরে আরাকান আর্মি তাদের 'আরাকান ড্রিম' বা স্বাধীন আরাকানের স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সময় যত গড়াচ্ছে ততই আধিপত্য বাড়ছে গোষ্ঠীটির, যা শিগগিরই দক্ষিণ এশিয়ার বুকে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করছে।

তবে গোষ্ঠীটির আধিপত্য মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে বাংলাদেশের। টেকনাফ সীমান্ত, নাফনদী, মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য, রোহিঙ্গা সংকট, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবই যেন ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। আর তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাধীন আরাকান

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩**

# দেশে ছিনতাই-ডাকাতি বেড়েছে, আতঙ্কে মানুষ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

রাজধানীসহ সারাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সূচক ক্রমেই ওপরে উঠে যাচ্ছে। পাড়া-মহল্লার গলিপথ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সর্বত্র এখন ছিনতাই আতঙ্ক ভর করেছে। সন্ধ্যা নামলেই চারদিকে ছিনতাই-ডাকাতির আতঙ্কে সাধরণ মানুষ বাইরে বের হতে ভয় পায়। খোদ রাজধানীতে শত শত মানুষের সামনে রামদা দিয়ে রিকশা আরোহীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার মতো ঘটনা ঘটছে। এমনকি বাসের মধ্যেও কেউ এখন নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেন

**এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪**

# থামুন, পরিবারগুলোর ক্ষতি করছেন আপনারা

**ট্রাম্প-মাস্ককে ফেডারেলকর্মী**

**রোকেয়া দীপা**

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইলন মাস্ক

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ইলন মাস্কের নেতৃত্বে নতুনভাবে গঠিত 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' কর্তৃক ব্যাপক হারে ছাঁটাই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক কর্মীই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শনিবার মেরিল্যান্ডে এক চাকরি মেলায় উপস্থিত ছিলেন বর্তমান এবং সম্প্রতি বরখাস্ত হওয়া ফেডারেল কর্মীরা। তারা নতুন কর্মসংস্থানের সন্ধানে এসেছিলেন।

**এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩**

# যুক্তরাষ্ট্রে চিহ্নিত ৫শ বাংলাদেশি

**অবৈধ অভিবাসন**

**ঢাকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর সরকার সেখানে অবৈধভাবে অবস্থান করা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে। দেশটিতে 'অবৈধ' বাংলাদেশিও আছে বলে অভিযোগ ট্রাম্প প্রশাসনের। এই অভিযোগে বাংলাদেশের নাগরিকদেরও ফেরত পাঠানো শুরু করেছে তারা।

কূটনৈতিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে অবস্থানের অনুমতি ও কাগজপত্র না থাকার কারণে বাংলাদেশের ৪০০-৫০০ নাগরিককে ফেরত পাঠানোর জন্য এরই মধ্যে দেশটির সরকার চিহ্নিত করেছে। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিতে ব্যর্থ হলে তাঁদের সবাইকে দেশে ফিরতে হতে পারে।

ফেরত আসা ব্যক্তিদের বিষয়ে কী

**এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১**

Taxes,
Immigration,
Bookkeeping
& more
All Under
One Roof!

Dynamic
Tax & Accounting

(646) 295-3811
www.dynamicsrv.com

Abdul Wahab
Chowdhury
Co-Founder /
Managing Partner

আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে
অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে
সেবা দিয়ে আসছি

আপনি যদি অসুস্থ
ও শারীরিকভাবে
অক্ষম হয়ে থাকেন,
তাহলে আপনি আপনার
সেবার জন্য বাসায়
সেবাদানকারী পেতে
পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন
গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী
হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধু বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীসহ যাদেরকে
যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123,
917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

CDPAP Transition
Community Outreach Partner

● Bangla ● Hindi ● Urdu ● Spanish

+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

# Queens Social Adult Day Care Center Inc
# কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

## ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

### শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

### শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

### মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

### বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

### আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

### অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

*For details information please contact*

**ENGINEER MAHFUZUL HAQUE**

*MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain*

**148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435**

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

## জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

## আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

**মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ,** এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

### আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

### আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

**রুবিনা আক্তার,** এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**WAHID MEDICAL PLLC**
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

## Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

**Grand Opening**
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ক্রিসা ও ফিয়ানসি ক্রিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

**CALL: 718-263-5999**

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

# স্বাধীনতা পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন বদরুদ্দীন উমর

**ঢাকা ডেস্ক**

বদরুদ্দীন উমর

স্বাধীনতা পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান তিনি।

বিবৃতিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, '১৯৭৩ সাল থেকে আমাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর কোনোটি গ্রহণ করিনি। এখন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। কিন্তু তাদের দেওয়া এই পুরস্কারও আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর আগে ১৯৭২ সালে বদরুদ্দীন উমরকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইতিহাস পরিষদের পুরস্কার পান এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বর্ধমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবুল হাশিম ও মাতার নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু বেগম। তার পিতা আবুল হাশিম একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। উমর ১৯৪৮ সালে বর্ধমান টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিলোসফি, পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স (পিপিই) ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথমে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। বদরুদ্দীন উমর ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয় তারই হাত ধরে। ১৯৬৮ সালে পদত্যাগ করেন।

# টিকেট ক্রয়-ভ্রমণ: নিউইয়র্কে অ্যাটাব এনলিস্টেড প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়ার আহ্বান

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ট্রাভেল মালিকদের সংগঠন আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (অ্যাটাব) এয়ার লাইন্সের টিকেট ক্রয় কিংবা ভ্রমণ সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে আটাব এনলিস্টেড প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে সংবাদ সম্মেলন করে এ আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

আটাবভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে প্রতারিত না হতে গ্রাহকদের সতর্ক করেছেন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ। আটাবভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে গ্রাহক হয়রানি শিকার হয়েছে এমন অভিযোগ এলে সাংগঠনিকভাবে খতিয়ে দেখে দোষী এজেন্সীর বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে ডিজিটাল ট্রাভেল এস্টোরিয়ার কর্ণধার নজরুল ইসলাম বলেন, 'আটাবভুক্ত নয় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান নুসুকের কোটা আছে বলে হজ্বযাত্রীদের সাথে প্রতারণা করছেন। প্রকৃত অর্থে বর্তমানে হজ্জ ভিসার কোন এজেন্সির কাছে কোটা নেই। ২০২১ সালের পর কোন এজেন্সিকে সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয় ভিসার কোটা দেয়নি। বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি নুসুক থেকে হজ্ব ভিসার আবেদন করতে হয়।'

নেতৃবৃন্দ জানান, আমেরিকায় ক্রেতা ও ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আটাব নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাহক যাতে সর্বোচ্চ সেবা ও সহযোগিতা পায়, সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া।

নেতৃবৃন্দ আরো জানান, নুসুক হলো সৌদি আরবের হজ্ব রেজিস্ট্রেশনের একটা প্লাটফর্ম। নিজের হজ্বের জন্য নিজেই নিবন্ধন করা যায়। কেউ নিজে না বুঝলে কোন ট্রাভেল এজেন্ট তাকে এপ্লিকেশন করতে হেল্প করতে পারে। কিন্তু হজ্ব নিবন্ধনের জন্য নুসুকের কোন এজেন্ট নেই।

কর্ণফুলী ট্রাভেলের সিইও এবং আটাবের সভাপতি মোহাম্মাদ সেলিম হারুন বলেন, 'ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আসাসহ বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে গ্রাহকরা। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্যই গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে আমাদের এ সতর্ক বার্তা।'

তিনি আরও বলেন, 'নুসুক হলো একটি অ্যাপ। যার মাধ্যমে সরাসরি হজ্ব নিবন্ধন করা যায়। এখানে কোন ক্যাশ লেনদেন হয় না, অনলাইনেই করতে হয় পেমেন্ট।'

INTERLINKED360

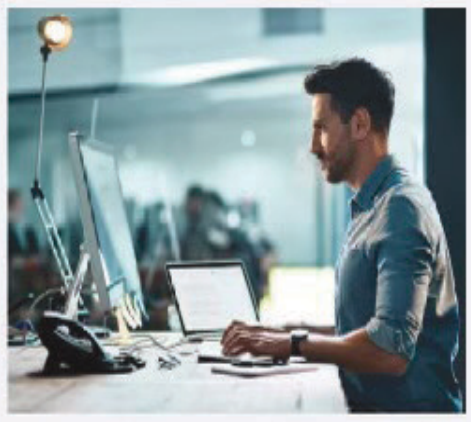

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**ইনকাম ট্যাক্স**
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

**একাউন্টিং**
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

**NEW BUSINESS SETUP**
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

**ইমিগ্রেশন**
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ

CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

## সম্পাদকীয়

# পবিত্র রমযান আমাদের সংযমের শিক্ষা দেয়

রমযান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক পবিত্র ও গৌরবময় মাস। এই মাস শুধু উপবাস বা রোজার আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, সংযম এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার এক অনন্য সুযোগ। রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত একজন মুসলমানকে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই মাসের প্রকৃত সৌন্দর্য কেবল ইফতার আর সেহরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর গভীরে রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের এক চিরন্তন বার্তা।

রমযানের সংযম কেবল খাবার, পানীয় কিংবা শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকার নাম নয়। প্রকৃত অর্থে সংযম মানে নিজেকে সব ধরনের খারাপ কাজ, অন্যায় আচরণ, এবং ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে রাখা। রমযান মানুষকে শেখায় কীভাবে আবেগ ও ইচ্ছার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। দিনের পর দিন যখন একজন রোজাদার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করে, তখন সে বুঝতে শেখে সহনশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ শুধু শারীরিক নয়, বরং মানসিক ও আত্মিক স্তরেও প্রকাশ পায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিহার করে না, তার শুধু পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" (সহিহ বুখারি) এই হাদিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে রোজা শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা দমনের নাম নয়। বরং সত্যিকারের রোজা হলো এমন একটি আত্মনিয়ন্ত্রণ, যা মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কর্মে প্রকাশ পায়।

রমযান আমাদের ব্যক্তি জীবনকে যেমন শুদ্ধ করে, তেমনি সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির বন্ধনও দৃঢ় করে। এ মাস ধনী-গরিব, ছোট-বড়, সব শ্রেণির মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করায়। একসঙ্গে ইফতার করা, সেহরি ভাগাভাগি করা, এবং মসজিদে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারাবির নামাজ পড়া — এসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভব।

রমযান দরিদ্র মানুষের কষ্ট উপলব্ধির সুযোগ এনে দেয়। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা মানুষের দুর্দশা যে কতটা কষ্টকর, তা একজন রোজাদার দিনের বেলায় অনুভব করেন। এই উপলব্ধি মানুষকে আরও মানবিক করে তোলে। তাই এ মাসেই ধনী-সচ্ছল মানুষরা গরিবদের সাহায্য করার জন্য জাকাত ও ফিতরা আদায় করেন। ইফতার বিতরণ, পোশাক-খাবার দান এবং অন্যকে সহায়তার মাধ্যমে সমাজে দানশীলতার এক অপূর্ব চিত্র ফুটে ওঠে।

রমযানের সংযমের শিক্ষা ব্যক্তি জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলে। এই মাসে মানুষ তার চরিত্র গঠনের সুযোগ পায়। গীবত, পরচর্চা, মিথ্যা কথা বলা, অহংকার — এসব নেতিবাচক অভ্যাস থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা হয়। মানুষ ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার শিক্ষা নেয়। নিজের রাগকে সংযত করা, অন্যের প্রতি সদয় হওয়া এবং ক্ষমাশীল হওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এসব গুণ কেবল রমযান মাসের জন্য নয়; বরং সারাজীবন লালন করার শিক্ষা দেয় এই মাস।

রমযান মাস আমাদের আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি আত্মনিয়ন্ত্রণের গভীরতম শিক্ষা দেয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত সফলতা তখনই আসে, যখন আমরা নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারি। আমরা যদি আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের রাগ, লোভ এবং অহংকারকেও দমন করতে পারি। এই সংযমের অভ্যাস আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় ও পরিশুদ্ধ করে।

তবে রমযানের শিক্ষা শুধু এক মাসের জন্য নয়। প্রকৃত রোজাদার সেই ব্যক্তি, যিনি রমযানের সংযমকে তার সারাবছরের জীবনযাপনের অংশ বানিয়ে নেন। যদি আমরা রমযানের শিক্ষা আত্মস্থ করে সারা বছর আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে সমাজে হিংসা, হানাহানি, দুর্নীতি ও বৈষম্য অনেকাংশে কমে আসবে। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। এই কারণে, রমযান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংযম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ কেবল রোজার সময়ের বিষয় নয়; এটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক। সত্যিকারের রমযানের শিক্ষা হলো নিজের ভেতরের খারাপ প্রবৃত্তিকে দমন করে একজন উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠা এবং সমাজে শান্তি, সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।

অতএব, পবিত্র রমযান কেবল ইবাদতের মাস নয়; এটি সংযম, আত্মশুদ্ধি, সহানুভূতি ও মানবিকতার মাস। আসুন, আমরা এই মাসের প্রকৃত শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করি এবং তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করি। তাহলে রমযানের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, আর আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন আরও সুন্দর, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

# বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় লাভ-ক্ষতি

ড. ইজাজ আহসান

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। এক দেশের সাথে আরেক দেশের বাণিজ্যের মাধ্যমেই দেশগুলো উন্নতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দেশ দুটির মধ্যেকার লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও লেনদেনের সুযোগ বেশি থাকে। প্রতিবেশীদের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে পরিবহন খরচ কম হওয়া ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায় বলে এর ওপর ভিত্তি করে সফলভাবে গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট। যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), আসিয়ান ও জিসিসির মতো জোট। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুল্ক সুবিধাসহ অন্যান্য অনেক সুবিধা এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো খুবই জনবহুল। আর সেই সাথে বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার। সম্ভবনা থাকলেও এখানে বাস্তবে এর কিছুই হয়নি। আয়তন আর জনসংখ্যার বিচারে ভারত সব থেকে বড়। স্থলপথে অন্য দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ ভারতের ওপর দিয়েই করতে হবে। যেমন স্থলপথে বাংলাদেশ থেকে নেপাল, ভূটান ও পাকিস্তান যেতে হলে ভারতের ওপর দিয়েই যেতে হবে। এই লক্ষ্যেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে তা জোরেসোরেই চলছিল। শীর্ষ বৈঠকগুলোতে বেশ কিছু গঠনমূলক সিদ্ধান্ত আসছিল। সার্ক সচিবালয় গঠিত হলো। এই অঞ্চলের মানুষ আশায় বুক বাঁধল যে, এবার বুঝি সত্যিই ভালো কিছু হতে যাচ্ছে।

কিন্তু বিধি বাম। ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকল সার্কের কার্যক্রম। এর মূলে ছিল ভারতের অসহযোগিতা। পাকিস্তানের সাথে তার দ্বন্দ্বের অজুহাত এবং পরে ভারতের একান্ত অনুগত সরকার বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করলে সার্কের আর কোনো কার্যকারিতা থাকল না। যদিও সার্ক গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী দেশ ছিল বাংলাদেশ। ভারতের নীতিই তার নীতিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ভারত পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে নতুন জোট বিমসটেক গঠন করে। কিন্তু সেটাও এ পর্যন্ত কোনো সাফল্যের মুখ দেখেনি। সার্কের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দেশগুলো আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুলভাবে উপকৃত হতে পারত। এই সম্ভাবনাময় অঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্য, পর্যটনের মতো খাতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারত দেশগুলো। কিন্তু ভারতের বাধার কারণে সার্ক মুখ থুবড়ে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে একচেটিয়া সুবিধা লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টায়।

এবার আসি ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের বিষয়ে। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ভারতের অনুকূলে হলেও বাংলাদেশ অনেক দিক থেকে এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ বহু পণ্য ভারত থেকে আমদানি করে। এ ছাড়া বহু পর্যটক (প্রতি বছর প্রায় আঠারো লাখের বেশি) ভারতে যায়। আর চিকিৎসাসংক্রান্ত কারণেও বিপুল বাংলাদেশি প্রতি বছর ভারত যান। সেই কারণে লেনদেনের ভারসাম্য সব সময়ই ভারতের অনুকূলে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি পর্যটকদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতের পত্রপত্রিকায় এর

> হিংসা-বিদ্বেষ আর একচেটিয়া সুবিধা নেওয়ার মানসিকতা থেকে সরে এসে নতুন করে সমতার ভিত্তিতে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুললেই কেবল সবাই লাভবান হতে পারবে।

প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। পরিসংখ্যানমতে, বাংলাদেশ তার রপ্তানির বিপরীতে প্রায় দশ গুণ আমদানি করে ভারত থেকে। এরপরও সীমান্ত পথে যে অবৈধ পণ্য আসে, তা বৈধ পথে হওয়া বাণিজ্যের প্রায় সমান। এখানেও ভারতের অনুকূলেই যায় বাণিজ্যের ভারসাম্য।

এত কিছুর পরও মাঝেমধ্যে ভারত কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়া অনেক সময় পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ একসময় ভারতীয় গরু আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভারত কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা দেয়। যদিও গোমাংস রপ্তানিতে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য। তাতে অবশ্য বাংলাদেশের লাভই হয়েছে। দেশে প্রচুর খামার গড়ে উঠছে, যার ফলে ভারতের ওপর নির্ভরতা একেবারেই কমে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও বিগত সরকারের সময় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভারতীয়রা ভোগ করছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে।

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান যেন তাদের এতদিনের সাজানো বাগান তছনছ করে দিল মুহূর্তেই। পলাতক শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিল ভারত। এরপর বন্ধ করল ভিসা দেওয়া। এতে বাংলাদেশেরই ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা। অথচ ভারতের এক শ্রেণির মিডিয়া আর রাজনীতিকদের আস্ফালনে মনে হয় যত অন্যায় সব বাংলাদেশের মানুষের।

এসব বাদ দিয়ে আসা যাক, এর ফলে কার লাভ কার ক্ষতি সে বিষয়ে। ক্ষতি কিন্তু উভয়েরই। কিন্তু আপেক্ষিক বিবেচনায় এর ভাগ ভারতের দিকে বেশি। এটা আমাদের কারও বুঝতে অসুবিধা নেই। যেহেতু বাণিজ্যের আর লেনদেনের ভারসাম্য দুটিই ভারতের অনুকূলে, তাই ক্ষতি তারই হওয়ার কথা। তবে ভারত যদি গোঁ ধারে থাকে, লাভবান হবে চীন। ইতিমধ্যে সে ভারতের বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা দেবার প্রয়াস শুরু করেছে। মানুষের সাড়াও মিলছে। শুধু চীন নয়, পাকিস্তানও এ সুযোগ নিতে চাচ্ছে। পাকিস্তানি বিমান সংস্থাগুলো সরাসরি ফ্লাইট চালুর তোড়জোড় শুরু করেছে। জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও এটা সম্প্রসারিত হলে ভারতের বাজার স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের ভারত নির্ভরতা কমে যাবে উল্লেখযোগ্য হারে।

অন্যদিকে সব থেকে দুর্বল দিক হলো ভারতের সাতটি রাজ্য নিয়ে। এগুলো রাজনৈতিকভাবে খুবই গোলযোগপূর্ণ। তার ওপর বাংলাদেশের করিডোর ছাড়া তাদের পণ্য পরিবহন খুবই ব্যয়বহুল, আর সময়সাপেক্ষ। চলাচলেও তাদের বাংলাদেশের আকাশপথ ব্যবহার করতে হয়। বিগত সরকার নামমাত্র মূল্যে ট্রানজিটসহ সব সুবিধা তাদের দিয়ে রেখেছিল। এখন এগুলো পাওয়া আর সম্ভব না।

তাই হিংসা-বিদ্বেষ আর একচেটিয়া সুবিধা নেওয়ার মানসিকতা থেকে সরে এসে নতুন করে সমতার ভিত্তিতে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুললেই কেবল সবাই লাভবান হতে পারবে। নয়তো স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের বাজার হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে ভারতকে।

লেখক: প্রবাসী শিক্ষক ও গবেষক

# বড় হওয়ার জন্যই ছোট হওয়া

এম আর রহমান

একেই বোধ হয় বলে কপাল। ছিলেন জিরো, হয়ে গেলেন হিরো। বলছি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কথা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আক্রমণের আগে জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ এবং তাঁর দলের জনপ্রিয়তা ছিল ১১ শতাংশ। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তিনি ব্যাপক জনসমর্থন পান এবং তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। তবে গত দুই বছরে এটি ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। এপ্রিল ২০২৪-এ তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ৫৪ শতাংশ, যা জানুয়ারি ২০২৫-এ নেমে আসে ৪৯ শতাংশে। যদিও এটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির মতো অতটা কম নয়, তবে ২০২২ সালের মে মাসের ৯০ শতাংশ জনপ্রিয়তা থেকে অনেক দূরে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইউক্রেনে জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা মাত্র ৪ শতাংশে নেমে এসেছে এবং তিনি দেশটিতে নির্বাচন না দিয়ে স্বৈরশাসকের মতো আচরণ করছেন।

জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা কমার পেছনে অবশ্য একাধিক কারণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে তাঁর প্রশাসনের দুর্নীতি। এ ছাড়া রয়েছে চলমান যুদ্ধ নিয়ে ক্লান্তি।

তবে পরিস্থিতি ঘুরে গেছে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর। গত শুক্রবার ওভাল অফিসে ইউক্রেনের বিরল খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তি করতে বসেছিলেন ট্রাম্প ও জেলেনস্কি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি, ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকা এত দিন যত সহায়তা দিয়েছে, তার বিনিময়ে ইউক্রেনের বিরল খনিজ সম্পদগুলোর ৫০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রকে ইউক্রেনের দিয়ে দেওয়া উচিত। যা-ই হোক। এ বৈঠকে ট্রাম্প ও তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স চরম অপমান করে বসলেন জেলেনস্কিকে। আর এটাই তাঁর জন্য হয়ে যায় শাপেবর।

ওভাল অফিসের ওই বৈঠকে ট্রাম্প জেলেনস্কিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পরামর্শ দেন। তবে জেলেনস্কি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পুতিনের সঙ্গে আপস করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে বেজায় খেপে যান ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন যে জেলেনস্কির কর্মকাণ্ড তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। আসলে ট্রাম্প ও ভ্যান্স উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি সমর্থনের জন্য জেলেনস্কির কাছ থেকে আরও স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আশা করেছিলেন। তাঁদের মতে, জেলেনস্কি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেননি, যা তাঁদের অসন্তোষের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৈঠকের উত্তেজনার কারণে পূর্বনির্ধারিত যৌথ সংবাদ সম্মেলন এবং মধ্যাহ্নভোজন বাতিল করা হয়। জেলেনস্কি ও তাঁর প্রতিনিধিদের হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিতে হয়। বৈঠক শেষে অবশ্য জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থন ও সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যা ইউক্রেনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেলেনস্কি উল্লেখ করেন যে এই সহায়তা ইউক্রেনের জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একটা কথা প্রচলিত আছে, 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। জেলেনস্কি সেই বড় হওয়ার জন্যই যেন ছোট হলেন।

জেলেনস্কিকে অপমান করার পর যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ জন ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর যৌথ বিবৃতিতে ট্রাম্পকে দোষী করে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ইউরোপীয় দেশগুলো প্রকাশ্যে জেলেনস্কির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা স্পষ্ট করেছেন যে তাঁরা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অটল।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, ইউক্রেনকে সমর্থন করা কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তারও প্রশ্ন। এ ছাড়া, ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ ইউক্রেনের প্রতি তাঁর সংস্থার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, 'ইউক্রেনকে দুর্বল করে কোনো কূটনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়।'

ট্রাম্পের এই আচরণের পর ইউরোপীয় দেশগুলো কিয়েভকে আরও সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নতুন করে প্রতিরক্ষা সহায়তা প্যাকেজের ঘোষণা এসেছে, যা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে। এই আন্তর্জাতিক সমর্থনের ফলে নিজ দেশেও জেলেনস্কির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে অনেকেই মনে করছেন যে জেলেনস্কি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপীয় সমর্থন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের বিপরীতে জেলেনস্কির অবস্থান জনগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সমর্থন সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধ চলাকালে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদর্শন করার কারণে তিনি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে সর্বশেষ খবর হলো, জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি খনিজ চুক্তি সইয়ের জন্য প্রস্তুত ইউক্রেন। গত রোববার ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে লন্ডনে এক সম্মেলনের পর এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ওই সম্মেলনে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের নেতৃত্বে ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার বিকল্প উপায় খুঁজেছে। ইউরোপীয় নেতাদের এ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। সেখানে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উপস্থাপনের জন্য একটি ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করতে সম্মত হয়েছেন।

লন্ডন স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের জেলেনস্কি বলেছেন, 'এই চুক্তি এগিয়ে নিতে কিয়েভ প্রস্তুত আছে। অতীতে যা-ই ঘটুক না কেন আমাদের নীতি হলো সামনে অগ্রসর হওয়া। আমরা চুক্তি সই করতে প্রস্তুত এবং সত্যি বলতে, আমি বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রও প্রস্তুত।' এ ছাড়া তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস, ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা যাবে।'

অনেক গণমাধ্যম জেলেনস্কির এসব বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতিস্বীকারের নামান্তর বলে অভিহত করলেও মনে হচ্ছে বড় হওয়ার জন্যই ফের তাঁর এই ছোট হওয়া।

লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE

## [কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
**CDPAP** - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

**Mohammed Hasem,** MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

**347-621-6640**
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

**Main Office**
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

**Jackson Heights Branch**
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

**Buffalo Branch**
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

# নতুন দল কতটা নতুন

আহমেদ শমসের

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি নতুন উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকীর্ণতাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছে। এই দলটি মূলত বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষকে একত্র করে একটি বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চায়। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ নতুন কিছু নয়। অতীতেও বহু বিকল্প রাজনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকতে পারেনি। এনসিপি কি আদৌ পারবে টিকে থাকতে, নাকি এটি শুধুই আরেকটি স্বল্পস্থায়ী রাজনৈতিক উদ্যোগ হয়ে থাকবে, সেটি সময়ই বলে দেবে।

প্রথমেই, এনসিপির ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এটি নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন রাজনৈতিক ভাষা নির্মাণের চেষ্টা করছে। বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে দুটি প্রধান শিবিরের বাইরে কার্যকর কোনো মধ্যপন্থী বা তৃতীয় শক্তির উপস্থিতি নেই। একদিকে আওয়ামী লীগ আর অন্যদিকে বিএনপি। এ-দল ক্ষমতায় থাকলে ও-দল বিরোধী দলের ভূমিকায়। এই দ্বিদলীয় বৃত্ত ভাঙার চেষ্টা হয়েছে, সফল হয়নি। সাধারণ মানুষও কেন যেন এই দুই ধারার বাইরে আস্থা রাখতে চায়নি। বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান হলেও তা হালে পানি পায়নি। এবার মূলত তরুণসমাজ এগিয়ে এসেছে এনসিপি গঠনে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে তারা সেই বিকল্প হতে চায়। তারা বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের বাইরে এসে নতুন ধরনের রাজনীতির ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে দলীয় আনুগত্যের বাইরে জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশেষ করে দলটি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের বাইরে থেকে একটি মধ্যপন্থী ও গণমুখী রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে তোলার কথা বলছে। এটি যদি বাস্তবে কার্যকর করা যায়, তবে এটি দেশের রাজনীতিতে নতুন এক ধারার সূচনা করলেও করতে পারে।

এনসিপির আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো তাদের গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সংবিধান অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। এনসিপি বলছে, তারা গণপরিষদের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে চায়, যাতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকবে। এটি একটি বড় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়ন করা সহজ নয়, তবে এটি দেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করতে পারে। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়।

নতুন দল হিসেবে এনসিপির কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে। প্রথমত, এই দলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন রাজনৈতিক ভাষা তৈরির চেষ্টা যতই মহৎ হোক না কেন, বাস্তব রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে অভিজ্ঞতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বেশ কঠিন, যেখানে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করা, প্রশাসনিক জটিলতা সামলানো এবং জনগণের আস্থা অর্জন করা সহজ কাজ নয়। এনসিপির নেতারা এই বাস্তবতাকে কতটা উপলব্ধিতে নিয়ে মাঠে নেমেছেন, তা আমরা জানি না। সব সময় গায়ের জোরে সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় না। নমনীয়তা রাজনীতির একটি উত্তম কৌশল। নীতির প্রশ্নে আপসহীন হয়ে কৌশলে নমনীয় হওয়া রাজনীতির ক্লাসিকস বৈশিষ্ট্য। অথচ আমাদের দেশে দেখা যায় কৌশলে অনমনীয় হয়ে নীতিতে আপসকামিতা। এনসিপির নীতিনির্ধারকেরা এই বিষয়টি মনে রাখলে ভালো করবেন। চকচক করলেই সোনা হয় না।

দ্বিতীয়ত, এনসিপির আদর্শিক ও সাংগঠনিক ঐক্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। দলটি সাবেক বামপন্থী, ডানপন্থী এবং মধ্যপন্থীদের একত্র করে গঠিত হয়েছে। ফলে, আদর্শিক বিভাজনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। ইতিহাস সাক্ষী, এমন বহু দল গঠিত হয়েছে যেখানে আদর্শিক মতবিরোধের কারণে দলটি বেশি দিন টেকেনি। এনসিপিকে যদি আদর্শিকভাবে সুসংহত হতে হয়, তাহলে তাদের স্পষ্টভাবে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন নির্ধারণ করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজন এড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, এনসিপির বিরুদ্ধে 'কিংস পার্টি' হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অতীতে একাধিকবার নতুন দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে

সরকারি মদদ থাকার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে সামরিক শাসনামলে নতুন দল গঠন করে বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। এনসিপির নেতারা দাবি করছেন যে তাঁদের দল কোনোভাবেই সরকারি আনুকূল্যে গঠিত হয়নি এবং তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান। তবে এই অভিযোগ একবার উঠলে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়ে যায়। জনগণ যদি মনে করে যে এই দলটি আসলে বিদ্যমান ক্ষমতার খেলার একটি অংশ, তাহলে তারা এটিকে গুরুত্ব দেবে না।

অর্থায়নের প্রশ্নেও এনসিপি কিছুটা চাপের মুখে পড়তে পারে। দলটির নেতারা বলছেন যে তাঁদের অর্থায়ন সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে হচ্ছে, তবে একটি রাজনৈতিক দল চালাতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি থাকা অপরিহার্য। এনসিপির অর্থ কোথা থেকে আসছে, কারা এই দলকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এর পেছনে কোনো করপোরেট বা বিদেশি স্বার্থ জড়িত আছে কি না, সেটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতে অনেক রাজনৈতিক দল করপোরেট স্বার্থের কারণে নীতিগতভাবে আপস করেছে। এনসিপিকে যদি সত্যিই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়, তবে তাদের অর্থায়নের বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, বিকল্প শক্তি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া নতুন কিছু নয়। অতীতে অনেক দলই বিকল্প হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, কিন্তু বেশির ভাগই টিকে থাকতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিকল্পধারা বাংলাদেশ কিংবা গণফোরামের মতো দলগুলো প্রথম দিকে আলোচনায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রভাব হারিয়েছে। এই দলগুলোর ব্যর্থতার কারণ ছিল নেতৃত্বের অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং জনগণের আস্থার সংকট। এনসিপি যদি টিকে থাকতে চায়, তাহলে তাদের এই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি নতুন এক রাজনৈতিক উদ্যোগ হলেও এটি কতটা কার্যকর হবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন দল গঠনের পথ কখনোই সহজ নয়। একদিকে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক আক্রমণ, অন্যদিকে জনসমর্থন ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ—এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলে এনসিপিকে দমিয়ে রাখা যাবে না। যদি তারা সত্যিই একটি সুসংগঠিত, আদর্শিকভাবে সুসংহত এবং গণমুখী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে, তাহলে এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। সূচনালগ্নে আমরা ভালোটাই আশা করি। কারণ, আশাই জীবন।

সাংবাদিক

# শিশু আদালতের বিচার-প্রক্রিয়ার আইনি ও বাস্তবিক দিক

গাজী তারেক আজিজ

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৮ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত শিশু হিসেবে নির্ধারণ করা রয়েছে। যদিও ভিন্ন ভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান পূর্বক বয়সের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যদি শিশুর বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ধরি সে হিসেবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক শিশু। যারা বাংলাদেশের উজ্জ্বল আগামী।

জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০-১১-১৯৮৯ কনভেনশন অব দ্য রাইট অব দ্য চাইল্ড সম্মেলনেও শিশুর বয়স ১৮ নির্ধারণ করা হয়। সে আলোকে শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী একটি শিশুর বয়স ১৮ বছর নির্ধারিত হয়েছে। শিশু আইন-১৯৭৪ এ শিশুর বয়স নির্ধারিত ছিল ১৬ বছর। বাংলাদেশের পেনাল কোডের-৮২ ধারা মোতাবেক ৯ বছরের নিচে কোনো শিশুর আইনবহির্ভূত ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। একই আইনে ৮৩ ধারা মোতাবেক বিচারকের দৃষ্টিতে ৯ বছরের নিচে ১২ বছরের বেশি না হলে কোনো শিশুর যদি ম্যাচিউরিটি সনাক্ত না হয় সে ক্ষেত্রেও শিশুটি অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে না।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে ১৬-১৮ বছরের একজন কিশোর যথেষ্ট ম্যাচিউরিটি লাভ করে। অথচ এরা যত বড় অপরাধই করুক না কেন তাদের শিশু আইনে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। ওই আইনে হত্যাকাণ্ডের মতো গুরুতর অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর। ফলে তারা নানা অপরাধমূলক কাজ করেও আইনের সুবিধা ভোগ করার সুযোগ তাদের অনেককেই আরো বেশিমাত্রায় উৎসাহী করে তুলছে বলেও বিশ্লেষকদের ধারণা। যদিও আমাদের আজকের আলোচনা এই প্রসঙ্গে নয়। অধিকন্তু, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিটি ভোটারের বয়স পুনঃনির্ধারণ করে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে ভোটার হতে পূর্বের নির্ধারিত ১৮ বছরের স্থলে ১৭ বছর করার জন্য। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যদি ভোটারের বয়স ১৭ হয় তাহলে শিশুর বয়সও পুনরায় নির্ধারণ জরুরি। কারণ ভোট প্রদানে তার মতামত এবং মানসিক সক্ষমতা থাকা দরকার। অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, আইনানুগ নিয়ম হচ্ছে যখন যে আইনে বিচার-প্রক্রিয়া চলমান থাকবে সে আইনেই তার ব্যাখ্যা দেয়া থাকে। আর বিচার-প্রক্রিয়া পরিচালনাকালীন যদি মনে হয়ে থাকে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন, অন্য আইন থেকে ব্যাখ্যা নেয়ার বিধান রয়েছে। সে দিক বিবেচনায় নিলে কোন আইনই অসম্পূর্ণ নয়। অথবা উচ্চ আদালতের রেফারেন্স থেকেও সমাধান পাওয়া যায়।

আসা যাক মূল আলোচনায়, জুভেনাইল কোর্ট, যা তরুণ অপরাধীর বিচারের জন্য আদালত যা শিশু আদালত নামেও পরিচিত, একটি ট্রাইব্যুনাল যার বয়স পূর্ণ হয়নি এমন শিশুদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য রায় দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। বেশিরভাগ আধুনিক আইনী ব্যবস্থায়, যে শিশুরা অপরাধ করে তাদের সাথে আইনগত প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করা হয়, যারা একই অপরাধ করেছে।

যদিও প্রচলিত ও ধারণাগতভাবে অনেকের মনে হতে পারে ১২ বছর পর্যন্ত শৈশব। ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। তার পরবর্তী সময় তারুণ্য কিংবা যৌবন। কিন্তু আইনে নির্ধারিত মতে শৈশবের পরই প্রাপ্ত বয়স্ক।

এখানে আলাদা করে আর যৌবনকে স্থান দেয়া হয়নি। সবাইকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর উর্ধ্বে যত যা-ই বয়স হোক না কেন। এক্ষেত্রে যদি সোজাসাপ্টা কথায় বলি তাহলে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' আর 'প্রাপ্তবয়স্ক' এই দুইটাই থাকে বয়সভেদে।

যদি কোন শিশু অথবা কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে শিশু আদালতে তার বিচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে কিশোর আদালতের কথা বলা হলেও মূলতঃ শিশু আদালতকেই বুঝানো হয়েছে। শিশুদের শাস্তির বিধান রয়েছে নির্ধারিত। রয়েছে কিশোর সংশোধনাগার। আবার আইনে নারী ও বৃদ্ধদের জন্যও কিছু অধিকার সুরক্ষিত। সেটাও যথাযথ নয়। শুধু জামিনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়ার কথা বলা রয়েছে। কিন্তু নারীদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নামে পৃথক বিশেষ আদালত(ট্রাইব্যুনাল) রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আইন নির্ধারিত একটি বিশেষ বিভাগ, 'কিশোর আদালত'। অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তদের মামলার বিচার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যারা ফৌজদারি অপরাধ থেকে শুরু করে অবহেলা পর্যন্ত অভিযোগের সম্মুখীন হন, অথবা পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিংবা সমাজের স্বাভাবিক ধারায় না থাকাদের বলে মনে করা হয়। সাধারণত, এই অভিযুক্তদের বয়স ১৮ বছরের কম হয়, যদিও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আইনি সীমা এখতিয়ার অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

তদন্তকার্যে এবং যথাযথ বয়স প্রমানসাপেক্ষে একই মামলায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক কোন অপরাধী ব্যক্তি থেকে থাকে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলেও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য অভিযোগ পত্র আর শিশুদের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত করে; দোষী পত্র প্রদান করা হলে আলাদা বিচার-প্রক্রিয়ায় বিচার অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে কেবল শিশু আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শিশু যদি কোন ঘটনাচক্রে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রচলিত আইনে আদালতে বিচার করার সুযোগ নেই। শিশুদের বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এসব বিবেচনা থেকেই ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১৮ সালে তা সংশোধনও করা হয়। সংশোধিত আইনে শিশুদের জন্য আলাদা আদালত বা পৃথক এজলাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এখনো তেমন কোনো ব্যবস্থা দেশের কোন আদালতে লক্ষ্যণীয় হয়নি। যা প্রণিত আইনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার শামিল বলেও মনে করা হয়ে থাকে। শিশুদের জন্য পৃথক সংশোধনাগার থাকলেও অপরাধের তারতম্য বিবেচনায় না নিয়ে সাধারণ ও গুরুতর অপরাধ তথা অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটানো কিংবা সংঘটন করা শিশুদের একই সাথে রাখা হচ্ছে। যাতে করে অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ করা শিশু আর বেশি অপরাধ করা শিশু থেকে ধারণা শেয়ার করে নিজেও অপরাধ পরিক্রমায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা থেকে যায়। যার ফলে মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর এতে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে। পড়তে পারে ভয়ংকর বিপর্যয়ে। বিনষ্ট হতে পারে আশার আগামী!

কিশোর আদালত প্রাপ্তবয়স্ক আদালতের থেকে আলাদাভাবে কাজ করে বলেই আমরা জানি। যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে নাবালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, সেসব মামলার বিচারের এখতিয়ার তাদের নেই। যদিও কিশোর আদালতের কার্যক্রম সবসময় প্রতিপক্ষীয় বিন্যাস মেনে চলতে পারে না, তবুও নাবালকদের বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়। অতিরিক্তভাবে, ইতিবাচক ফলাফল অর্জন এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করার লক্ষ্যে অভিভাবক, সমাজকর্মী এবং প্রবেশন অফিসাররা কার্যক্রমে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতার কারণে শিশুদের মনো-দৈহিক কোন প্রভাব পড়ছে কি-না আমরা কেউই সে খবর রাখি না। বিচার চলাকালীন শিশুদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনায় কোন বিরূপ প্রভাব কিংবা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠছে কি-না তা-ও নজর রাখতে হবে। অন্যথায় উক্ত শিশুদের সাথে মিশতে থাকা অপরাপর শিশুরাও প্রভাবিত হতে পারে। তবে, গুরুতর বা বারবার অপরাধের ক্ষেত্রে, কিশোর অপরাধীদের কারাদণ্ড হয়ে থাকলে আইনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে রাষ্ট্রীয় সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত হতে পারে। কিশোর আদালত বহুমুখী, যা নাবালকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং নির্ভরশীলতা উভয়কেই মোকাবেলা করে, যেখানে নাবালকের কল্যাণের জন্য পিতামাতার বাইরের অভিভাবকত্ব প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তাতেও অপরিচর্যার ফলে সুযোগ পেলেই শিশু-কিশোররা তেমন অপরাধ কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইতেও পারে। সেদিকটায়ও নজরদারি করা সমীচীন বলে মনে করি।

আমরা এক্ষেত্রে শিশু আইন-২০১৩ এর আলোকে বাদবাকি আলোচনা এগিয়ে নিতে পারি। যেখানে বলা আছে ১৮ বছরের নিচে যে কাউকে শিশু বিবেচনা করে আইনটির পঞ্চম অধ্যায়ে 'শিশু-আদালত ও উহার কার্যপ্রণালি' শিরোনামে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আইনটিতে 'শিশু-আদালত' নামে বিশেষ আদালতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬, ১৭ ও ১৯ ধারায় এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধারা ১৬(১) অনুসারে আইনের সঙ্গে সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যেকোনো অপরাধের বিচার করার জন্য দেশের প্রতিটি জেলা সদরে শিশু আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত রাখতে বলা হয়েছে। অন্যথায় উপধারা (২) অনুসারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ -এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে বলে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো জেলায় এ রকম কোনো ট্রাইব্যুনাল না থাকলে সেই জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে বলেও আইনে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ একটি বিষয় খুব পরিষ্কার! শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকবেন। যিনি ব্যক্তিজীবনে একজন বিবাহিত, সমাজ সচেতন, পারিপার্শ্বিক জ্ঞানসম্পন্ন ও মানবিক হবেন। এই ধারণাটির কথা যদিও কোন আইন কিংবা অপর কোথাও উল্লেখ নেই তথাপিও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেটাই ইঙ্গিত করে। কারণ একজন বিচারক যদি বিবাহিত হন স্বভাবতই তাঁর সন্তান থাকবে, আর তিনি বিচারিক মনোভাবে যতটুকু বিচারক সুলভ চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করার ঠিক ততোধিক থাকবে পিতৃত্বের সুশীতল স্নেহের আবরণে। আর এজন্যই একজন শিশুকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। আর তা-ই আইন নির্ধারিত এজলাস অন্যান্য আদালতের আদলে হবে না মর্মে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবতা ভিন্ন!

বাংলাদেশের কোথাও এমন শিশুবান্ধব এজলাস রয়েছে কি-না জানা নেই। শিশু আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতা সম্পর্কে ১৭ ধারায় বলা হয়েছে। ১৭(৪) ধারা মতে, যেসব দালান বা কামরায় এবং যেসব দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তা ব্যতীত যতদূর সম্ভব, অন্য কোনো দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা বহুল প্রচলিত চিরায়ত আদালত কক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোনো দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধু শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে হবে।

বর্তমানে আদালতে নেই পর্যাপ্ত এজলাস। এই একটি কারণ দেখিয়ে এখনো শিশু আদালত নামে পৃথক কোনো এজলাস কক্ষ গড়ে ওঠেনি। যা শিশুবান্ধব হিসেবে শিশুদের বিচারকালীন সময়ে শিশু মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারে, এমন হবে না। একই এজলাসে বিচার চলছে ভাগাভাগি করে। যার কারণে অন্য আর দশজন অপরাধীদের সাথে একই বিবেচনায় বা শিশুদের প্রতি অবহেলা নির্দেশ করবে না, এমন নয়। এত এত আইনের গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের বিচার চলছে একই গৎবাঁধা নিয়মের সে-ই এজলাস কক্ষে। প্রায়ই দেখা যায়, শুনানির দিনে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুরা তাদের অভিভাবক বা প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতের বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে গুরুতর সব

অপরাধের বিচার চলে। যেহেতু একই এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় তাই আদালতের বাইরে সবাইকে একসঙ্গেই অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এরপর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশের ডাকেই ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিশুকে কাঁঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়। ধারা ১৯–এর উপধারা (৪) বলছে, শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালে আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোনো কর্মচারী আদালত কক্ষে তাহাদের পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করতে পারবেন না, এমনকি বিচারকও তেমন থাকবেন। কিন্তু সে বিধান কি আদৌ মেনে চলার চেষ্টা করা হয়? ন্যূনতম বোধসম্পন্ন হলেও আইনি নির্ধারিত ও নির্দেশনা মোতাবেক কাঠামোগত শিশু আদালত এজলাস স্থাপন জরুরি। সারা দেশের আদালতগুলোয় নানা রকম অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু এরপরও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। এ ছাড়া বিচারকের সংখ্যা যেমন কম, মামলার সংখ্যা সে তুলনায় অনেক বেশি। এসব কারণে নিম্ন আদালতের কোনো কোনো বিচারক একই সঙ্গে দুটি আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও শিশু আদালতের বিষয়টি উপেক্ষা করা মোটেও সমীচীন নয়। শিশু আদালতের বিচারকদের প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা শুনতে পাই। অন্য মামলার বিচার শেষে শিশু আদালতের বিচার পরিচালনা করতে হয় বিচারকদের। তাই প্রাপ্তবয়স্কদের মামলার বিচারের প্রভাব শিশুদের ওপর যেন না এসে পড়তে পারে, এ জন্য বিচারকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। যদি একই বিচারক শিশু আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন সেক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন নির্ধারণ করা গেলে সেইদিন আদালতের পরিবেশ শিশু উপযোগী করে রাখা যেতে পারে বাহ্যিকভাবে। তবে আমার মতে শিশু আদালত প্রচলিত আদালতের আঙ্গিনায় পরিচালনা না করে ভিন্ন কোন পরিবেশে করা গেলে মনে হয় ভালো হতো। এতে করে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা দাগী কোন অপরাধীর সাথে শিশুদের আদালত অঙ্গনে দেখা কিংবা সাক্ষাৎ হতো না। একটি সমাজের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায়

সেখানকার শিশুদের প্রতি আচরণের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে সবার। তাই পূর্ণাঙ্গভাবে শিশু আইন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

লেখক: অ্যাডভোকেট, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

# Law Offices

## এক্সিডেন্ট কেইসেস

### মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

## 917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

**ইমিগ্রেশন**

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

**IMMIGRATION**

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

## Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

**Immigration Petitions & Adjustment of Status.**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

# আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

**Captor USA, Inc.**

**Franchise & Business Consulting Firm**

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

| | |
|---|---|
| H1B | L1A VISA |
| EB5 | E2 VISA |
| POLITICAL ASYLUM | |

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

# যুক্তরাষ্ট্রে চিহ্নিত

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

করা যায়, তা খতিয়ে দেখতে ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বুধ ও গতকাল বৃহস্পতিবার দুই দফা বৈঠক করেছে। বুধবারের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকালের বৈঠকে অংশ নেন পুলিশের বিশেষ শাখা, ইমিগ্রেশন ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

দুটি বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন এমন এক কর্মকর্তা গতকাল জানান, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এরই মধ্যে অবৈধ হয়ে পড়া ব্যক্তিদের ঢাকায় পাঠাতে শুরু করেছে। গড়ে সপ্তাহে ৬-৭ জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, কোনো দেশে অবস্থানের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা না থাকার কারণে অবৈধ হয়ে পড়া নাগরিককে গ্রহণের বিষয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। এটা শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, সব দেশের জন্য প্রযোজ্য।

উপদেষ্টা বলেন, অবৈধ হয়ে পড়া নাগরিকদের ফেরত নিতে অসম্মতি জানালে যাঁরা বৈধ উপায়ে বিভিন্ন কাজে বা ভ্রমণে বিদেশে যান, তাঁদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এটি হতে দেওয়া যাবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ হয়ে পড়া অনেক ভারতীয় নাগরিককে মার্কিন সরকার হাতকড়া পরিয়ে সামরিক বিমানে ফেরত পাঠিয়েছে। এ বিষয়টির উল্লেখ করে বাংলাদেশের নাগরিকদের কীভাবে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ফেরত পাঠানোর জন্য চিহ্নিত ব্যক্তির বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্ট থাকলে তাঁকে সরাসরি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে ফেরত আসা ব্যক্তির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এক বা একাধিক নিরাপত্তা কর্মী একই ফ্লাইটে আসছেন, এমনটিও ঘটছে।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, কোনো ব্যক্তির বৈধ পাসপোর্ট না থাকলে তাঁর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মিশনকে সরকারিভাবে জানানো হয়। সে ক্ষেত্রে মিশন প্রথমে যাচাই করে দেখে যে, ওই ব্যক্তি আসলেই বাংলাদেশের নাগরিক কি না। যাচাইয়ে বাংলাদেশের নাগরিক প্রমাণ হলে তাঁর জন্য এককালীন ভ্রমণের পারমিট (টিপি-ট্রাভেল পারমিট) দেওয়া হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেদের ব্যবস্থাপনায় তাঁকে পাঠিয়ে দেয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাঁদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাঁদের ঢাকায় বিমানবন্দরে গ্রহণ করে নিজ নিজ গন্তব্যে যেতে সরকার সহযোগিতা করবে। বুধ ও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সূত্র: আজকের পত্রিকা

# অর্থ পাচার মামলায়

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

মঞ্জুর করে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় দেন।

গত ১০ ডিসেম্বর এ মামলায় মামুনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলের অনুমতি দিয়ে দণ্ড স্থগিত করেন আপিল বিভাগ। পরে মামুন আপিল করলে শুনানি শেষে আজ রায় দেওয়া হয়। দুদকের আইনজীবী আসিফ হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আপিল মঞ্জুর করে দুজনকেই খালাস দেওয়া হয়েছে।

২০০৯ সালে করা এই মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও আসামি করা হয়েছিল। তবে ২০১৩ সালে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত তারেক রহমানকে খালাস দিয়ে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই আপিল করে দুদক। পাশাপাশি গিয়াস উদ্দিন মামুনও আপিল করেন। দুই আপিলের শুনানি শেষে ২০১৬ সালে তারেক রহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন হাইকোর্ট। আর গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের সাত বছরের কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়াস উদ্দিন মামুন আপিল বিভাগে আবেদন করেন। তাঁর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আসিফ হাসান।

# হাসিনা যেখানেই থাকুন

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পাশপাশি অপরাধের সঙ্গে জড়িত হাসিনার পরিবারের সদস্য ও সহযোগীদেরও বিচার হবে বলেও জানান তিনি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি স্থানীয় সময় বুধবার (৫ মার্চ) প্রচারিত হয়।

সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। তিনি বলেন, 'বিচার হবে। শুধু তার (হাসিনা) নয়, তার সাথে জড়িত সকল লোক—তার পরিবারের সদস্য, তার ক্লায়েন্ট বা সহযোগীদেরও।' তিনি আরও বলেন, 'শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার প্রমাণ সরকারের কাছে আছে। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই। তাই প্রশ্ন হলো আমরা কী তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব কি না-এটি নির্ভর করছে ভারতের উপর এবং আন্তর্জাতিক আইনের নির্দেশনার ওপর।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, তাকে ফেরত দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতের জবাবের অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি 'হাউস অফ মিররস' বা আয়নাঘর নামক কুখ্যাত গোপন কারাগারগুলোর মধ্যে একটি পরিদর্শন করেছেন ড. ইউনূস। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আয়নাঘরগুলো যখন আপনি (সাংবাদিক) নিজের চোখে দেখবেন এবং নির্যাতিতদের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, কতটা ভয়ঙ্কর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। আয়নাঘরগুলো সেনাবাহিনীর আওতাধীন। তাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। তবে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, এগুলো জাদুঘরে রূপান্তরিত করার। যাতে জনগণ সেখানে আসতে পারে এবং ইতিহাস জানতে পারে। হাসিনার বিরুদ্ধে তার নিরাপত্তা বাহিনী এবং পুলিশকে ব্যবহার করে শত শত নেতাকর্মীকে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার তদারকি করার অভিযোগ রয়েছে। হাসিনা, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং প্রায় ৮০০ গোপন কারাগারের নেটওয়ার্ক তদারকি করার দায়ে অভিযুক্তদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছেন।

> শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার প্রমাণ সরকারের কাছে আছে। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই। তাই প্রশ্ন হলো আমরা কী তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব কি না-এটি নির্ভর করছে ভারতের উপর এবং আন্তর্জাতিক আইনের নির্দেশনার ওপর।'

তিনি বলেন, 'সবাই এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। পুরো সরকার এর সাথে জড়িত ছিল। সুতরাং এটা বের করা কঠিন যে— কারা সত্যিই এবং উৎসাহের সাথে এই অপরাধগুলো করছিল, আর কারা উচ্চপদস্থদের আদেশের অধীনে এসব কাজ করেছিল এবং কারা পুরোপুরি এসব অপরাধের সমর্থনকারী না হলেও এই ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছিল।'

ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। নাটকীয় এই পটপরিবর্তনের পর একে একে বের হয়ে আসছে সাবেক স্বৈরাচারী সরকারের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ নানা চিত্র।

শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও দেশ ছেড়ে পলায়নের পর তার পরিবারের সদস্যসহ অনেকের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ বের হয়ে আসছে এবং দুর্নীতিবিরোধী তদন্ত চলছে। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে তাদের একজন শেখ হাসিনার ভাগ্নি সাবেক ব্রিটিশ লেবার এমপি টিউলিপ সিদ্দিক। বাংলাদেশে দুর্নীতির তদন্তে নাম আসার পর গত জানুয়ারি মাসে টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটেনের দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, টিউলিপের বিরুদ্ধে মামলাটি খুবই গুরুতর। দেশে তার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে।

# জন্ম নিচ্ছে নতুন রাষ্ট্র, ঝুঁকি বাড়ছে বাংলাদেশ সীমান্তে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

হওয়ার আগেই শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে।

জানা গেছে, আরাকান রাজ্যের জনসংখ্যা ৩০ লাখের বেশি। এর ৬০ শতাংশ রাখাইন বৌদ্ধ এবং প্রায় ৩৫ শতাংশ মুসলিম রোহিঙ্গা। কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মির (কেআইএ) সহায়তায় ইউনাইটেড লিগ অব আরাকানের সামরিক শাখা হিসেবে আরাকান আর্মি (এএ) গঠিত হয় ২০০৯ সালে। তাদের লক্ষ্য, একটি সার্বভৌম আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৫ সাল থেকে পালেতোয়া টাউনশিপ এলাকায় আরাকান আর্মি সামরিক তৎপরতা শুরু করে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চিকে আটক করে দেশে সেনাশাসন জারি করে। অন্য অনেক রাজনৈতিক দলের মতো তখন আরাকান আর্মিও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। কিন্তু দলটি তখনও জান্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়নি। পরের দুই বছরে বারবার যুদ্ধবিরতির মধ্যেও এএ তার প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি তার রাজনৈতিক শাখা ইউনাইটেড লিগ অফ আরাকানের (ইউএলএ) মাধ্যমে তখন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রকল্পও হাতে নিয়েছিল। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এএ শান রাজ্যের দুটি বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে জান্তা বাহিনীর উপর একটি বড় আক্রমণ চালায়। এটি ছিল 'থ্রি ব্রাদারহুড' জোটের অংশ হয়ে প্রথম আক্রমণ।

এরপর দ্রুতগতিতে একের পর এলাকা দখল করতে থাকে আরাকান আর্মি। প্রথমে উত্তর রাখাইন রাজ্য এবং পরে প্রতিবেশী চিন রাজ্যের দক্ষিণাংশের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। এ সময় তারা সামরিক চৌকি, ঘাঁটি এবং শহর দখল করে। এছাড়া বড় পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদও জব্দ করে।

**ক্রমশ অরক্ষিত হচ্ছে সীমান্ত**

শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আরাকান আর্মি ধীরে ধীরে বাংলাদেশ সীমান্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে। নাফ নদীতে দফায় দফায় বাংলাদেশি জেলেদের অপহরণ-জিম্মি জেলেদের তটস্থ করে তুলেছে। সেই সাথে বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ আটকানোর ঘটনা রীতিমতো ধস নামছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যে। গেল জানুয়ারি মাসে নাফ নদীতে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে আসা চারটি পণ্যবাহী জাহাজ আটক করে আরাকান আর্মি। মিয়ানমার থেকে কোটি কোটি টাকার পণ্য বোঝাই করে আসা এসব জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাহিনীটি। কয়েক সপ্তাহ পর ছেড়ে দিলেও আরাকান আর্মির এই জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনায় শুরু হয় আতঙ্ক। এ ছাড়া গত মাসে প্রায় ২০-৩০ জন জেলেকে অপহরণ করা হয়েছে।

ইয়াঙ্গুন থেকে টেকনাফ স্থলবন্দর পর্যন্ত বাণিজ্য প্রায় দেড় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। মিয়ানমার সরকার ১৬ জানুয়ারি থেকে পণ্যবাহী নৌযান আটকে রেখেছে, ফলে সীমান্তের বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। টেকনাফের ব্যবসায়ীরা বর্তমানে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, বিশেষ করে যারা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মিয়ানমারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

বেশ কয়েক দফা জাহাজ-জেলে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এবার আরাকান আর্মিকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের। গত ১ মার্চ কক্সবাজারে এক সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, মিয়ানমার থেকে পণ্য আনার সময় সিটওয়েতে মিয়ানমার সরকার ও পরে নাফ নদীর সীমান্ত অতিক্রমের সময় আরাকান আর্মিকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আর সীমান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে মিয়ানমার সরকারসহ উভয়পক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। এটি একটি বড় সমস্যা এবং তা সমাধানে সরকার কাজ করছে।

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের বড় অংশ পড়েছে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায়। উন্মুক্ত ও দুর্গম এ সীমান্ত দিয়ে গৃহযুদ্ধে টালমাটাল দেশটি থেকে রোহিঙ্গা জনস্রোত তো আছেই; মাদক, অস্ত্র চোরাচালানসহ নানা অপরাধের স্বর্গ হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী দুই দেশের অরক্ষিত সীমান্ত। বিভিন্ন সময় দেশটির অভ্যন্তরে চলা গোলাগুলির শব্দ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো অনিরাপদ করে তুলেছে। কয়েকদিন পর পর খবর আসছে বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে মর্টার শেল বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মুনীরুজ্জামান বলেন, সীমান্তে আরাকান আর্মি আমাদের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ সীমান্ত যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের তেমন ভালো কোনো যোগাযোগ নেই। এর ফলে নানা রকম ভুল পদক্ষেপের আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া এই সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার, মাদক পাচার, অস্ত্র পাচার—সবকিছু চলে আসছে এবং আগামী দিনে এগুলো আরও বাড়তে পারে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো উগ্রপন্থী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকান আর্মির কোনো দৃশ্যত যোগাযোগ বা সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই নাই। কিন্তু এ ধরনের যোগাযোগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় বরং স্বাভাবিক।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, রাখাইনে যুদ্ধ চলমান। এ অবস্থায় সীমান্ত রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সেখানে মিয়ানমারের সেনারা নেই, আছে আরাকান আর্মি। এটি আমাদের নিরাপত্তার জন্য এক অর্থে হুমকি হতে পারে। এছাড়া সীমান্তে যখন এ ধরনের একটি গোষ্ঠী থাকে তখন তাদের মাধ্যমে দেশের মধ্যে থাকার অনেক উগ্রপন্থী সংগঠনের উৎসাহিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

**আরাকান আর্মির নির্মম নির্যাতনে ফের বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা, প্রত্যাবাশনে শঙ্কা**

রাখাইনরা কয়েক শত বছর ধরে আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের তাচ্ছিল্য করে বাঙালি বলেই অভিহিত করে আসছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত গণহত্যায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সমান্তরাল ভূমিকা ছাড়াও আরাকান আর্মি রোহিঙ্গা মূল ধারার সংগঠনের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে একাধিকবার। আরাকান আর্মিকে রাখাইনের বড় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দিয়েছে জান্তা সরকার। আর এর মধ্যে আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের সংগঠন আরএসও নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। রাখাইন রাজ্যে এখনও পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা-বর্বরতা জারি রেখেছে আরাকান আর্মি।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সহিংসতায় নতুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে আরও প্রায় ৬০ হাজার রোহিঙ্গা। তারা বলছেন নির্মম নির্যাতনের কথা। আশ্রয়প্রার্থীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের গ্রামে হামলা চালিয়ে হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করেছে আরাকান আর্মি। ফলে প্রাণ বাঁচাতে তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

নুরুন্নেসা (ছদ্মনাম) নামের এক রোহিঙ্গা নারী জানান, আরাকান আর্মির সদস্যরা তার স্বজনদের হত্যা করে এবং তাকে নির্যাতন করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। জ্ঞান ফেরার পর দেখেন, পুরো গ্রাম পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মোছাম্মৎ বিবি হাওয়া (ছদ্মনাম) বলেন, এক বছর আগে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে একটি স্কুলে বন্দী করে রাখা হয়। পরে একদিন বেশ কিছু যুবতী নারীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের আর খোঁজ মেলেনি।

শরণার্থীরা পাহাড়, বন, জলাশয় পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরগুলোতে নতুন করে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন বিষয়ক কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, নতুন রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে, রোহিঙ্গাদের জন্য চিকিৎসা ও মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সংস্থাটির মুখপাত্র বলেছেন, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এটি জীবন ও নিরাপত্তার ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে।

মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মুসলিম এনজিওদের জোটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাখাইনে রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মি—দুই পক্ষের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের অনেককে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে সীমান্তে আরাকান আর্মির প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাশন নিয়ে নতুন শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, নতুন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আবারও রোহিঙ্গা ঢলের আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেন, আরাকান আর্মি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। বলা চলে, আরাকানের কার্যত সরকারই এখন আরাকান আর্মি। এর ফলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুধু বিলম্ব হবে না বরং দুরূহ হবে। কারণ সীমান্তের ওপারে এখন ৬ লাখের বেশি রোহিঙ্গা রয়েছে। যাদের অনেকেই আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে জান্তা বাহিনীর হয়ে লড়াই করেছে। এখন আরাকান আর্মি রাখাইন দখল করায় তারা রোহিঙ্গাদের কোনো আশ্রয় দেবে না। বরং আমাদের আশঙ্কা আরও রোহিঙ্গা এখানে আশ্রয়ের জন্য চলে আসবে। ইতিমধ্যে অর্ধলক্ষাধিক রোহিঙ্গা চলে এসেছে। তাই বলা চলে রোহিঙ্গা সমস্যা আরও বাড়ছে, কমছে না।

একই রকম আশঙ্কার কথা জানালেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, আরাকান আর্মি রাখাইন দখল করার পর রোহিঙ্গা সংকট আরো জটিল হচ্ছে। কারণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়াটি ছিল মিয়ানমারের সরকারের সঙ্গে। তাদের যেখানে প্রত্যাবাসন করার কথা সেই রাখাইন রাজ্য এখন আরাকান আর্মির দখলে। কিন্তু এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের কোনো স্বাভাবিক যোগাযোগ নেই। এছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যুতে আরাকান আর্মির অবস্থান অনিশ্চিত। কাজেই প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়াটি এখন আটকে গেছে। উপরন্তু নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শঙ্কাও বেড়ে গেছে।

**যা করছে বাংলাদেশ, যা করা উচিত**

বিশ্বের গণমাধ্যমে কক্সবাজার সীমান্তের পাশে যে কোনো মুহূর্তে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা আসার সম্ভাবনার কথা প্রচার পাচ্ছে। রাখাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে ভারত-চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো—এমন সংবাদও এসেছে বিশ্ব মিডিয়ায়। এতে প্রশ্ন উঠেছে, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি নতুন সংকটে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ? নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান বাস্তবতায় সরকারের উচিত আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। সেটা সরাসরি না হলেও 'ব্যাক চ্যানেলে' করতে হবে। আর এমন আলোচনরা মধ্যে বাংলাদেশ আরাকান আর্মির সাথে যোগাযোগ রাখছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, মানুষ মনে করে আরাকান আর্মির সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। অনেক কথা আছে যেগুলো খোলাখুলি বলাও যায় না। বাস্তবতা হচ্ছে, আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সরকার।

উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ বলেন, আরাকান আর্মি যখন রাখাইনে শক্তিশালী হচ্ছিল, আমরা বুঝতে পারছিলাম যে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আরাকান আর্মি যখন তাদের ফ্ল্যাগ আমাদের সীমান্তে উত্তোলন করল, সেদিন আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে এটি নতুন ব্যবস্থা এবং তাদের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের।

খলিলুর রহমান বলেন, আরাকানের সঙ্গে আলোচনার আগে আমরা তাদের একটি বার্তা দিতে চেয়েছিলাম। যেহেতু তারা এখন রাখাইন দখল করে আছে, সেজন্য তাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলতে হবে। আরাকানের সঙ্গে আলোচনার আগে জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত জুলিয়া বিশপের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদুল ইসলাম মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত সুরক্ষা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। বিজিবির উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়। একইসঙ্গে, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, রাখাইনের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ফলে বাংলাদেশকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে, নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঢল দেশের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। তাই শরণার্থী ব্যবস্থাপনা ও সংকট মোকাবিলায় আগেভাগেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. রাকিব হোসেন বলেন, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। চীন ও ভারতের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলো রাখাইনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে, তাই তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, আরাকান আর্মির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হলে মিয়ানমার সরকার ক্ষুব্ধ হতে পারে, যা নতুন সংকট তৈরি করতে পারে। তাই কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

মিয়ানমার বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান মনে করেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি নতুন একটি সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

আরাকান আর্মি আগে জানিয়েছিল, তারা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক। তবে এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে এটি কেবল কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবায়নযোগ্য হয়।

# জালালাবাদ এসোসিয়েশনের শীতকালীন পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**নিউইয়র্ক**

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

ঐতিহ্যপ্রিয় বাঙালির ঘরে শীত এলেই হাজির হয় পিঠার আমোদ। তবে প্রবাসে সেই পরিচিত দৃশ্য নেই বললেই চলে। তাইতো শীত এলে প্রবাসীদের প্রধান আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নেয় পিঠা উৎসবে। পিঠার মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে।

বাহারি রঙের সঙ্গে বৈচিত্র্যময় ডিজাইন ও নকশায় অনন্য হয়ে উঠেছে এক একটি পিঠা। কনকনে শীতের সন্ধ্যায় গ্রামে চুলার পাশে বসে যেমন পিঠা খাওয়া হতো, তেমনি এখানেও যেন একই দৃশ্য। আবহমান বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য পিঠাপুলির সঙ্গে সেলফি তুলে পিঠা খাওয়ার দৃশ্যকে স্মৃতিময় করে রাখার চেষ্টাও লক্ষণীয়।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উদ্যোগে শীতকালীন পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চিত্র এটি। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

তিনি বলেন, 'পিঠা বাঙালির চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। শীত আর পিঠা একে অপরের পরিপূরক। বাংলার গ্রামের মা, চাচি, খালা, বোন, ভাবিদের চিরায়ত সেই ঐতিহ্য আমাদের প্রবাস জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার পথে।' আতাউর রহমান সেলিম আবহমান বাংলার এ ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে পিঠা উৎসবকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সাধারণ সম্পাদক মো. আলী, সংগঠনেসর বোর্ড অব ট্রাস্টি বদরুন নাহার খান মিতা, ছদরুন নুর, সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ, সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি আব্দুস সহিদ, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিল্লু, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন সুহাগ, মৌলভীবাজার ডিস্টিক সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সভাপতি তজুমুল হোসেন, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মো. আছকির, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি সাধারণ সম্পাদক মোতাহের রুবেল, সংগঠনেসর সাবেক নির্বাচন কমিশনার একেএম কামাল, সাবেক সহ সভাপতি সাব্বির হোসেন ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সাইকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি জোসেফ চৌধুরী, গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু মন্ডল।

স্বাগত বক্তব্য দেন উৎসবের আহ্বায়ক মো. জাবেদ উদ্দিন, সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির সোহেল, এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার শফি।

পিঠা উৎসবে অংশ নেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম আহমেদের সহধর্মিনী আতিকা মহসিন সুমি, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সহধর্মিনী সাজনা হাকিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিল্লু সহধর্মিনী লুৎফা জিল্লু, সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেনের সহধর্মিনী সাহিদা হোসেন মুক্তা, কমিউনিটি মহিলা উদ্যোক্তা মাকসুদা আহমেদ, ফারজানা লতিফা, সুরাইয়া আলম লাকি, মনজুরা আহমেদ অলি, তাসলিম আরা লিমা, সুলতানা আহমদ, রাহিমা বিনতে উদ্দিন, আয়েশা খাতুন, সামিয়া আক্তার, রুজি আপা, সপসি দেবনাথ, সুস্মিতা দেব, জুলি বেগম, শাকিলা রিতা, নাছরিন চৌধুরী, মাছুদ আহাদ প্রমুখ।

সিলেটসহ গ্রামবাংলার হরেক রকম প্রায় ৩০টি পিঠা সাজানো হয়েছে এ উৎসব। এসব পিঠার মধ্যে মালাই পিঠা, মুঠি পিঠা, কলা পিঠা, খেজুর পিঠা, ক্ষীর কুলি, গোলাপ ফুল পিঠা, পুলি পিঠা, পাতা পিঠা, পাটিসাপটা, নারকেলের সেদ্ধ পুলি, তেলের পিঠা, দুধ চিতই, ভাঁপা পিঠা, চিতই পিঠা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া, নকশি পিঠা, দুধ চিতই পিঠা, সেমাই পিঠা, নোন পিঠা, পিঁয়াজু, চানা মুড়ি, বরপি পিঠা, গোলাপ পিঠা, চট্টগ্রাম ঐতিহ্যবাহী বিন্নি পিঠা উল্লেখযোগ্য।

# দেশে ছিনতাই-ডাকাতি বেড়েছে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

না। ডাকাতি করে সর্বস্ব লুট করা ছাড়াও ধর্ষণের মতো পৈশাচিক ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিনই সারা দেশে এ রকম অপরাধ চিত্র বাড়ছে। তবে এত পুলিশ থাকার পরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কেন এত অবনতি হচ্ছে-সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর প্রশ্নের শেষ নেই।

দেশের বড় শহরগুলোর পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকারও নাগরিকরা এখন শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটসহ প্রায় সব এলাকায় এসব অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশি কার্যক্রম যথেষ্ট কার্যকরী হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইকারীরা পথচারী, যাত্রী এবং দোকানদারদের লক্ষ্য করে নানা কৌশলে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা এখন খুবই সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় এক মহিলা ছিনতাইয়ের শিকার হন। ছিনতাইকারী তার মোবাইল ফোন এবং গহনা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, এই ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে, কিন্তু অপরাধীরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ধরতে সমস্যা হচ্ছে।

এদিকে, ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত শহরতলির ও গ্রামীণ এলাকায় ডাকাতরা মানুষদের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালাচ্ছে। গত মাসে চট্টগ্রামের বাকলিয়া এলাকায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী পরিবার ডাকাতির শিকার হয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা হারান। এছাড়া, খুলনায় এক দোকান থেকে কয়েক লাখ টাকার লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছিনতাই এবং ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে অপরাধীদের দ্রুত পালানোর সক্ষমতা এবং পুলিশের নজরদারির অভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। বেশিরভাগ এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও, অপরাধীরা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে এবং প্রযুক্তির চেয়ে নিজেদের কৌশলে এগিয়ে থাকে। বিশেষত রাতের বেলা অপরাধীদের তৎপরতা বাড়ে, আর এই সময় রাস্তায় যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষের জন্য তা একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা শহরের একাধিক এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ এখন রাস্তায় চলাচলে ভয় পাচ্ছে। বিশেষ করে মহিলারা এবং বৃদ্ধরা এই ধরনের অপরাধের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে ঢাকার উত্তরায় এক মহিলা একাই গাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে ছিনতাইয়ের শিকার হতে হয়। এ ধরনের ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

তবে, শুধু শহরেই নয়, দেশের অন্যান্য এলাকার মানুষও এর থেকে পিছিয়ে নেই। বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় ডাকাতির ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে, তবে অপরাধীদের শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সড়ক ও দোকানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও পেট্রোলিং টিমের মাধ্যমে অপরাধ দমন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা ও টহল পুলিশের উপস্থিতির পরও কিছু অপরাধী দ্রুত পালিয়ে যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে সড়কদ্বারে পুলিশের টহল চললেও ছিনতাইকারীরা বিভিন্ন কৌশলে তাদের অপরাধ সংঘটিত করছে এবং নিরাপদে পালিয়ে যাচ্ছে।

অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন, ডাকাতি ও দস্যুতার মামলা দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র সব সময় বোঝা যায় না। পুলিশ যে ঘটনাগুলোতে তাদের কাছে অভিযোগ যায় কিংবা মামলা হয়, সেগুলোই নথিবদ্ধ করে। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পুলিশের কাছে যান না ঝামেলার ভয়ে। থানাগুলো কখনো কখনো চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা না নিয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র বা টাকা হারানোর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নেয়। অবশ্য পুলিশ বলছে, তাঁরা এখন আর মামলা নিতে অনীহা দেখায় না। এ কারণে মামলার সংখ্যা বেশি হতে পারে।

অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেন, অপরাধ পরিস্থিতির উন্নতির অন্যতম নির্দেশক হলো, মানুষ ঘরে বাইরে কিংবা চলাচলে নিরাপদ বোধ করছে কি না। মানুষ এখন নিরাপদ বোধ করছে না।

পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, সাম্প্রতিক কালে ডাকাতি ও দস্যুতার (ছিনতাই) ঘটনায় মামলা বেড়েছে। গত জানুয়ারিতে দেশে ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনায় মামলা হয়েছে ২৪২টি। যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৯৯টি বেশি (৬৯ শতাংশ)। ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনায় গত ডিসেম্বরে মামলা হয়েছে ২৩০টি, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৯৫টি (৭০ শতাংশ) বেশি।

পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যানে জানা গেছে, গত জানুয়ারি মাসে সারা দেশে ৭১টি ডাকাতি, ১৭১টি ছিনতাই, ২৯৪টি খুন, ১০৫টি অপহরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানীতে ৮টি ডাকাতি, ৫৪টি ছিনতাই, ৩৬টি খুন এবং ৩১টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ২০২৪ সালে সারা দেশে ৪৯০টি ডাকাতি, ১৪১২টি ছিনতাই, ৩৪৩২টি খুন এবং ৬৪২টি অপহরণের ঘটনা ঘটে। গত এক বছরে ডিএমপিতে ৪১টি ডাকাতি, ২৪৮টি ছিনতাই, ৩৩৯টি খুন ও ১৩২টি অপহরণের মামলা রেকর্ড হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অপরাধের মাত্রা মূলত পরিসংখ্যানের কয়েকগুণ বেশি।

এদিকে, স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পুলিশ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভালো করতে স্থানীয় জনগণকে সহায়তার জন্য পাড়া-মহল্লা কমিটি গঠনের পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা আরও তৎপর থাকবেন। কিন্তু অপরাধীরা যে কৌশল অবলম্বন করছে, তা মোকাবিলা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, 'অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষ করে রাতে ছিনতাই। এ নিয়ে বিশেষ একটি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি বলেন, র‍্যাব, পুলিশের অ্যান্টিটেররিজম ইউনিট (এটিইউ) ও ডিএমপি ঢাকায় একসঙ্গে বিস্তৃত টহল কার্যক্রম চালাবে। তিনি বলেন, 'দেখি, এভাবে পরিস্থিতি উন্নতি হয় কি না। এরপরও যদি না হয়, তাহলে বিকল্প চিন্তা করব।'

# নবীগঞ্জে 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'র বই বিতরণ

**রত্নদীপ দাস রাজু**

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে এবং প্রয়াত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা আলী যাকেরের স্মরণে 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'-এর আওতায় নবীগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারে বই বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১ মার্চ) বিকেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ বিতরণ করা হয়।

গ্রন্থাগারের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি রত্নদীপ দাস রাজুর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলার ৭নং করগাঁও ইউনিয়নের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক লিপটন দাশ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের পাঠক ফোরামের সভাপতি দেবাশীষ দাশ রতন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষানুরাগী কাজল দাশ, কাতার প্রবাসী মিঠু দাশ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সহসভাপতি জনি দাশ, পাঠক ফোরামের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জয় দাশ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক পার্থ সারথী দাশসহ আরও অনেকে।

তিন ধাপে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আনোয়ার পাশার "রাইফেল রোটি আওরাত", কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঝর্ণা বসু ও মফিদুল হক সম্পাদিত "অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন: পারিবারিক স্মৃতিভাষ্য ১৯৭১" এবং স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রশিদ হায়দারের "খোঁজে ফিরি" বই প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৫০টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সাথে মিলে 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ' বাস্তবায়ন করছে।

**গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন**

৫২'-এর ভাষা সংগ্রামের অহংকারের ৭৩ বছর তথা মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে 'গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ওয়েলস রিজিওন।

এ উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার (২৭ফেব্রুয়ারি) রাতে বৃটেনের কার্ডিফের সিরিয়ানা রেষ্টুরেন্টে অমর একুশের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সংগঠনের সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিবের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব রকিবুর রহমান ও অর্থ সচিব এবি রুনেলের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রেটার সিলেটের সাবেক চেয়ারপার্সন লিয়াকত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ শাফি কাদির, সাবেক সহ সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার, আসাদ মিয়া।

# চলতি বছরের মুনা কনভেনশন ৮-১০ আগস্ট

চলতি বছরের মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা কনভেনশন আগামী ৮-১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। গত কয়েক বছরের মতো এ বছরও পেনসিলভিনিয়া কনভেনশন সেন্টারে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হবে। এতে ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। এতে সভাপতিত্ব করেন মুনার ন্যাশনাল মিডিয়া বিভাগের পরিচালক আনিসুর রহমান গাজী। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মুনা কনভেনশন-২০২৫ এর কনভেনর আরমান চৌধুরী। এতে মুনার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, মুনা একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রচষ্টা চালানোর পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ' মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা —মুনা প্রতিষ্ঠিত হয়।

# হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ বন্ধ প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার দাবি

**ঢাকা অফিস**

হবিগঞ্জের মেডিকেল কলেজ বন্ধের প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জেলাবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও নাগরিক সুবিধায় এটিকে সম্পৃক্ত করার আহবান জানিয়েছে হবিগঞ্জের নাগরিক সমাজ।

রোববার (২ মার্চ) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই আহ্বান জানানো হয়।

সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ, ঢাকাস্থ হবিগঞ্জ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (গ্রেড ১) আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, নাট্যব্যক্তিত্ব ঝুনা চৌধুরী ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল।

প্রতিনিধি দল বিশেষ সহকারীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন। এ সময় হবিগঞ্জবাসীর স্বার্থে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের গুরুত্ব তুলে এটির বন্ধ প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানান।

প্রতিনিধি দল জানান, চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা কম থাকার পরও ভৌগলিক কারণ এবং ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় জেলাবাসীসহ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে অনেক রোগী হবিগঞ্জে চিকিৎসা নিতে আসেন। তাই জনস্বার্থ বিবেচনায় হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন করে বিপুল সংখ্যক রোগীর ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে জেলাবাসীর নাগরিক অধিকারে হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজকে সম্পৃক্ত করার দাবি জানান প্রতিনিধিদল।

ইতিমধ্যেই পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তণ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানসহ দায়িত্বশীল দপ্তরে সম্মিলিত নাগরিক সমাজ হবিগঞ্জের পক্ষ থেকে এব্যাপারে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

# থামুন, পরিবারগুলোর ক্ষতি করছেন আপনারা

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

ড্যানিয়েল লেকি, যিনি আগে জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ঐতিহাসিক সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন, ফেব্রুয়ারিতে তার চাকরি হারিয়েছেন। মাত্র এক দিন পরই তিনি তার প্রবেশন পিরিয়ড সম্পন্ন করতে পারতেন, কিন্তু তার আগেই চাকরি হারিয়ে তিনি ও তার পরিবার চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তিনি তার স্ত্রী ও ছয় মাস বয়সী শিশুকে সঙ্গে নিয়ে চাকরি মেলায় অংশ নেন।

'আমরা এখন ভীষণ আতঙ্কিত এবং মরিয়া হয়ে নতুন কাজ খুঁজছি, যেন মাথার ওপর ছাদ থাকে ও আমাদের ছোট্ট সন্তানকে খাওয়াতে পারি,' তিনি এবিসি নিউজকে বলেন।

লেকি ও তার স্ত্রী জেনিফার হোপকিন্স সম্প্রতি নতুন বাড়ি কিনেছেন এবং প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেছেন। পাশাপাশি তিনি পাবলিক সার্ভিস লোন ফরগিভনেস প্রোগ্রামের শর্ত প্রায় পূরণ করে ফেলেছিলেন, যা তাকে ৮০,০০০ ডলারের ঋণ মওকুফের সুযোগ করে দিত। তিনি বলেন 'আমরা আর্থিক পরিকল্পনা করেছিলাম চাকরি, ঋণ মওকুফ ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এখন সব কিছু অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।'

উইলিয়াম ডিক্সন, যিনি ফেডারেল সরকারে ২৩ বছর কাজ করেছেন, এবিসি নিউজকে বলেন যে এই ছাঁটাই প্রবীণ কর্মীদের জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত। 'আমরা এত ত্যাগ স্বীকার করেছি, অথচ এখন আমাদের যেন কোনো মূল্যই নেই, আমাদের অস্তিত্বই গণনা করা হচ্ছে না,' তিনি বলেন।

ডিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি কর্পস অব ইঞ্জিনিয়ার্সের লজিস্টিক্স বিভাগে কাজ করেন, তবে তিনি ও তার স্ত্রী—যিনি পেন্টাগনে কর্মরত—যেকোনো দিন চাকরি হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন। কারণ প্রতিরক্ষা বিভাগ ব্যাপক ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ডিক্সন জানান, তিনি ও তার স্ত্রী দুজনেই অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট থেকে একটি ইমেইল পেয়েছেন, যেখানে তাদের গত সপ্তাহে সম্পন্ন করা কাজের তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে তাদের সুপারভাইজারদের পরামর্শ অনুযায়ী তারা এখনো এর জবাব দেননি।

তবে, ডিক্সন মাস্ক ও ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছেন। বার্তায় বলা হয়, 'থামুন। আপনারা পরিবারগুলোর ক্ষতি করছেন, মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন। প্রত্যেকে তাদের পরিবারের যত্ন নেওয়ার জন্য, অবসরকালীন নিরাপত্তার জন্য, এবং তাদের ছোটদের দেখাশোনার জন্য বেতনের ওপর নির্ভর করে। আপনারা—পুরো জাতি ও তাদের পরিবারগুলোর ক্ষতি করছেন। বর্তমানে এটাই আপনারা করছেন।'

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

# Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

**INCOME TAX**
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

**IMMIGRATION SERVICES**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

**REAL ESTATE**
For Buying & Selling houses
mortgage services

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

# NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst · CenterLight · Anthem. · Hamaspik · MetroPlusHealth · SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

**Shah M. Nawaz** MBA
*President & CEO*
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

# জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

**GRAND RE-OPENING SALES**

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
**Open: Monday – Saturday**
**10:00 am to 8:00 pm**

উডসাইডে আপনাদের পাশে
**Bismillah Pharmacy**
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

**জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত**

## আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিকাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
**718-431-0009**
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

# জমজমাট হয়ে উঠেছে ইফতারি বাজার

**নিউইয়র্ক**

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে রমজানের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে, আর এরই সঙ্গে জমজমাট হয়ে উঠেছে ইফতারি বাজার। কর্মব্যস্ত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাসায় ইফতার প্রস্তুত করার সময় না পেয়ে ইফতারি বাজারের দিকেই ঝুঁকছেন। জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, ওজোন পার্কসহ বাংলাদেশী এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে বিকেল চারটার পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে ক্রেতাদের। বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত এসব এলাকাগুলোতে ইফতারীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে খেজুর, জিলাপী, ছোলা-বুট, বেগুনী আর বাংলাদেশী মুড়ি। এছাড়াও বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরা ১০ থেকে ১২ আইটেমের ইফতারী বক্স বিক্রি করছে, যা ক্রেতাদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জ্যামাইকার সাগর, তাজমহল রেস্টুরেন্ট এন্ড ব্যাঙ্কুয়েট হল, ঘরোয়া, ধাঁনসিড়ি, ঢাকা সুইটস, জ্যাকসন হাইটসের প্রিমিয়াম, নবান্ন, হাটবাজার, ব্রুকলীনের ঘরোয়া, স্বদেশ, ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী, নিরব, প্রভৃতি রেস্টুরেন্টে ইফতারী আইটেমের বহুল সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব রেস্টুরেন্টে ইফতারির স্টলে পিয়াজু, বেগুনি, চপ, হালিম, কাবাব, জিলাপি, আর নানা রকম মিষ্টান্নের পসরা যেন এক টুকরো বাংলাদেশকেই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও নানা স্বাদের বিরিয়ানি, শাহী টুকরা, রোজা স্পেশাল গ্রিলড চিকেন, ফালুদা, ও দই চিড়ার মতো খাবার নিয়ে তারা ইফতার আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অনেক রেস্টুরেন্ট ইফতার বাফের ব্যবস্থাও রেখেছে, যেখানে ক্রেতারা পছন্দমতো খাবার নিয়ে ইফতার করতে পারছেন।

তবে ইফতারি কেনাকাটার চেয়ে এই বাজারগুলো হয়ে উঠেছে এক সামাজিক মিলনমেলা। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন একসঙ্গে মিলিত হয়ে গল্প আড্ডায় কাটান সময়, ভাগাভাগি করেন নিজেদের ইফতার। বিশেষ করে জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশি দোকান ও খাবারের স্টলগুলোর সামনে বসে রোজাদারদের আড্ডা ও হাস্যরসের দৃশ্য রমজানের সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবছর ইফতারি বাজারে ক্রেতাদের সাড়া বেশ ভালো। নতুন নতুন খাবারের আইটেম যুক্ত হওয়ায় আগ্রহ বেড়েছে সবার। অনেক দোকান এবার বিশেষ ডিসকাউন্টও দিচ্ছে, যাতে কম দামে সবাই ইফতার কিনতে পারেন।

বাংলাদেশি কমিউনিটির এই ইফতারি বাজার শুধু খাবার কেনার জায়গা নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে এক প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, যেখানে প্রবাসেও দেশীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

# নিউইয়র্কের জন এডামস হাইস্কুলে ভাষা দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জন এডামস হাইস্কুলে একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে বেঙ্গলি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) কুইন্সের ওজন পার্কে স্কুলের প্রিন্সিপাল কিউবেরো অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রদের অভিভাবক এবং শতাধিক দর্শক শ্রোতার অংশগ্রহণে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর একুশের গানের সঙ্গে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপস্থিত সকলে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির ওপর আলোকপাত করা হয়। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি হাসানআল আব্দুল্লাহ, যিনি শহীদদের স্মরণে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় কবিতা পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্কুলের এসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল মিস রড্রিগাজ, গাইডেন্স কাউন্সিলর মিস মুনিয়োজ এবং ইএনএল শিক্ষক মিস রোমেরো। মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন মিস উরশি পল। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকাশক, নালন্দা প্রকাশনির রেদওয়ান জুয়েল।

পুরো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান করেন স্কুলের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং বেঙ্গলি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের পরিচালক কবি নাজনীন সীমন। শহীদ মিনার নির্মাণে সহায়তা করেন স্কুলের আরেক বাঙালি শিক্ষক রাশেদ চৌধুরী। বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে উপস্থিত সবাই এক অনন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন।

# এ বছর নির্বাচন আয়োজন কঠিন: নাহিদ

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বছর নির্বাচন আয়োজন কঠিন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'কিছুটা উন্নতি হলেও তা প্রত্যাশার চেয়ে কম।'

এ নিয়ে সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম রয়টার্সকে বলেন, 'গত সাত মাসে আমরা সবাই আশা করেছিলাম কিছুটা সংস্কারের মাধ্যমে পুলিশের কার্যক্রম ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিছুটা উন্নতি হলেও তা প্রত্যাশার চেয়ে কম।'

# অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ।

জ্যামাইকার অল কাউন্টি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর আলোচনা সভায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের সিইও আব্দুল কাদের শিশির বলেন, 'বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রাখতে এ ধরনের আয়োজন আরও বাড়ানো হবে।'

আয়োজনে শতাধিক বাংলাদেশি প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে অর্ধশত শিশু-কিশোরও ছিলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ ইনকের সভাপতি শাহ শহীদুল হক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির চিফ অ্যাডভাইজার ওসমান গণি, রিলায়েবল হোম কেয়ারের পরিচালক জে মোল্লা সানী, রিলায়েবল হোম কেয়ারের সিইও এনায়েত মুন্সী, বিয়ন্ড হোম কেয়ারের সিইও আলিম হোসেন ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের।

সভা শেষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম পুরস্কার বিজয়ীকে এক হাজার ডলারের গিফট ভাউচার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের যথাক্রমে ৫০০ ও ৩০০ ডলার দেওয়া হয়। এছাড়া আরও সাতজনকে সৌজন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গান করেন সিটিসেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড জয়ী নাজু আখন্দ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি প্রবাসীরা বলেন, 'এ ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহী করতে সহায়তা করবে।' অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর আলম জয় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

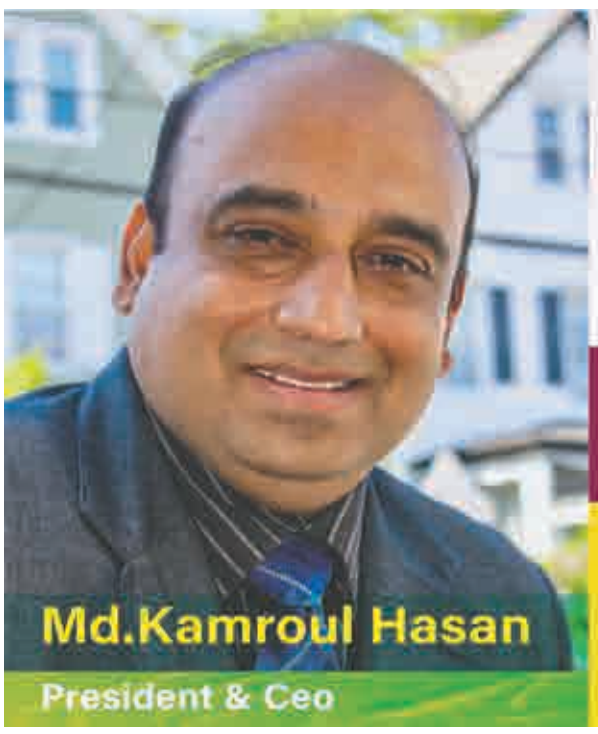


YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN
TAXI
SERVICES INC

# নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো একুশের বইমেলা অনুষ্ঠিত

**ফরিদা ইয়াসমীন**

নিউইয়র্কে এই প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হলো একুশের বইমেলা। "উনবাঙাল" সাহিত্য সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলা ২১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে, যেখানে বিপুলসংখ্যক দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বইপ্রেমীরা অংশ নেন এই মিলনমেলায়, যা নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিতে দারুণ সাড়া ফেলে।

মেলার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটায়, জ্যামাইকার ১৬৯ স্ট্রিট ও হিলসাইড অ্যাভিনিউ থেকে একটি রেলি দিয়ে, যা শেষ হয় ১৬৫ স্ট্রিটের ইলহাম একাডেমিতে। এখানেই বইমেলার মূল আয়োজন। প্রবীণ সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক মঞ্জুর আহমদ বইমেলার উদ্বোধন করেন। প্রতীকী শহীদ মিনারের সামনে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, যেখানে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" গানটি।

উনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির এবং সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা কাজী জহির মেলার সফল আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তারা জানান, প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করেও বইমেলার প্রতি মানুষের এই আবেগ সত্যিই প্রশংসনীয়। মেলার আহ্বায়ক ফারুক আহমেদ বইমেলার ভবিষ্যৎ প্রসারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার শাহ নেওয়াজও সবাইকে ধন্যবাদ জানান এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশীদার হওয়ার জন্য।

তিন দিনব্যাপী বইমেলায় প্রতিদিন নতুন নতুন আয়োজন ছিল। ছোটদের জন্য 'ভোরের পাখি' ও 'আমরা সবাই রাজা' নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা শিশুদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় লেখকদের বইয়ের স্টল। ঢাকার মুক্তধারার বইমেলার মতো প্রকাশকনির্ভর না হয়ে, এই মেলায় লেখকদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল, যা লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

এছাড়াও, মেলায় ছিল নারীদের পরিচালিত খাবারের দোকান, চায়ের স্টল, শাড়ি ও গহনার দোকান। সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলা চলে, যেখানে দর্শনার্থীদের ব্যাপক সমাগম দেখা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি মেলায় গান, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নাটক, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, বই আলোচনা এবং পুথি পাঠের মতো নানা আয়োজন ছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারি মেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। তিনি এই আয়োজনকে নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের জন্য বাংলা শেখার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেন এবং আগামী বছর আরও বৃহৎ পরিসরে মেলা আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেলা কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল আলম, সদস্য সচিব আহসান হাবীব ও সুমন শামসুদ্দিন বইমেলার সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিপুল উৎসাহ ও অংশগ্রহণ দেখে তারা আশাবাদী যে একুশের বইমেলা নিউইয়র্কের বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে।

# নাসার নজরুলের ৬ বাড়ি, ৮ প্লট ক্রোকের নির্দেশ

**ঢাকা ডেস্ক**

নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারের ছয়টি বাড়ি ও আটটি প্লট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ৫৫ কোম্পানির ৫৬ কোটি ৬ লাখ ৫৮ হাজার শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।

এর আগে দুদকের পক্ষ থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারের স্থাবর সম্পদ জব্দের জন্য বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে তাঁর কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি নিয়ে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দেন।

নজরুল ইসলাম মজুমদার

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নজরুল ইসলাম মজুমদারের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক মামলা করে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) সাবেক সভাপতি ও নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদার এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে দুদকের মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, নজরুল ইসলাম ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে ৭৮১ কোটি ৩১ লাখ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত নজরুল ইসলাম মজুমদার। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ২৫ আগস্ট তাঁর ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়। একই সঙ্গে নজরুল ইসলামের স্ত্রী নাছরিন ইসলাম ও তাঁদের পুত্র-কন্যার ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করা হয়। গত ১ অক্টোবর রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# শুরু হচ্ছে এটিভি ইউএসএ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা ২০২৫

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

"কোরআনের আলোয় জীবন" এই শ্লোগান নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এটিভি ইউএসএ উত্তর আমেরিকা কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা-২০২৫। এই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শতাধিক শিশু কিশোরের উপস্থিতিতে রোববার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সারসিনা পীর সাহেব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতাটির লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন এটিভি ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আকাশ রহমান। এছাড়া আরও ছিলেন কী/ম্যাক্স রিয়েলটি'র প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ কবীর এবং এটিভি ইউএসএ'র স্টেশন চীফ শামীম আল আমিন। এই আয়োজনের সার্বিক সমন্বয় ও সহযোগিতা করছেন এলহাম একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

জানা যায়, নিউইয়র্কের চারটি লোকেশন বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এরপর আগামী ২৩ মার্চ, রবিবার অনুষ্ঠিত হবে গ্র্যান্ড ফিনালে। প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্টেট থেকে ১২ থেকে ২০ বছর বয়সিরা অংশ নিতে পারবেন। অংশ নেয়া সবাইকে দেয়া হবে সার্টিফিকেট। আর সেরা দশ পাবে অর্থসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে শিশু কিশোরদের মধ্যে ব্যাপক পাওয়া যাচ্ছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

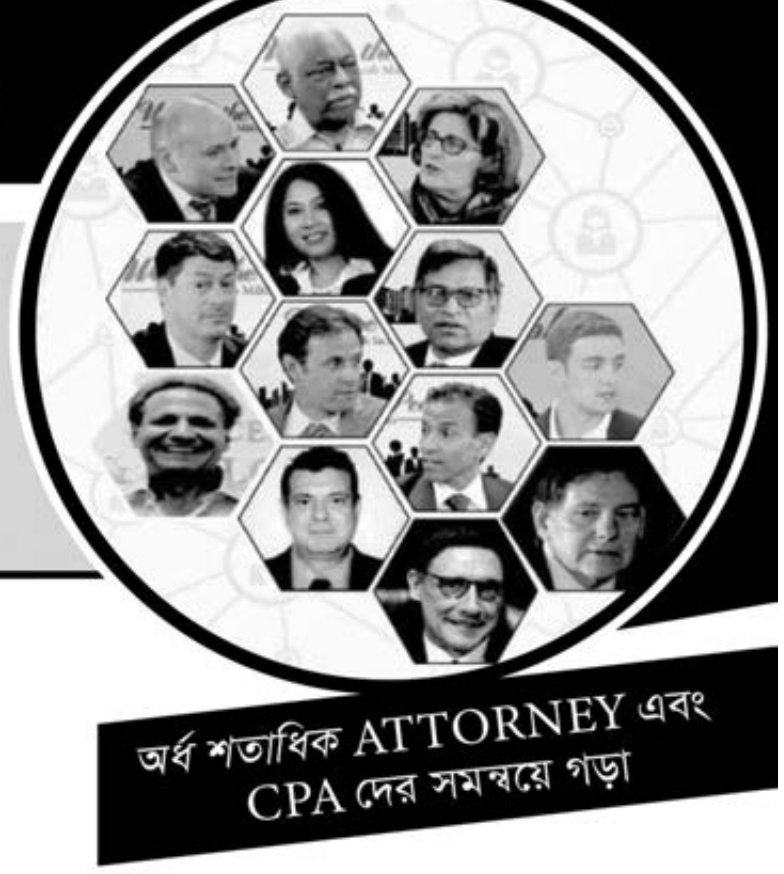

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

# ধনী অভিবাসীদের জন্য ৫ মিলিয়ন ডলারের গোল্ড কার্ড ভিসা

## ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাব

**এইচ বি রিতা**

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন: 'গোল্ড কার্ড' এটি ধনী বিদেশিদের জন্য, যারা যুক্তরাষ্ট্রে থাকার জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে রাজি। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, গোল্ড কার্ড হবে ধনী বিদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করার একটি নতুন বৈধ ভিসার সুযোগ। গত মঙ্গলবার, তিনি ওভাল অফিসে কমার্স সেক্রেটারি হাওয়ার্ড লাটনিকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস, কাজ এবং নাগরিকত্বের নিয়ম পরিবর্তন করছে। এতে অভিবাসনের ওপর কড়াকড়ি আরোপ এবং জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধ করার প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ধনী বিদেশিদের জন্য আগেও একটি ব্যবস্থা ছিল, যাকে 'ইবি-ফাইভ' বলা হয়। ১৯৯০ সালে চালু হওয়া এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ পেতেন। তবে প্রায় এক দশক আগে এক ভেরমন্ট স্কি রিসোর্টের মালিকরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে এটি দুর্নীতির অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

নতুন গোল্ড কার্ড এবং 'ইবি-ফাইভ' ভিসা প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য একই—ধনী বিদেশিদের বিনিয়োগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে আনার সুযোগ তৈরি করা। ট্রাম্প বলেন, 'এটি নাগরিকত্বের একটি পথ হবে। ধনী মানুষ এই কার্ড কিনে যুক্তরাষ্ট্রে আসবে, তারা সফল হবে, অনেক অর্থ ব্যয় করবে, কর প্রদান করবে এবং অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।'

প্রতি গোল্ড কার্ডের মূল্য $৫ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব লাটনিক বলেন, এটি প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যাবে।

লাটনিক মঙ্গলবার 'ইবি-ফাইভ' প্রোগ্রামকে ভুয়া, জালিয়াতি ও অর্থহীন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এই অযৌক্তিক

'গোল্ড কার্ড' এবং 'ইবি-ফাইভ' ভিসার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো খরচ। 'ইবি-ফাইভ' ভিসার জন্য আবেদনকারীদের ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হয়, যা সাধারণত ব্যবসায় করা হয়।

'ইবি-ফাইভ' প্রোগ্রাম রাখার চেয়ে আমরা এটিকে বন্ধ করে দেব।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এটিকে ট্রাম্প গোল্ড কার্ড দিয়ে প্রতিস্থাপন করব, যা মূলত 'গ্রিনকার্ড গোল্ড।'

'গোল্ড কার্ড' এবং 'ইবি-ফাইভ' ভিসার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো খরচ। 'ইবি-ফাইভ' ভিসার জন্য আবেদনকারীদের ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হয়, যা সাধারণত ব্যবসায় করা হয়। এছাড়া 'ইবি-ফাইভ' ভিসায় আরো কিছু শর্ত থাকে, যেমন—বিনিয়োগটি ১০টি স্থায়ী পূর্ণকালীন চাকরি তৈরি বা রক্ষা করতে হবে।

ট্রাম্প জানান, 'ইউ.এস. হয়তো এক মিলিয়ন বা তার চেয়ে বেশি 'গোল্ড কার্ড' বিক্রি করতে পারে। প্রতি কার্ডের দাম ৫ মিলিয়ন ডলার হলে, ১ মিলিয়ন গোল্ড কার্ড বিক্রি করলে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে। আর যদি ১০ মিলিয়ন কার্ড বিক্রি করা হয়, তবে মোট আয় হবে ৫০ ট্রিলিয়ন ডলার।'

ট্রাম্প যোগ করেন, 'আমাদের ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে। এটি ভালো হবে, তাই দেখা যাক।'

লাটনিক বলেন, 'মার্কিন সরকারকে ৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার পাশাপাশি, গোল্ড কার্ড আবেদনকারীদের অন্যান্য মানদণ্ডও পূরণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আমরা নিশ্চিত করব যে তারা ভালো গ্লোবাল নাগরিক।'

'ইবি-ফাইভ' ভিসার জন্য বার্ষিক আবেদনকারীর সংখ্যা ট্রাম্পের পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক কম। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সর্বশেষ অভিবাসন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া ১২ মাসের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার মানুষ 'ইবি-ফাইভ' ভিসা পেয়েছেন। যদি প্রতি বছর প্রায় ৮ হাজার মানুষ গোল্ড কার্ড পেয়ে থাকেন, তবে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার আয় করবে।

হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস নামক একটি কোম্পানি যা অভিবাসন পরামর্শ সেবা দেয়, অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ধনী বিনিয়োগকারীদের জন্য শীর্ষ অভিবাসন গন্তব্য। তারা ধারণা করছে যে, ২০২৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম নিট কোটিপতি আগমন ঘটেছে, যেখানে গত বছর প্রায় ৩ হাজার ৮০০ বিদেশী কোটিপতি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

বিনিয়োগকারী ভিসা বিশ্বব্যাপী সাধারণ। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের তথ্য অনুযায়ী, ১০০টিরও বেশি দেশ ধনী ব্যক্তিদের জন্য 'গোল্ডেন ভিসা' অফার করে থাকে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, গ্রীস, মাল্টা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ইতালি অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিকত্বের যোগ্যতা কংগ্রেস নির্ধারণ করে, তবে ট্রাম্প বলেছেন যে গোল্ড কার্ডের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। তিনি বলেন, 'আমরা আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কারভাবে কাজ করেছি। এটি পুরোপুরি বৈধ। এটা গ্রিন কার্ডের মতো, তবে আরও উন্নত এবং এটি নাগরিকত্বের জন্য একটি রাস্তা, যেখানে ধনী ব্যক্তিরা প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দেশটিতে আসতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ কোম্পানিগুলি তাদের কর্মীদের এনে দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতি পেতে সাহায্য করবে।'

# ইফতারে ভাজা পোড়া নয়, খেতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

**আরিফুর রহমান**

## পরামর্শ দুই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের

সিয়াম সাধনার এই মাসে বাঙালীদের মধ্যে দেখা যায় অন্য রকম আমেজ। সারাদিন রোজা শেষে ইফতার নিয়ে থাকে বাঙালীদের বাড়াবাড়ি আয়োজন। দেশের মতো প্রবাসেও বাঙালী রোযাদারদের ইফতারের আগে বাঙালী রেস্টুরেন্টগুলোতে ছোটাছুটি করেত দেখা যায়। আযান শুনে ইফতার করার সংস্কৃতি নিউইয়র্কে অধিকাংশ বাঙ্গালী এলাকাগুলোতে সুযোগ না থাকলেও রেস্টুরেন্ট কিংবা বাড়িতে ঘড়ির সময় দেখে রোজা ভাঙতে হয় তাদের। টক-মিষ্টি-ঝাল খাবারের স্বাদ নিতে ইফতারে রোজা ভাঙ্গার আয়োজনে থাকে বড়া, পিয়াজু, বেগুনি, আলুর চপ, কাবাব, বিরিয়ানী, মাংসের রেজালাসহ কত কিছুইনা। নিউইয়র্কে অধিকাংশ পরিবার বাসায় ইফতারের আয়োজনে যাই থাকুক না কেন বাড়তি আইটেম আর ভিন্ন স্বাদের জন্য দ্বারস্থ হন অভিজাত রেস্তোরার। যদিও, ইফতাররের শুরুতে ভাজাপোড়া খাবার ব্যাপারে ভীষণ আপত্তি চিকিতসকদের।

> উপবাসের পর, রোযা ভাঙতে পুষ্টি সরবারহ করতে পারে মুরগি, সবজির হালকা ঝোল, ইসবগুলের ভুষি, তোকমা, বিভিন্ন ধরণের ফল, সেদ্ধ আলু, ওটমিল।

**ইফতার নিয়ে যা বলছেন ডাক্তার শামিন ফাতিমা ইসলাম**

সারাদিন উপবাসের পর, ইফতারের শুরুতে ভাজা এবং তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার ফলে হজমে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করেন ব্রুকলিনের সানি ডাউনস্টেট মেডিকেল সেন্টারের ইন্টারনাল মেডিসিনের ডাক্তার শামিন ফাতিমা ইসলাম। তিনি বলেন, রোজা (উপবাস) ভাঙার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায় হলো প্রথমে জল, নারকেল জল, অথবা লেবু জল দিয়ে রিহাইড্রেটেড করা। তারপর ১-২টি খেজুর খাওয়া, যা দ্রুত শক্তির জন্য প্রাকৃতিক শর্করা সরবরাহ করে। খেজুরের পরে, ভিটামিন, ফাইবার এবং হাইড্রেশন সরবরাহের জন্য কলা, আপেল, পেঁপে, কমলা, তরমুজ বা ডালিমের মতো তাজা ফল উপভোগ করা। বাড়তি শক্তি পেতে প্রোটিন এবং ভাল হজমের জন্য সাধারণ দই, ভেজানো বাদাম, অথবা মুগ ডালের স্যুপের মতো হালকা, পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পেটে অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে তৃপ্তি বোধ করার জন্য খিচুড়ি বা ভাপানো সবজির মতো সহজ খাবারও খেতে পারেন। হজম মসৃণ এবং স্থির রাখতে প্রথমে ভাজা এবং মশলাদার খাবার এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

**রোজা ভাঙা নিয়ে যা বলছেন ডাক্তার ফারজানা সাগির সুপ্তি**

ইফতারের শুরুতে অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবারের কারণে যেমন-বুকজ্বালা, পেট ফাপা, পেটে ব্যথা এবং ডায়রিয়াসহ নানাবিধ রোগ হতে পারে বলে মনে করেন বোস্টন, ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ইন্টার্ণ কার্ডিওথোরাসিক গবেষণা কেন্দ্রের ডাক্তার ফারজানা সাগির সুপ্তি। ভাজাপোড়া দিয়ে ইফতারের ফলে হতে পারে এমন কয়েকটি রোগের বিষয়ে বর্ণণাও দিয়েছেন তিনি।

**চেষ্ট বার্ণিং:** প্রচুর পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার খাদ্যনালীর নীচের স্ফিঙ্কটারকে শিথিল করতে পারে, যার ফলে পেটের এ্যাসিড খাদ্যনালীতে উপরের দিকে চলে যেতে পারে। এ ফলে বুকজ্বালা বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের মতো যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি হতে পারে।

ফোলাভাব এবং পেটে ব্যথা: উপবাসের পর, আপনার পেট উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে। ভাজা এবং তৈলাক্ত খাবার হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে এবং গ্যাস এবং পেট ফুলে যেতে পারে।

**ডায়রিয়া:** ভাজা খাবারের উচ্চ চর্বিযুক্ত উপাদান আপনার পাচনতন্ত্রকে উদ্দিপিত করতে পারে, কখনও কখনও পেট খারাপ এবং ডায়রিয়া কারণ হতে পারে। এছাড়া উপবাসের পর পাচনতন্ত্র সমৃদ্ধ খাবারের জন্য অপ্রস্তুত থাকতে পারে, যার ফলে অন্ত্রের মধ্য দিয়ে দ্রুত পরিবহন হয়।

এজন্য উপবাসের পর, রোযা ভাঙতে পুষ্টি সরবারহ করতে পারে মুরগি, সবজির হালকা ঝোল, ইসবগুলের ভুষি, তোকমা, বিভিন্ন ধরণের ফল, সেদ্ধ আলু, ওটমিল, তরল জাতীয় খাবার যা পাচনতন্ত্রের জন্য হবে কোমল তা খাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্লুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জানিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

# মিশিগানে যুক্ত হলো আরো একটি বাংলাদেশী গ্রোসারি স্টোর

**পার্থ সারথী দেব**

মিশিগানে বাংলাদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হলো আরো একটি বড় গ্রোসারি স্টোর 'আল আকসা সুপার মার্কেট এন্ড রেস্টুরেন্ট'। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) এ প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে।

মিশিগানে বাঙ্গালিদের শেকড় খ্যাত হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে বাঙ্গালি জনবসতি যেরকম বাড়ছে ঠিক তেমনি বাড়ছে বাঙ্গালিদের চাহিদা উপযোগী বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল আকসা সুপার মার্কেট এন্ড রেস্টুরেন্ট'। স্টোরটি ওয়ারেন সিটির ৩০৮০০ হোবার রোডে অবস্থিত। অবস্থানগত কারণে স্টোরটিতে ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, মেডিসন হাইটস, ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাকসহ আশপাশের লোকজন এখান থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন।

স্টোরটিতে রয়েছে সুপরিসর জায়গা, যাতে জনপ্রিয় সকল ব্রান্ডের জিনিসপত্রের প্রচুর সমাহার। নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। রয়েছে মাছ, মাংস, শাক-শবজি, মশলা, বেকারি সামগ্রী, দেশ থেকে আসা ফ্রোজেন জিনিসসহ যে কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অঢেল সমাহার। তাদের রয়েছে একাধিক রেজিষ্টার, মাছ, মাংস কাটার আধুনিক ব্যবস্থা। সুলভ মূল্য ও মান সম্মত জিনিসপত্রের জন্য ইতোমধ্যেই মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে স্টোরটি।

প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা জানান, ক্রেতা ও ভোক্তাদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাচ্ছেন, তাদের জিনিসের কোয়ালিটি ভাল এবং দামও তুলনামূলক কম। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তাদের আল আকসা সুপার মার্কট এন্ড রেস্টুরেন্টের শাখা রয়েছে।

# ইউক্রেনের শরণার্থীদের বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার ইউক্রেনীয় শরণার্থীর অস্থায়ী আইনি মর্যাদা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ইউক্রেনীয়দের ফেরত পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এপ্রিলের শুরুতেই এই পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিদায়ের আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন অভিবাসীদের সুরক্ষায় এই অস্থায়ী আইনি মর্যাদা অনুমোদন করেন। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই ইউক্রেনীয়দের সুরক্ষা বাতিলের পরিকল্পনা চলছিল।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মুখপাত্র ত্রিশা ম্যাকলফলিন জানান, এ বিষয়ে আপাতত কোনো ঘোষণা নেই। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের ২০ জানুয়ারি জারি করা এক নির্বাহী আদেশে 'সব ক্যাটাগরিক্যাল প্যারোল প্রোগ্রাম বন্ধের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) এক অভ্যন্তরীণ ই-মেইলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের প্যারোল বাতিল হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত নির্বাসনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

সাধারণত অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের ক্ষেত্রে 'এক্সপেডাইটেড রিমুভাল' (দ্রুত ফেরত পাঠানো) প্রক্রিয়া দুই বছরের মধ্যে কার্যকর হয়। তবে যাঁরা আইনগতভাবে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে 'অ্যাডমিশন' পাননি, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

Home Care

# Immigrant Elder Home Care LLC.

# হোম কেয়ার

**ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।**

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**
giashahmed123@gmail.com

**CORPORATE OFFICE:**
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

**JAMAICA OFFIC**
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

**LONG ISLAND OFFICE:**
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

**BRONX OFFICE:**
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

**OZONE PARK OFFICE:**
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

**BUFFALO OFFICE:**
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

# YOUR DREAM HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

## আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

**Email:info@yourdreamhomecare.com**

**www.yourdreamhomecare.com**

**M AZIZ**
**CEO & President**
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

**Jamaica Office:**
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

**Sutphin Branch**
**Mohammad Khair**(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

**Ozone Park Office**
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

**Ozone Park Office**
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

**Fulton Office:**
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

**Bronx Office**
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

**Buffalo Office:**
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

**Albany Office**
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
**Jackson Heights,** NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
**Washington,** D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

১০ হাজার ডলারের রিভেট

# নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

তোফায়েল চৌধুরী

নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন

914-222-9477 or 914-989-0089

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

# CDPAP সার্ভিস নিয়ে

# কোন চিন্তা করবেন না।

## সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

**PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।**

আমরা বাংলায় কথা বলি

## আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

**Syed Alamin**
Administrator
Email: cdpap@bestcare.com

Bestcare Corporate
**3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756**

| Nassau | Queens | Bronx | Staten Island | Suffolk | Manhattan | Brooklyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550 | 70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375 | 4119 White Plains Road Bronx, NY 10466 | 60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301 | 97 West Main Street Bayshore, NY 11706 | 260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018 | 1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210 |

# নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগবিষয়ক আলোচনা সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংক ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হাউসের প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কারের উপর একটি ওয়েবিনারের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটির (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের বাংলাদেশে বেশী বেশী করে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে একচেঞ্জ হাউসগুলোকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, তা তুলে ধরেন। পরে তিনি সভায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি সহজ ও বিনিয়োগ বান্ধব প্রক্রিয়া চালু করার বিষয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মহসিন কবির প্রচলিত বিনিয়োগের পাশাপাশি ষ্টক ও বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধার উপর প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকারী প্রণোদনার সুবিধা গ্রহণপূর্বক তিনি সকলকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানান।

কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা বাংলাদেশকে ব্যবসায়-বিনিয়োগের এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত বিকাশমান শিল্প ও সেবাখাত, তরুণ জনগোষ্ঠী, পরিশ্রমী ও মেধাবী শ্রমের সহজলভ্যতা, দ্রুত-প্রসারমান প্রযুক্তি-সামর্থ্যসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি সবাইকে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

# শান্তা ফারজানার ‘ইতি-কল্পনা’র মোড় উন্মোচন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

বইমেলা ২০২৫-এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সাউন্ডবাংলা থেকে প্রকাশিত কথাশিল্পী শান্তা ফারজানার ‘ইতি-কল্পনা’র মোড়ক উন্মোচন ও পাঠপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে ‘ইতি-কল্পনা’র মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক কথাশিল্পী মনি হায়দার, সহকারী এটর্নী জেনারেল এডভোকেট হেলালউদ্দিন হেলাল, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক মিজানুর রহমান গ্রামসি, সব্যসাচী লেখক প্রত্যয় জসীম ও কলামিস্ট মোমিন মেহেদী।

‘ইতি-কল্পনা’ নিয়ে কথা বলেন ব্যাংকার গোলাম মোস্তফা রিফাত, নতুনধারা বাংলাদেশের (এনডিবি) সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির আহ্বায়ক এফ রহমান রূপক, সদস্য সচিব উজ্জল ভূইয়া, সেভ দ্য রোডের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল মল্লিক, ফাতেমা সাথী।

# আটলান্টিক সিটির মেয়র পদে মার্টি স্মলের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

**সুব্রত চৌধুরী**

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির মেয়র পদে পুনরায় লড়ছেন বর্তমান মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সন্ধ্যায় মার্টি স্মলের নির্বাচনী সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মার্টি স্মল প্রাইমারি নির্বাচনে তাঁকে ও তাঁর রানিং মেট কাউন্সিল এট লার্জ প্রার্থী স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটরিসিয়া বেইলি ও সোহেল আহমদকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য কর্মী, সমর্থকসহ আটলান্টিক সিটির ভোটারদের প্রতি আহবান জানান।

আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির চেয়ারওম্যান কনস্ট্যানস ডেয়েস চ্যাপম্যানের সঞ্চালনায় নির্বাচনী সমাবেশে এসেম্বলিম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্রুস উইকস, এসেম্বলিওম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী লিসা বোনানো, কাউন্টি কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী কলিন্স এ ডেইস সিনিয়র, কাউন্সিল এট লার্জ প্রার্থী স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটরিসিয়া বেইলি ও সোহেল আহমদ বক্তব্য রাখেন।

আটলান্টিক সিটি কাউন্সিলের সভাপতি এ্যারন রেনডলফ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলম্যান মামুনুল হক মামুন, জামিল আহমদসহ ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র মার্টি স্মল সুধীজনদের সামনে তাঁর মেয়াদকালে আটলান্টিক সিটিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি আগামী মেয়াদে তাঁর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনাও তুলে ধরেন। মেয়র তাকে এবং তার রানিংমেটদের নির্বাচিত করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে মার্টি স্মল আটলান্টিক সিটির মেয়র পদে আসীন আছেন।

# আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ঈদ বাজার ১৯ মার্চ

**প্রতিনিধি,** আটলান্টিক সিটি

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে আগামী ১৯ মার্চ ঈদ বাজার অনুষ্ঠিত হবে। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউর প্রবাসীদের মিলনকেন্দ্র বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই ‘ঈদ বাজার’ এর আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন দুপুর তিনটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ‘ঈদ বাজার’ চলবে।ঈদ বাজারের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি।

ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিতব্য এই ঈদ বাজারে প্রবাসী বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসবেন।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY
ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার
WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING
We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.
Dr. Gee Cee Pat
Vice President
Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President
Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবাং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254
Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

In Pursuit of Excellence

# LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

## INJURED

CALL
**929-707-8656**

**FREE**
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

## আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

**Attorney Eitan Magendzo**

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয়
কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন

**Mohammad Zahid Hossain**
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

## ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

# ধর্মান্তরিত হওয়া ইরানি নারী এখন পানামার জঙ্গলে

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইসলাম থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর প্রাণনাশের আশঙ্কায় ইরান থেকে পালিয়েছিলেন ২৭ বছর বয়সী নারী আর্টেমিস ঘাসেমজাদেহ। পরে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে আশ্রয়ের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছান। কিন্তু আশ্রয় পাওয়ার পরিবর্তে আর্টেমিসকে হাতকড়া পরিয়ে পানামায় পাঠিয়ে দিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। সেখানে ঘন জঙ্গলে অবস্থিত প্রত্যন্ত একটি ক্যাম্পে তাঁকে রাখা হয়েছে।

ইরান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে অবৈধ অভিবাসন কঠোরভাবে দমন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ফলে তাঁর প্রশাসন যেসব অভিবাসীকে 'অবৈধ' ও 'অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করছে তাঁদেরকে দ্রুততার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে।

আর্টেমিস এই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ইরান ইন্টারন্যাশনালকে একাধিক ভয়েস বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু নিরাপত্তা চাই। যেন ইসলামপন্থী শাসকদের হাতে মৃত্যুদণ্ডের শিকার না হই।'

ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় দেশ থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন আর্টেমিস। ইরান থেকে পালিয়ে প্রথমে তিনি দুবাই যান। সেখান থেকে মেক্সিকোর কর্মসংস্থান ভিসার জন্য আবেদন করেন। মেক্সিকোর রাজধানীতে পৌঁছানোর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী শহর তিহুয়ানায় যান। পরে সীমান্ত দেয়াল পাড়ি দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

ইরান থেকে পালানোর পর যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখে তিনি প্রথমবারের মতো কিছুটা স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আর্টেমিস সহ অন্তত ১২ জন ইরানি নাগরিককে একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে অবস্থিত মার্কিন অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) একটি ক্যাম্পে ছিলেন। কিন্তু সেই ক্যাম্প থেকে তাঁদের বের করে একটি বিমানে তুলে বলা হয়— এটি টেক্সাসে যাবে।

কিন্তু বিমান থেকে নামার পর স্থানীয় সাইনবোর্ড পড়ে আর্টেমিস সহ অন্যরা বুঝতে পারেন, তাঁরা আসলে পানামায় আছেন। পানামার কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁদের শহরের একটি হোটেলে রাখে। হোটেলের চারপাশে ছিল সশস্ত্র প্রহরী।

Sarah Care USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
✓ CDPAP/PCA/HHA
✓ No Certificate Required
✓ Highest pay with Benefit
We Speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Need Job?
Call Us: 917-745-0949
▪ With Best Income Up to $85,000 Annually
▪ LAN/RN OT/PT/DIETICIAN Medical Supply
▪ Work at Home
Dr. Gee Cee Pat
Vice President
Dr. Shajadi Parvin
CEO/President
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
Free Service: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit # 301, Jackson Heights, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 & 185-08 Hillside Ave, Jamaica, NY11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
Email: sarah@sarahcareusa.com | Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken

বিশাল মূল্যছাড়!

Rad Chicken

১০
টি চিকেন
কিনলে
৪ টি
ফ্রি

হালাল HALAL
এই অফারটি মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত চলবে

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

# রজমানকে স্বাগত জানিয়ে মুনার আলোচনা সভা ও ডিনার পার্টির

পবিত্র মাহে রজমানকে স্বাগত জানিয়ে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) বিভিন্ন মসজিদের ইমাম অ্যান্ড কমিউনিটির লিডারদের নিয়ে আলোচনা সভা ও ডিনার পার্টির আয়োজন করেছে।

শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত এই পার্টিতে বক্তারা পবিত্র রমজানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সবাইকে আত্মশুদ্ধির মাসের সুযোগটি গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। তারা বলেন, এই মাস হচ্ছে সবচেয়ে বরকত এবং রহমতের মাস। এই মাসেই মুসলমানরা পাপমুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। যারা একে কাজে লাগাতে পারেন না, তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। তারা নতুন প্রজন্মকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডা. সাইদুর রহমান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মো. রাশেদুজ্জামান। সাংবাদিক, ইমাম, কমিউনিটি লিডার ও ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন— আবু হুরায়রা মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা ফায়েক উদ্দিন, মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসের ইমাম ও খতিব অলিউর রহমান সিরাজী, সানি সাইড মসজিদে ইব্রাহিমের ইমাম ও খতিব মুফতি ইউসুফ, উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম মুত্তাকি বিল্লাহ, উডসাইড মাদানি মসজিদের খতিব মাওলানা ইব্রাহিম, মূলধারার লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, এমসি টিভির সিইও কাজী শামসুল হক, সাপ্তাহিক দেশ—এর সম্পাদক মিজানুর রহমান, এনটিভি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ফরিদ আলম, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন শিপন, আনোয়ারুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ মাহবুব আলম, মুনা এলমহার্স্ট চ্যাপ্টার সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ, জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টার সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাছুম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচালনা করেন জোন সোশ্যাল সার্ভিস বিভাগের সহকারী পরিচালক কায়কোবাদ কবির।

# ওল্ডহামে নেবট্রার উদ্যোগে ভাষা দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইংল্যান্ডের নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (নেবট্রা) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ওল্ডহামের দিঅ্যাম্পায়ার ব্যাঙ্কয়েটিং হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেবট্রার সভাপতি এমজি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার হোসেনের পরিচালনায় সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সৈয়দ জামাল আহমেদ মিজান। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জাহান আলম।

সভায় বক্তব্য দেন নেবট্রার উপদেষ্টা ফারুক যোশী ও গনি চৌধুরী, সহ-সভাপতি তৈয়বুর রহমান শ্যামল ও শাহ কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোবাশ্বির আলী। বক্তারা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এমজি কিবরিয়া বলেন, 'বিলেতে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষাকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে ব্রিটিশ বাংলাদেশী মা-বাবাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে। বাসায় সন্তানদের সাথে বাংলায় কথা বলতে হবে। বাংলা লেখা শিখতে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। সভা শেষে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন উপদেষ্টা গনি চৌধুরী।

# আটলান্টিক সিটিতে এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ফুড ব্যাংক

**সুব্রত চৌধুরী**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ফুড ব্যাংকের আয়োজন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) কাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ফেয়ারমাউন্ড এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে ফুড ব্যাংকের এই কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমের আওতায় মাংস, তাজা শাকসবজি, ফল, টিনজাত খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে 'কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি'।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. আইয়ুব, মনিরুজ্জামান মনির, মামুনুল হক মামুন, রহমান বাবুল, মো. আমিনের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান

# মিশিগানে ১০০ পাউন্ড গাঁজাসহ যুবক আটক

**ইশতিয়াক রুপু**

মিশিগান এক মাদক বিরোধী অভিযানে ১০০ পাউন্ড গাঁজা ও ৭ হাজার ডলার নগদ টাকাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে রাজ্যের শেলবি টাউনশীপে এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এম-৫৩ এবং হল রোডের ইন্টারসেকশনে সাদা রঙের একটি গাড়িতে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও নগদ অর্থ পাওয়া যায়।

পুলিশের ধারণা, উদ্ধারকৃত নগদ টাকা স্থানীয় এলাকায় গাঁজা বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এসময় ২৭ বছর বয়সী গাড়ির চালক এড্রিয়ান কশনাউকে আটক করা হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) আদালত কশনাউকে ১০ হাজার ডলার বন্ডে জামিন প্রদান করেছে। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়সূচী
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
■ শারীরিক চেক আপ
■ টি.এল.সি টেস্ট
■ ডায়াবেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu, Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

# স্কুলবাসে আগুন, চালকের তৎপরতায় ১৫ শিক্ষার্থী নিরাপদে রক্ষা

রোকেয়া দীপা

ক্লিভল্যান্ডের একটি স্কুলবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, তবে চালকের তৎপরতার কারণে ১৫ শিক্ষার্থী রক্ষা পেয়েছে। বৃহস্পতিবা (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে মন্টিসেলো মিডল স্কুলের যাত্রাপথে বাসের পেছনের চাকার কাছ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এ সময় চালক দ্রুত বাস থেকে সব শিক্ষার্থীকে নামিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। ফলে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ক্লিভল্যান্ড হাইটস-ইউনিভার্সিটি হাইটস সিটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টের সুপারিনটেনডেন্ট লিজ কিরবি চালকের সাহসী পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটি একটি কঠিন পরিস্থিতি ছিল, তবে চালক ও শিক্ষার্থীদের প্রশংসনীয় পদক্ষেপের কারণে সবাই নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে।

শিক্ষার্থীরা যেহেতু বার্ষিক বাস ইভাকিউয়েশন ড্রিল অনুশীলন করেছে, তারা দ্রুত এবং সঠিকভাবে বাস থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিরবি আরও জানান, শিক্ষার্থীরা শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে এবং চালকের নির্দেশনা অনুসরণ করেছে, যার ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময় কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

ঘটনার পর দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অন্য একটি বাসে করে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানায়, আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, তবে আগুনের সঠিক কারণ এখনো নির্ণয় করা যায়নি।

ঘটনার সময় বাসটি ক্যামব্রিজ ও নরথ্যাম্পটন রোডের মোড়ে ছিল, এবং পুরো রাস্তা কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, বাস থেকে ঘন ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং জানালা দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে।

এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও স্টেট হাইওয়ে প্যাট্রোল যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত করছে।


## পাত্র-পাত্রী চাই

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটে ১৮৮ ষ্ট্রিটে ২ বেড ২ বাথ লিভিং কিচেন দ্বিতীয় তলায় ভাড়া হবে। অল বিলসহ $2500 মসজিদ, গ্রোসারি বাস নিকটে । F ট্রেনের লাষ্ট ষ্টপ। যোগাযোগ : 646-577-4553

## BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

## রুম ম্যাট আবশ্যক

তৃতীয় তলায় একটি রুমে শেয়ার করে থাকার জন্য একজন পুরুষ সদস্যের নিকট চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন বাড়ি নং ৩৩-৩৭ ৭১স্ট্রিট মোবাইল: ৯১৪ ৪৪৭ ৭২৪৪

## Registered Nurse Required (New Jersey)

**প্রতিষ্ঠান**: Captor USA Corporation.
**পদ**: Registered Nurse (RN)
**অভিজ্ঞতা**: নতুন বা ১/২ বছর
**স্থান**: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
**আবেদনের শেষ সময়**: ২০/০৭/২০২৪

## আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

## আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

## পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

## রুম ভাড়া

শুধুমাত্র একজন কর্মজিবী মহিলার জন্য জ্যামাইকায় বাংলাদেশি এলাকায় বাস ট্রেন গ্রোসারী সংলগ্ন সম্পুর্ন আলাদা একটি রুম মার্চ এর ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: (718) 820-6054

## রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

## পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

## রুম ম্যাট আবশ্যক

একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। (মহিলা ভাড়াটে) শেয়ার বাথরুম ও কিচেন। (বেসমেন্ট) হিলসাইড এর উপরে। মান্নান শপিংমল এর পাশে। যোগাযোগ— মো: আসমান গনি, মোবাইল: ৯২৯-৬১৫-৫১১০

## রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

## ন্যানি আবশ্যক

ভাল বেতনে জিক্স হিল লং আইল্যান্ডে কাজ করার জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। 917-280-7656

## পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

## পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

## ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

## ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

## পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

## পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
( 732) 841- 2452

## চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
**যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১**

## লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

## পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

## পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

## হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ )অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

## পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6 ) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

## পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

## পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

## মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

## জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

# নিউইয়র্কে চাটখিল উপজেলা সোসাইটির পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

চাটখিল উপজেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনকের পূর্ণাঙ্গ আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন মো. হেলাল উদ্দিন ও সদস্য সচিব মনোনীত হয়েছেন মো. শরিফ হোসেন নিরব।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে এই কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিয়াকত হোসেন মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, মো. হেলাল উদ্দিন, নুর আলম সেলিম, মোহাম্মেদ আলী, গোলাম কবির শিপন, বারাকাত শিউল, মো. ফারুক, নোমান সিদ্দীকি, নুরুল ইসলাম। প্রধান বক্তা ছিলেন মাঈন উদ্দিন নটু। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মো. শরিফ হোসেন নিরব ও হুমায়ন বাংগালী।

অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতিতে চাটখিল উপজেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনকের পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষনা করেন হুমায়ন কবির, লিয়াকত হোসেন মামুন, আনোয়ার হোসেন লিটন এবং মাঈন উদ্দিন নটু।

আহবায়ক মো. হেলাল উদ্দিন ও সদস্য সচিব মো. শরিফ হোসেন নিরব বলেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটির ছবিসহ তালিকা প্রকাশ করা হবে। নব নির্বাচিত আহ্বায়ক কমিটি পবিত্র রমযান মাসে ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে সোসাইটির কার্যক্রম শুরু করবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাহার, শওকত আকবর, সরাজ ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, শিহাব বিন ওয়াছেক, আসিফ মাহবুব, রাশেদ আলম, শাহাদাত হোসেন টিটু, শাহাদাত হোসেন সুজন, মামুন, শামছুর রহমান, মিলন, আবু তাহের, রাজিব হোসেন, শাহরিয়ার হিমেল, মো. মহসিন, নুরুল হুদা পিন্টু, মাহবুব আলম, আবদুর রহিম, নুর জালাল, ইসমাইল হোসেন পলাশ, নুর হোসেন মিঠু, মো. নাঈম, আব্দুল কুদ্দুস বাবু, মো. আল আমিন, সঞ্জয় শীল, সবুজ হোসেন, মো. আবদুর রহমান, ওমর ফারুক শরীফ, আরিফ হোসেন, আমিন উল্লাহ, আবু বক্কার সিদ্দিক, ইব্রাহিম খলিল, নুর হোসাইন, সজীব আহমেদ, লিটন চৌধুরী, শামীম হোসেন, কিরন, মো জাবেদ, রবিউল হাসান সৈকত, বাদশা ফাহাদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মাদ কাকন, সজীব, মিশু, রিয়াদ হোসেন, রফিকুল ইসলাম, ইয়াছিন আরাফাত রাফি, জহিরুল ইসলাম সোহাগ, মো জামসেদ মজুমদার, হাছান আহম্মেদ, মোহাম্মদ রবিন, মোহাম্মদ ইয়াছিন, রমযান আলি রাশেদ, রবিউল হোসেন রাসেল, ফাহাদ, আমিন উল্যাহ, সাইফুল ইসলাম, সজীব, বিপ্লব, তারেক, জুয়েল, পিয়াল, হাসান, আরিফ হোসেন, নাঈম, ফয়সাল, সৈকত ফারুক, নিশাদ, জাহিদ, মুরাদ, জর্জ, সাব্বির, আবদুর রহমান, জাহিদ, তৌহিদ প্রমুখ।

# নিউ জার্সিতে পুনরায় খুলছে আইসিই'র অভিবাসন আটক কেন্দ্র

**এইচ বি রিতা**

নিউ জার্সির নিউয়ার্কে ডেলানী হল নামক ১,০০০ শয্যার একটি অভিবাসন আটক কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই) এই উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে খোলা প্রথম নতুন আটক কেন্দ্র।

ডেলানী হল ২০১৭ সাল পর্যন্ত একটি অভিবাসন আটক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এটি ম্যানহাটনের কাছাকাছি এবং নিউয়ার্ক লিবার্টি বিমানবন্দরের নিকটবর্তী, যা আটক অভিবাসীদের দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা দেবে বলে আইসিই-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক কেলব ভিটেলো জানিয়েছেন।

তবে, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। নিউ জার্সির আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের (এ.সি.এল.ইউ.) নির্বাহী পরিচালক আমল সিনহা এক বিবৃতিতে বলেন, "ডেলানী হল পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা আমাদের স্টেটের ইতিহাসে অন্যতম বড় অভিবাসন আটক চুক্তি এবং এটি অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করবে।"

আইসিই জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করছে, যার ফলে আটক কেন্দ্রগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আইসিই'র আটক কেন্দ্রে ৪১,০০০ এরও বেশি অভিবাসী আটক রয়েছেন, যা সংস্থাটির ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি।

এদিকে, নিউ জার্সি ২০২১ সালে সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাগুলিতে অভিবাসীদের আটক রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে, আটক কেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান 'কোরসিভিক' এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যা এখনো আদালতে ঝুলে আছে। অন্যদিকে, ডেলানী হলের মালিক প্রতিষ্ঠান 'জিইও গ্রুপ' গত বছর এই স্থাপনাটিকে পুনরায় চালু করতে আলাদা একটি মামলা দায়ের করে এবং সম্প্রতি আইসিই'র সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

আইসিই জানিয়েছে, খুব শিগগিরই ডেলানী হল পুনরায় চালু করা হবে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

# মিশিগানে ঠান্ডায় দুই শিশুর মৃত্যু

**ইশতিয়াক রুপু**

মিশিগানের ডেট্রয়েট শহরে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন এই পরিবার একটি গ্যারেজে আশ্রয় নেয় যেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে দুই সন্তান প্রাণ হারায়। ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় পরিবারটিকে একটি নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ডেট্রয়েটের বাসিন্দা টেটিওয়ানা উইলিয়ামস (২৯) গত ১০ ফেব্রুয়ারি তার চার সন্তানের সঙ্গে হলিউড ক্যাসিনো পার্কিং গ্যারেজে আশ্রয় নেন। সেখানে তাদের গাড়ির গ্যাস ফুরিয়ে গেলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার দুই সন্তান—আমিলা কুরি (২) ও ডারনেল কুরি (৯) অসুস্থ হয়ে পড়ে।

স্থানীয় পুলিশের ভাষ্যমতে, দুপুর ১টার দিকে ডারনেল প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করে। টেটিওয়ানা এক বন্ধুর সহায়তায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান। এরই মধ্যে ছোট মেয়ে আমিলাও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়। পরে বন্ধু ফিরে এসে আমিলাকেও হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন। সে সময় ডেট্রয়েটের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা কিছু সময়ের জন্য মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে নেমে এসেছিল।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ডেট্রয়েটের মেয়র মাইক ডুগান গৃহহীনদের আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ত্রুটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, উইলিয়ামস পরিবারের পক্ষ থেকে গত নভেম্বরে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করা হলেও সেটি কার্যকর করা হয়নি। এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।

তদন্তের পাশাপাশি মেয়র ডুগান উইলিয়ামস পরিবারকে একটি নতুন বাসস্থান বরাদ্দ দেন।

# রং দে মিশিগান, হোলি ফেস্টিভ্যাল অব কালারস ২২ মার্চ

**পার্থ সারথী দেব**

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'রং দে মিশিগান'—হোলি ফেস্টিভ্যাল অব কালারস। আগামী ২২ মার্চ ডেট্রয়েট ডাউন টাউনের ৫২৯ মনরো স্ট্রীটে (এক্সোডোস রুফটপ-হিটেড) অনুষ্ঠিত এই জমকালো উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য সবার জন্য আমন্ত্রণ রয়েছে। অনুষ্ঠানটি দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে।

২১ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানটিতে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে সবাইকে রাজ্য কর্তৃক ইস্যুকৃত আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হবে। টিকেট পাওয়া যাচ্ছে DESIEVENTSGO.COM এ।

# মেরীল্যান্ডে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের একুশে উদযাপন

**সুবীর কাস্মীর পেরেরা**

যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যান্ড রাজ্যে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে মহান একুশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বই উৎসব। অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বই উৎসব ছিল একুশের মূল আকর্ষণ। শিশুদের চিত্রাঙ্কন, গাং, নাচ ও কবিতা আবৃতিতে মোড়ানো একুশের অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেয়।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মেরীল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং শহরের রস্কো আর নিকষ এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে এ আয়োজন করে বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন ইনক মেরীল্যান্ড। একুশে অনুষ্ঠানে স্থানীয়, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন স্টেট থেকে ছুটে আসেন বাংলাভাষা প্রেমী বাঙালিরা। অনুষ্ঠানে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আগস্টিন বিপুল ডি কস্তার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে সহ সভাপতি নিয়তি নির্মলা রেগো বলেন, 'বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন অনেকে। তাই, বাংলা ভাষা আমাদের কাছে গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি। প্রবাসের মাটিতে আমরা প্রাণের ভাষার ব্যবহার ও প্রসার ঘটাতে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সংগঠন বছরব্যাপী বাংলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।'

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। এই সময় সুকুমার পিউরিফিকেশন ধারাবাহিকভাবে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার পটভূমি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে সুবীর কাস্মীর পেরেরার দুটি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও তরুণ প্রজন্মের অগ্রপথিক উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পী ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ। সাথে ছিলেন সংঠনের উপদেষ্টা জুড ভি গোমেজ, অতুল পিউরিফিকেশন, নিয়তি নির্মলা রেগো, আইরিন পিউরিফিকেশন, মুক্তা মেবেল রোজারিও ও মুক্তি গোমেজ। মোড়ক উন্মোচন পরিচালনায় ছিলেন সুকুমার পিউরিফিকেশন।

অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিভাষ ফ্রান্সিস রোজারিওর উপস্থাপনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গন, মঞ্জুরি নৃত্যালয়, মুক্তা মেবেল রোজারিওর গানের শিক্ষার্থী এবং বিসিএর সংগীত দল। দেশের গানের তালে তালে সব বয়েসের বাঙালির হাতে বাংলাদেশের পতাকা একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মুক্তা মেবেল রোজারিও। নৃত্যে কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন নৃত্যশিল্পী রোজ মেরী মিতু রিবেরু ও নৃত্যশিল্পী শিল্পী গ্লোরিয়া রোজারিও। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিমা কোরাইয়া ও মুক্তা মেবেল রোজারিও।

একুশের অনুষ্ঠানে এই প্রথম যুক্ত হল বই উৎসব। চপল ইগ্নেশিয়াস পেরেরা ও মিল্টন মাইকেল রোজারিও তত্ত্বাবধানে বইয়ের স্টলে ছিল স্থানীয় লেখকের প্রকাশিত বই। এছাড়া এবারের প্রথম বাংলা খাবারের স্টলে ছিল দেশীয় খাবারের সমাহার।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার পিঠা উৎসব ও ফাল্গুন সন্ধ্যা

**ওয়াহিদুজ্জামান বকুল**

প্রবাসে থেকেও বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর উষ্ণ বন্ধনের আনন্দ যেন এক মুহূর্তের জন্যও হারিয়ে যায়নি। এই সত্যটি আরও এক বার প্রমাণ করল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা শনিবার (২৩ ফ্রেব্রুয়ারি) আয়োজিত অনুষ্ঠিত পিঠা উৎসব ও ফাল্গুন সন্ধ্যা।

বসন্তের রঙে রাঙানো এ আয়োজন ছিল শুধুই একটা অনুষ্ঠান নয়; ছিল প্রাণের উচ্ছ্বাস, স্মৃতির মেলা, আর সংস্কৃতির গভীর এক বন্ধন। সানাই পার্টি হলে বসন্তের আবহ যেন ছড়িয়ে পড়েছিল সবার মাঝে। বাহারি রঙের পোশাকে সেজে আসা অতিথিরা যেন প্রকৃতির এই ঋতুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বাঙালির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ পিঠা ছিল সন্ধ্যার মূল আকর্ষণগুলোর একটি। নানা স্বাদের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করা হয়, যা অতিথিদের মনে করিয়ে দেয় ফেলে আসা শৈশব, শীতের সন্ধ্যা, আর গ্রামের উঠোনে বসে পিঠা খাওয়ার সুখস্মৃতি।

তবে শুধু পিঠা নয়, প্রাণখোলা আড্ডা, গান, কবিতা ও নৃত্যের মাধ্যমে সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। দীর্ঘ দিন পর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ, হাসি-আনন্দ- সব মিলিয়ে এটি এক আবেগঘন মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল। বিকেল গড়াতেই শুরু হয় ফাগুনের শুভেচ্ছা বিনিময় ও অতিথিদের স্বাগত জানানো। আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক অনুপ দাশ, সদস্য সচিব ফারহানা আক্তার, চিফ কো-অর্ডিনেটর ত্রিদিব চৌধুরী, সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি পারভেজ কাজী ও আবদুল আজিজ নঈমী, অ্যালামনাই সদস্য বিজন পাল।

বাঙালির প্রাণের উৎসবে গান থাকবে না, তা কি হয়? তাই আয়োজন করা হয় এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, যেখানে সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতার অপূর্ব সংমিশ্রণে সাজানো হয় সন্ধ্যার দ্বিতীয় পর্ব। নৃত্য পরিবেশন করেন জাহাঙ্গীরের মেয়ে, যা অতিথিদের মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করেন পিংকি চৌধুরী। তার আবৃত্তি যেন সবাইকে নিয়ে যায় এক অন্যরকম অনুভূতির জগতে। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন রূপাই রুদ্র নীল, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও কোরাস দল, দেবদাস চৌধুরী ও স্বপ্নীল সজীব তাদের সুরেলা কণ্ঠ আর সুরের মূর্ছনায় সন্ধ্যার মোহ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে।

উৎসবের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে তোলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এসএম আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহুল সরকার, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান, কমিউনিটি একটিভিস্ট আহসান হাবীব।

উৎসবের শেষ ভাগে অতিথিদের জন্য আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী নৈশভোজের। সুস্বাদু খাবারের সুবাস, আড্ডার রেশ, আর বসন্তের উচ্ছ্বাসে সন্ধ্যার পর্দা নামে, তবে থেকে যায় একগুচ্ছ মধুর স্মৃতি। এই উৎসব শুধু বসন্তকে বরণ করে নেওয়ারই ছিল না, এটি ছিল বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এক প্রয়াস। প্রবাসেও যে বাঙালি তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আর মাটির টান ভুলে যায়নি, সেটিই এই আয়োজন প্রমাণ করল। এই ভালোবাসা, ঐতিহ্য আর বন্ধনের স্মৃতি চিরকাল অমলিন থাকুক- এই প্রত্যাশায় আবারও এমন আয়োজনের অপেক্ষায় থাকল সবাই।

# হামের প্রাদুর্ভাব উর্ধ্বমুখী শিশুদের টিকা দেওয়ার আহ্বান

যুক্তরাষ্ট্র

**ফরিদা ইয়াসমীন**

দি স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেল্থ নিউইয়র্কের অধিবাসীদের শিশুদের যথাসময়ে হামের টিকা দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে হাম আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সংস্থাটি গত বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কিত একটি স্বাস্থ্য পরামর্শ জারি করে উল্লেখ করে যে, এই শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের বিরুদ্ধে স্টেটগুলোতে টিকাদানের হার এখনও-সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনের তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। টেক্সাসে হাম প্রাদুর্ভাবে এক অটিকাকৃত শিশু মারা যাওয়ার একদিন পর এই সতর্কতা আসে। এটিই ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হামজনিত প্রথম মৃত্যু।

নিউ জার্সির বার্গেন কাউন্টিতে আরেকজন অটিকাকৃত শিশু হাম আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর, স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে, ওই শিশুর পরিবারের আরো দুইজন সদস্য, যারা টিকা নেয়নি, তারাও হাম রোগে আক্রান্ত। ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, এ বছর এখন পর্যন্ত নিউইয়র্ক স্টেটে হাম আক্রান্ত দুটি ঘটনা শনাক্ত হয়েছে, যা নিউইয়র্ক সিটিতে রিপোর্ট করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শহরে শনাক্ত হওয়া দুটি হাম আক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কহীন। তবে উভয়ই ১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ঘটেছে, যারা এখনও হাম টিকার জন্য যোগ্য নয়। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, আক্রান্তদের একজন জানুয়ারিতে হাম রোগে সংক্রমিত হয়েছিল এবং এখন সুস্থ হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিউ মেক্সিকো এবং কানাডাতেও হাম আক্রান্তের সংখ্যা ও হাসপাতালে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

# রেমিটেন্সের পালে মৌসুমী হাওয়া

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

ইফতারসহ নানান খরচ রয়েছে রমজানে।' দেশে থাকা স্বজনদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ধ্বনিত হয় এ্যাংকর ট্রাভেলস্ থেকে টাকা পাঠাতে আসা প্রবীণ প্রবাসী সাঈদ আহম্মেদের কণ্ঠ।

নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্ক এখন দ্রুত বর্ধিষ্ণু বাংলাদেশী কমিউনিটির। প্রতিনিয়ত এখানে বাড়ছে ব্যবসার পরিসর। বাংলাদেশী সবগুলো মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এবং কোম্পানীর এজেন্ট রয়েছে এখানে। রমজানকে ঘিরে রেমিটেন্স পাঠাতে আসা প্রবাসীদের কোলাহলে মুখরিত এখন মানি এক্সচেঞ্জগুলো। কোথাও কোথাও গ্রাহকদের লাইনও চোখে পড়েছে। জ্যাকসন হাইটস্, জামাইকা, চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ফুলটন, ইষ্ট নিউইয়র্ক (ইউক্লিড), পার্কচেষ্টারসহ নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মানি এক্সেচেঞ্জেও ব্যাস্ততা রয়েছে।

সাধারণত প্রতিমাসের প্রথম দিকে দেশে পরিবারের খরচের টাকা পাঠিয়ে থাকেন প্রবাসীরা, তার ওপর রমজান। রমজানের পরিবারের জন্য খরচের পাশাপাশি সহায় সম্বলহীন মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, যাকাত এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টাকা পাঠিয়ে থাকেন প্রবাসীরা। রেমিট্যান্সের এ টাকা ফেব্রুয়ারির শেষ সাপ্তাহ থেকেই পাঠানো শুরু হয়েছে এবার। তাই; মৌসুমী হাওয়া লেগেছে রেমিটেন্স প্রেরণে। মানি এক্সচেঞ্জগুলো বলছে ঈদকে সামনে রেখে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পাবে।

তবুও, কোথায় যেনো শূণ্যতা। রমজানের এই ব্যাস্ততার মাঝেও বড় ধরণের ঘাটতি দেখা গেছে মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে। কাঙ্খিত রেমিটেন্স আসছেনা এমন মন্তব্য প্রায় সবার। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্বগ্রহণের পর কাগজপত্রহীনদের ধরপাকড়ের কারণে অনেকে কাজ হারিয়েছেন, অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন কেউ কেউ। যার প্রভাব পড়েছে রেমিটেন্স প্রবাহে- এমনটি স্বীকার করছেন একাধিক মানি একচেঞ্জ কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী ও মানি এক্সচেঞ্জ এজেন্ট।

কাজের বৈধ অনুমতিপত্র বা ওয়ার্ক পারমিট না থাকায় এই মুহূর্তে কাজ করাও ঝুঁকিপূর্ণ। নিয়োগদাতারাও ঝামেলা এড়াতে এমন অভিবাসীদের নিয়োগ দিয়ে ঝুঁকি নিতে চান না। তারওপর পথে পথে জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা তল্লাশীর ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন একাধিকজন। আয়-রোজগারের এই পরিস্থিতির দেখা মিলেছে রেমিটেন্সে প্রবাহে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, জানুয়ারির মতো ফেব্রয়ারিতেও রেমিটেন্স প্রেরণে শীর্ষে ছিলো যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা। বৈধপথে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসীরা ফ্রেব্রুয়ারিতে ৪৯১ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার প্রেরণ করেন দেশে। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০৭ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স প্রেরণ করেন প্রবাসীরা। ঈদের মৌসুম হওয়ায় মার্চে রেমিটেন্স আরো বাড়ার আভাস মিলেছে নিউইয়র্কের মানি এক্সচেঞ্জ মালিকদের সাথে কথা বলে।

ওজন পার্কের এ্যাংকর ট্রাভেলস্'র সিইও এএসএম মাইন উদ্দিন পিন্টু প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে আলাপকালে বলেন, সাধারণ সময়ের তুলনায় রমজানের শুরুতে রেমিটেন্স প্রবাহ বেশী থাকে। দেশে ইফতার আয়োজনের জন্য প্রবাসীরা তখন টাকা পাঠায়। মধ্য রমজানে রেমিটেন্সের মূল প্রবাহটা দৃশ্যমান হবে এবং আরো বাড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

বাংলাদেশী মালিকানাধীন মানি ট্রান্সফার কোম্পানী সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোশেনের সিইও মাসুদ রানা তপন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, রমজানকে ঘিরে ইফতার, যাকাত, ফিতরাসহ পরিবারের খরচের জন্য যথারীতি প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠিয়ে থাকেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও রেমিটেন্স যাচ্ছে। সেজন্য রেমিটেন্স প্রবাহ ভালো। তবে, গতবছরের তুলনায় কিছুটা কম মনে হচ্ছে। বৈধ কাগজপত্রহীন প্রবাসীদের কিছুটা ভয়ভীতি আছে। তাই ইনকামও কমেছে এবং তারা কম চলাচল করছেন। ঈদ নাগাদ রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়বে।

একইকথা ধ্বণিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মহসিন কবিরের কণ্ঠেও। তাঁরমতে ঈদ নাগাদ রেমিটেন্স প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বৈধপথে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান।

# ভুল ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলে

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লাটনিক বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আইআরএসকে বাতিল করতে চান এবং তা ট্যারিফের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে চান। এই অনিশ্চয়তা করদাতাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বিলম্বিত করতে পারে। সংস্থার সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আইআরএস প্রাপ্ত রিটার্নের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ কম।

কিছু করদাতা রিটার্ন দাখিল না করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, বলেন সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক রবার্ট নাসাউ, যিনি স্কুলটির লো-ইনকাম ট্যাক্স ক্লিনিকের পরিচালক। তিনি বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে, তারা ভাবতে পারে আইআরএস আমাকে খুঁজে পাবে না, কিংবা তারা অর্থ পাওনা সম্পর্কে ভীত।'

সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট মার্ক কোহলার বলেন, 'আরও একটি গ্রুপ আছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কম ট্যাক্স দেয়, তাদের ট্যাক্স প্রতিবাদকারী বলা হয়। তারা দাবি করে যে ফেডারেল ট্যাক্স অসাংবিধানিক বা তাদের ওপর প্রযোজ্য নয়। এমন অনেক অদ্ভুত যুক্তি রয়েছে যা কার্যকর নয়।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্যাক্স প্রতিবাদকারীদের সমস্যাগুলি ট্যাক্স কোর্টে যেতে পারে এবং জরিমানা হতে পারে অনেক বেশি। ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড অনুযায়ী, যদি কেউ যথাযথ তথ্য ছাড়া ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেন, তবে তাকে $৫ হাজার জরিমানা হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ট্যাক্স ফাঁকি দিলে বা নন-ফাইলাররা আইআরএসের জরিমানা আশা করতে পারেন।

আইআরএসের মতে, ট্যাক্স ফাইল না করার জরিমানা প্রতি মাসে বা আংশিক মাসে আপনার পরিশোধযোগ্য ট্যাক্সের ৫ শতাংশ হবে। তবে, এই জরিমানা সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

'এটি পেমেন্ট না করার জরিমানা থেকে দশ গুণ বেশি, যা প্রতি মাসে বা আংশিক মাসে আপনার ট্যাক্সের ০.৫ শতাংশ হবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে', নাসাউ ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন, 'যদি আপনার ট্যাক্স বাকি থাকে, তবে সময়মতো রিটার্ন দাখিল করা বা এক্সটেনশন ফাইল করা এবং আইআরএসের সাথে পেমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা সহজ হবে।'

আইআরএসের প্রাথমিক ডেটা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ট্যাক্স মৌসুমের তুলনায় এ বছর গড় ট্যাক্স রিফান্ড ৩২.৪ শতাংশ কম। ট্যাক্স মওসুম ২৭ জানুয়ারি শুরু হয় এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গড় রিফান্ড পরিমাণ ছিল $১২ হাজার ৬৯, যা গত বছরের প্রায় একই সময়ে ছিল $৩ হাজার ২০৭। তবে, ১৪ ফেব্রুয়ারির ফাইলিং ডেটাতে 'আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট' অথবা 'এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট' সম্পর্কিত রিফান্ডগুলি অন্তর্ভুক্ত নেই।

অতএব, করদাতাদের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল সময়মতো ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করা এবং প্রয়োজন হলে এক্সটেনশন ফাইল করা। এতে আইআরএসের জরিমানা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এবং অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ থাকা যায়।

# অভিবাসীদের আমেরিকান স্বপ্নের পথে

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে গেছে।'

আশ্রয়প্রার্থীদের তাদের পছন্দের গন্তব্যে পৌঁছাতে এবং নিউইয়র্ক সিটির করদাতাদের দীর্ঘমেয়াদী খরচ কমাতে শহরটি ৫৩,২০০ টিরও বেশি টিকিট কিনেছে। অ্যাডামস্ জানান, প্রায় দুই বছর আশ্রয় ও ত্রাণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত রুজভেল্ট হোটেল শিগগিরই বন্ধ হবে। অভিবাসন প্রবাহের চূড়ান্ত সময়ে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪,০০০ নতুন আগত অভিবাসী শহরে আসত। তবে প্রশাসনের নতুন ব্যবস্থাপনার ফলে এখন এটি কমে গড়ে মাত্র ৩৫০ জনে নেমে এসেছে। রুজভেল্ট হোটেলের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর, অভিবাসীদের নিবন্ধন ও সহায়তা সেবা শহরের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করা হবে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'রুজভেল্ট হোটেল আমাদের কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে গত দুই বছরে শহরে আশ্রয়ের জন্য আসা ৭৫ শতাংশ অভিবাসীদের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। মে ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত, ২,৩২,৬০০ অভিবাসীর মধ্যে ১,৭৩,০০০-এরও বেশি নিবন্ধন রুজভেল্ট হোটেলে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালের স্প্রিং-এ আশ্রয়প্রার্থীরা নিউইয়র্ক সিটিতে আসার পর থেকেই আমরা তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব স্মল বিজনেস সার্ভিসেস অভিবাসীদের শত শত কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রশাসনের কেস ম্যানেজমেন্ট ও পুনর্বাসন টিম—বিভিন্ন সিটি এজেন্সির সহযোগিতায় সাম্প্রতিক আগতদের সহায়তায় নতুন নতুন উপায় বের করছে, যেমন প্রত্যক্ষ সহায়তা, তথ্য-সহায়তা মেলা, এবং আশ্রয়কেন্দ্রে অনসাইট ইংরেজি ভাষার কোর্স।'

নিউইয়র্ক সিটি অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত একটি শহর, এবং এর বৈচিত্র্য শুধু শহরবাসীকে শক্তিশালীই করেনি, এটি নিউ ইয়র্ককে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর করে তুলেছে। ২০২২ সাল থেকে, বিভিন্ন দেশে সংকট তীব্র হওয়ার ফলে পাঁচটি বরোর জুড়ে অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের অভূতপূর্ব প্রবাহ সামলাতে হয়েছে শহরটিকে। প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নতুন আগতদের খাদ্য, পোশাক ও আশ্রয় প্রদান করেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা সবাই নিউইয়র্কার—একজনের সমস্যা আমাদের সবার সমস্যা। আমি বিশ্বাস করি, নিউইয়র্ক সিটি আশা ও নতুন জীবনের সূচনার প্রতীক হয়ে থাকবে, যেখানে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে আসা মানুষ একটি নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারবে।'

# বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনকর ইফতার ও দোয়া মাহফিল

**জলি আহমেদ**

প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্টজন এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। তারা বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে কমিউনিটির সেবা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ। মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, বাংলাদেশের অগ্রগতি ও প্রবাসীদের কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়া শেষে একসঙ্গে ইফতার করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্যামাইকার পরিচিতমুখ চুন্নু, নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি শামীম গফুর, সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক(বাবুল), পদ্মা ইয়োলো সোসাইটির ক্রিড়া সম্পাদক আনারুল হক, প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক এর সভাপতি রবিউল আলম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসান। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসলাম (কলিম), সহ-সভাপতি মোয়াল্লেম হোসেন, সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন পাটওয়ারী, যুগ্ম সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান রফিক, আইন বিষয়ক সম্পাদক এ. কে. এম.হক (খোকন), সমাজকল্যাণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মিয়া ফয়েজ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো:আতিক উল্লাহ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, কার্যকরী সদস্য কাজী আশিকুজ্জামান, কবির হোসেন, সোহানুর রহমান সোহান, আব্দুল মান্নান, হযরত আলী, কাউসার আহমেদ, আশরাফ ভূঁইয়া, পারভেজ, শাহ্ মো:কাশেম আলী ও আব্দুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।

# বোর্ডের সিদ্ধান্তবিহীন ঘোষণায়

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

একে উপস্থিত অনেককে ডেকে নিলেও মোহাম্মদ আজিজকে ডাকা হয় সবার শেষে। উপস্থিত সকলের নাম ঘোষণার পর সবার শেষে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজের নাম ঘোষণা করলে তার চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যায়। দর্শক সারিতে বসে থাকা আজিজ বলতে থাকেন আমি এখানেই ভাল আছি। সংবাদ সম্মেলন শুরুতে বক্তারা তাদের বক্তব্য প্রদানকালে আব্দুল আজিজকে ক্রোধ নিয়েই তার বক্তব্য শেষ করতে দেখা যায়।

সংবাদ সম্মেলনের মূলতুবি কথা বলার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী গ্র্যান্ড মার্শাল হিসেবে গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজের নাম ঘোষণা করলে উত্তেজিত হয়ে হয়ে পড়েন আব্দুল আজিজ। এসময় তিনি বর্তমান কমিটিকে উদ্দেশ্য করে ট্রাস্টি বোর্ডসহ সবার সাথে পরামর্শ না করে হুট করে কেন এ সিদ্ধান্ত এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিলে উত্তর দেন সোসাইটির সভাপতি ও ডে প্যারেডের আহবায়ক আতাউর রহমান সেলিম। এসময় তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে দেখা যায়।

সংবাদ সম্মেলনের ভরা মজলিসে উত্তেজিত হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, শাহ নেওয়াজ গ্র্যান্ড মার্শাল হলে আমার কোন আপত্তি নেই। কমিউনিটিতে যদি কারো অবদান থাকে, যদি যে পদ পাওয়ার যোগ্য হয়, তাকে নির্বাচিত করা যেতেই পারে। তবে সেটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হতে হবে। সোসাইটি সকলের সংগঠন, কোন একক ব্যক্তির না। সোসাইটির একটা ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে, সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন সবার সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে তো সাধারণ সম্পাদক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

এম আজিজ বাংলাদেশি কমিউনিটির জনপ্রিয় মুখ। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটির দুই বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর থেকে এম. আজিজ ধারাবাহিকভাবে ট্রাস্টি বোর্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনো চেয়ারম্যান, কখনো ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এসময়কালে তিনি সোসাইটির কল্যাণে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ সোসাইটির অকশনে চলে যাওয়া বাড়িটি বাড়িটি হাত ছাড়া হওয়ার আগেই উদ্ধার করেন তিনি। এছাড়া করোনা মহামারির সময় সাড়ে তিন শত মানুষের কবরের ব্যবস্থা করা হয় তার মাধ্যমেই। সে সময়ে বাড়ি বাড়ি খাবার বিতরণ, ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা প্রদান, ভ্যাকসিন সেবার দেয়া হয় তার উদ্যোগে।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ তাদের স্বকীয়তা এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে বছরের বিভিন্ন সময় নিজস্ব ডে প্যারেডের আয়োজন করে থাকে। এর আগে ১৯৯৮ সালে প্রথমবার ও গত বছর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ প্যারেডের আয়োজন করা হয়।

# এপ্রিলে গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশ

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

হ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজসহ অন্যান্য কার্যকরী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের বাসভবন গ্রেসি ম্যানসনে এ বছরও বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে উদযাপন করা হবে এবং এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটিকে হোস্ট কমিটি হিসেবে মনোনীত করেছে মেয়র অফিস। উপস্থিত সকলে এই আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেন।

এছাড়া আগামী ১৩ এপ্রিল, রোববার জ্যাকসন হাইটসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ডে প্যারেড আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির ব্যানারে অনুষ্ঠিতব্য এই প্যারেডের প্রধান সহযোগী সংগঠন হিসেবে থাকছে হিউম্যানিটি ইমপ্লয়ারমেন্ট রাইটস ফাউন্ডেশন। এই আয়োজনকে সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সভায় সদ্য সমাপ্ত একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান এবং আগামী ৯ এপ্রিল পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল, ব্রঙ্স বরোতে ১৮ মার্চ এবং ব্রুকলিন বরোতে ২০ ও ২১ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ইফতার মাহফিল নিয়েও আলোচনা হয়। এসব অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সভা শেষে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য বা রাজনৈতিক ব্যানার নিয়ে সোসাইটির আয়োজনে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

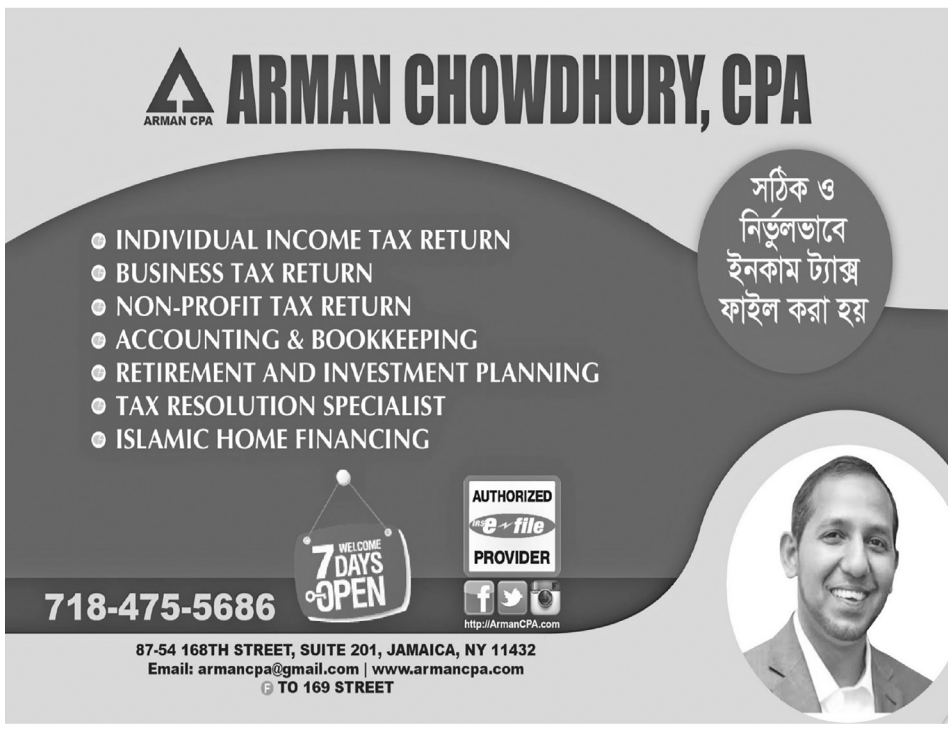

# ডেমোক্র্যাটিক দলের বার্ষিক কনভেনশন

## আটলান্টিক কাউন্টি

**সুব্রত চৌধুরী**

আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের ৫০তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২ মার্চ) দুপুরে এগ হারবার শহরের রিনাল্ট ওয়াইনারির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন শেষে ডেমোক্র্যাটিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের কর্মকর্তাদের কনভেনশনে উপস্থিত সুধীজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইকেল সুলেমান কনভেনশনে আগত ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের স্বাগত ও অভিনন্দন জানান এবং দলের অগ্রযাত্রা ও কমিউনিটি সেবায় প্রশংসনীয় অবদান রাখায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে পুরস্কৃত করেন। কনভেনশনে আগামী দশ জুন অনুষ্ঠিতব্য নিউ জার্সির প্রাইমারি নির্বাচনে গভর্নর পদসহ অন্যান্য পদে দলীয় পদপ্রার্থীরা বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনে দক্ষিন এশীয় আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক নেতা জহিরুল ইসলাম বাবুল, আব্দুর রফিক, সোহেল আহমদ, সুব্রত চৌধুরী, হাবিব রেহমান, ইশরাত জাহান, লাকি চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, আটলান্টিক সিটির কাউন্সিল সভাপতি অ্যারন রেনডলফ, কাউন্সিল সহ সভাপতি কলিম শাহবাজ, কাউন্সিলওম্যান এট লার্জ স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক সিটি স্কুল জেলার সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ মিসেস লা কোয়েটা স্মল, আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক দলের সহসভাপতি জেফ ডরসি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইকেল সুলেমান কনভেনশন সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

# ফেডারেল চাকরি হারানো কর্মীদের নিয়োগ দিচ্ছে স্টেট গভর্নররা

**এইচ বি রিতা**

ফেডারেল সরকার কর্মী ছাঁটাইয়ের পর, বিভিন্ন স্টেটের গভর্নররা তাদের রাজ্যের সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে ফেডারেল চাকরি হারানো কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাট গভর্নররা এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, চাকরি হারানো কর্মীদের দ্রুত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ফেডারেল সরকার যদি বলে 'তুমি বরখাস্ত,' তবে নিউইয়র্ক তখন বলে 'তোমাকে নিয়োগ দিচ্ছি। তিনি 'ইউ আর হায়ার্ড' নামে একটি নিয়োগ উদ্যোগ চালু করেছেন। যেখানে ফেডারেল কর্মীরা আবেদন করতে পারবেন।

পাশাপাশি, হাওয়াইয়ের গভর্নর জোশ গ্রিনও ফেডারেল কর্মীদের জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। যাতে তারা ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের চাকরির জন্য শর্তসাপেক্ষে নিয়োগপত্র পেতে পারেন। ভার্জিনিয়ার গভর্নর গ্লেন ইয়াংকিন ডিওজিইর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং চাকরি হারানো কর্মীদের জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার শূন্যপদের তথ্য প্রচারের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন।

মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুরও চাকরি হারানো ফেডারেল কর্মীদের সহায়তার জন্য 'মেরিল্যান্ড পাবলিক সারভেন্টস রিসোর্স ওয়েবসাইট' চালু করেছেন। যেখানে বেকারত্ব ভাতা, চাকরি, স্বাস্থ্যবিমা, এবং আইনি সহায়তার তথ্য পাওয়া যাবে। নিউ মেক্সিকোর গভর্নর মিশেল লুহান গ্রিশ্যামও একটি সহায়তা ওয়েবসাইট চালু করেছেন। যেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে চাকরির তালিকা, ক্যারিয়ার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া, ইলিনয় গভর্নর জেবি প্রিটজকারও চাকরি হারানো কর্মীদের সহায়তার জন্য তাদের আইনগত অধিকার এবং আর্থিক সহায়তার বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করছেন।

স্টেট গভর্নররা এভাবে চাকরি হারানো কর্মীদের জন্য সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবিকা পুনর্স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
- Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

# আমজনতার জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্র সংস্কার

**মু. আবদুল হাকিম**

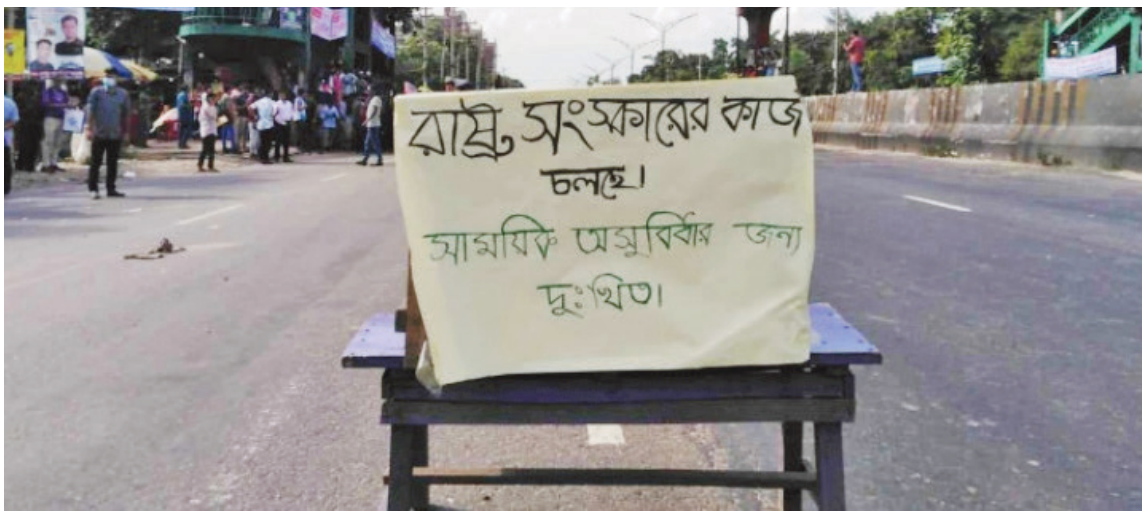


বাংলা ভাষায় আমজনতাকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার জন্য আদার ব্যাপারী বা মফিজ বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করা হয়। অর্থাৎ বিগত ৫৩ বছরে জনগণের নাম করে জনগণকে রাজনীতি বা রাষ্ট্র থেকে কৌশলে মাইনাস করা হয়েছে। দেশ, জাতি ও সমাজ নিয়ে ভাবা আদার ব্যাপারীদের জন্য জন্ম থেকেই বারণ। না ভাবলে আদার ব্যাপারীর দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ এবং স্বজাতিবোধ আসবে কীভাবে? না ভাবলে দেশের জন্য ভালো নীতি সিদ্ধান্তগুলো আসবে কোথা থেকে? ৫৩ বছর ধরে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলোর সমাধান শেষ পর্যায়ে গিয়ে কোথায় আটকে যায়? কেন আটকে যায়? নেতা আর পীরের হাওলায় সব ছেড়ে দিলে দেশ চলবে ক্যামনে? আদার ব্যাপারী জানে না এবং তাকে জানতে দেয়া হয় না যে রাষ্ট্র নামক জাহাজটির প্রকৃত মালিক সে। ৫৩ বছর ধরে আদার ব্যাপারীদের জাহাজের কোনো খবর জানতে দেয়া হয় না। নীতি নির্ধারণে অংশ নেয়াতো অনেক দূরের কথা। জানতে চাইলে বলা হয় তুমি আদার ব্যাপারী তোমার জাহাজের খবর নেয়ার দরকার কি। বর্তমান প্রবন্ধটি আদার ব্যাপারী সংক্রান্ত একটি আম বয়ান মাত্র।

স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থের জাহাজ কোন বন্দর থেকে কোথায় যায় তার বিস্তারিত গতিবিধি আদার ব্যাপারীদের প্রতিনিয়ত জানতে হবে। ব্যাংক লোপাট, শেয়ার মার্কেট লোপাট, উন্নয়ন বাজেট লোপাট এবং অর্থনীতি সাবাড় করে দেয়া হয়। হাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হ্যারিকেন অথচ আদার ব্যাপারীদের কাছে এসবের কোনো খবর নেই। কাজেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যে এসব অপকর্মের অফুরন্ত উৎস তা আদার ব্যাপারীদের মাথায় ঢুকে না। নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার, মনোনয়ন বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, গ্রেন্ডার বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদির অফুরন্ত উৎস যে সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ তা আদার ব্যাপারীদের মাথায় কোনো দিন ঢুকে না। ব্যাংক এবং শেয়ার মার্কেটে আদার ব্যাপারীর কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। দেশে গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্র নেই অথচ আদার ব্যাপারীর হাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চেরাগ। মেগা চেতনা প্রকল্প দিয়ে ধোলাই করা হয়েছে আদার ব্যাপারীর আস্ত মগজ। চেতনার ট্যাবলেটে আদার ব্যাপারী বেহুঁশ। তার শরীরে কাপড় নেই। পেটে ভাত নেই। লোপাট রাষ্ট্রের কিছুই আদার ব্যাপারীর লেন্সে আসে না।

গুম, খুন, আয়নাঘর, গণহত্যা, টাকা পাচার ইত্যাদি কিছুই আদার ব্যাপারীর রাডারে আসে না। এই হ্যারিকেন বা চেরাগ দিয়ে পাকিস্তান এবং রাজাকার আলবদর ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও মাইর খাবার ভয়ে কোনো দলের কর্মী তালিকায় আদার ব্যাপারীর নাম নেই। কেউ আন্দোলনে ডাকলেও আয়নাঘরের আজাব ও গুমের ভয়ে কোথাও যায় না আদার ব্যাপারী। আদার ব্যাপারীর মুখে তালা ঝুলে। মাথাটা বাতাসেও নড়ে না। অথচ আদার ব্যাপারীর দৈর্ঘ প্রস্থ বাড়ে না। দেশ-বিদেশে প্রচুর পড়াশোনা করলেও স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থের জাহাজগুলো আদার ব্যাপারীদের চোখে পড়ে না। এভাবে লোপাট হয়ে যায় বাংলাদেশ। আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খবর নিজ গরজে জেনে নিতে চায় না। আবার গণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমের কোনোটাই আদার ব্যাপারীদের নয়। অনেকগুলো পেপার পড়েও আদার ব্যাপারী দেশের কোনো আসল খবর পায় না। যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই দৈনিক ঘাপলা, দৈনিক তুফান, দৈনিক তেলেসমাতি, দৈনিক চমক, দৈনিক হরিলুট, দৈনিক ধামাচাপা, দৈনিক তোলপাড়, দৈনিক তালকানা, দৈনিক চেতনা, দৈনিক গ্যাঞ্জাম ইত্যাদি।

গণমাধ্যমের খবরে আদার ব্যাপারী তালকানা। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ শুধু এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে প্রয়োগ করা যাবে। তাহলে প্রজাতন্ত্রের মালিক কে? এ বিষয়ে সংবিধান কবির মতো নীরব। সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অথচ এই আইনটি দেশে বলবৎ করার জন্য নেই কোনো সাংবিধানিক আদালত বা মানবাধিকার আদালত। তাহলে আদার ব্যাপারী অধিকার আদায়ের জন্য যাবে কোথায়? এমতাবস্থায় জনমনে এ প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক যে তাহলে সার্বভৌম কে জনগণ না সংবিধান। এই প্রশ্নের উত্তর দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রথম অনুচ্ছেদে দেয়া আছে এভাবে যে এই প্রজাতন্ত্রের নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। অর্থাৎ এটি জনগণের তথা আদার ব্যাপারীদের প্রজাতন্ত্র। অন্য কারও নয়। তবে এই ক্ষমতা সংবিধানের আওতা বা কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। এই তবে, কিন্তু এবং যদি দিয়ে আদার ব্যাপারীকে আদার ব্যাপারী এবং বনসাই বানিয়ে রাখা হয়েছে। আদার ব্যাপারী তো আর সংবিধান বিশেষজ্ঞ নয়। কাজেই সাংবিধানিক আইনের মারপ্যাঁচ বুঝবার মতো ক্ষমতা তার নেই। বাহাত্তরের সংবিধানের ধাতুগত দুর্বলতা হলো তাতে প্রধানমন্ত্রী এবং বিচার বিভাগের কোনো জবাবদিহিতা নেই। রাজনীতির সাংবিধানিক ঈশ্বর প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারের সাংবিধানিক ঈশ্বর প্রধান বিচারপতি। এরা যখন সাংবিধানিক ঈশ্বর হিসেবে জনগণের বুকের ওপর গুলি চালাতে বলবে তখন সেনা প্রধান বা পুলিশ প্রধান কি তাদের কথা না শুনে নিজের বুকে এসএসএফের গুলি খাবে?

রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা নেই। অথচ তারও জবাবদিহিতা আছে। সংসদ তাকে ইম্পিচ করতে পারে। অথচ সংসদ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের জন্য অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারে না। বুদ্ধিজীবীরা বলেন এটা করলে নাকি সরকারের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করবেন? দলের ভেতর গণতন্ত্র চর্চার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নৈতিকতা ও বৈধতা না থাকলে ডাকাত দল বা সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কোনো পার্থক্য থাকে না। রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য অবশ্যই নীতি ও আইন লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর কেউ সমালোচনা করলে তাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বেডরুম ছেড়ে আয়না ঘরে যেতে হবে না। আপনি আইনবিদ হলেও বিচারপতিদের রায়ের সমালোচনা করতে পারবেন না। সমালোচনা করলে আপনাকে আদালত অবমাননার দায়ে জেল খাটতে হবে। কেন আপনি বার বার আয়না ঘরে যাবেন? কেন আপনি বার বার জেল খাটবেন? কেন আপনি বার বার শহিদ হবেন? কেন আপনাকে বার বার রাস্তায় নামার জন্য ডাকা হবে? আপনি তো আদার ব্যাপারী? আপনি তো আর প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতি হবেন না। আপনি সচিব বা সেনাপ্রধান বা পুলিশ প্রধান হবেন না।

কেন আপনি বার বার রাস্তায় নামবেন এবং পুলিশের পিটন খাবেন? প্রায় দুইশ' মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য জীবন দিল। আপনি প্রধান বিচারপতি আপনার কলমের এক খোঁচায় রায় দিয়ে তা বাতিল করে একজন ব্যক্তিকে বিনা ভোটে ১০ বছর ক্ষমতায় রাখলেন। অথচ ভয়ে আপিল বিভাগ তাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে পারেনি। তিনি গোটা দেশকে ভয়ভীতি দেখালেন অথচ তাকে কারও ভয়ভীতি দেখানোর হিম্মত হয়নি। তাহলে এই ১০ বছরে ব্যাংক লোপাট, শেয়ার মার্কেট লোপাট, উন্নয়ন বাজেট লোপাট, গুম, খুন, গণহত্যা, ছাত্রহত্যা ইত্যাদির দায়িত্ব কে নেবে? সিভিল সোসাইটিকে আপনি বলছেন অনির্বাচিত? অথচ এই অনির্বাচিত সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন আপনি সুষ্ঠু করতে পারছেন না। আবার তাদের আপনি সরকারে এক মিনিট সহ্য করতে পারছেন না। বমি করছেন। রাজনৈতিক দলগুলোই তো ৫২ বছর দেশ পরিচালনা করল। এত দিন দেশ চালিয়ে কেন তারা দেশ বা রাষ্ট্র সংস্কার করেনি। এর কোনো জবাব নেই। কে শুনবে আদার ব্যাপারীর বোবা কান্না। অফিস আদালতে ঝুলে যায় আদার ব্যাপারীর ভাগ্য। অফিস আদালতে ঘুরতে ফিরতে তার জিন্দেগি ফুরিয়ে যায়। হ্রস্ব ই এবং ঈ শিখতে তার দম শেষ। ক্লিনিকে ক্লিনিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তার বাজেট ফুরিয়ে যায় এবং পকেট খালি হয়ে যায়। হাসপাতাল, থানা, অফিস বা আদালতের কোথাও সে ভালো ব্যবহার পায় না।

অপরাজনীতি বা নোংরা রাজনীতি বা নষ্ট রাজনীতিকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনি দেশে ভালো কিছুই আশা করতে পারেন না। আর এটা নষ্ট হচ্ছে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির জন্য। রাজনীতি থেকে এগুলো সরাতে না পারলে ভালো লোক কোনো দিন রাজনীতিতে ঢুকতে পারবে না। অপরাজনীতিকে যদি আপনি টিকিয়ে রাখতে চান তাহলে তার পাশাপাশি অপশাসন, অপবিচার, অপআইন, অপজ্ঞান এবং অপতথ্যের চক্রকেও আপনার মেনে নিতে হবে। আপনি অনেক বড় বুদ্ধিজীবী অথচ এই সহজ হিসাবটা কেন বুঝতে পারছেন না? নষ্ট রাজনীতি তার নিজের নষ্টামি কোনোদিন সংস্কার করবে না। কেননা এখান থেকে তার বহুৎ কামাই হয়। এই কামাই এর রাস্তা বন্ধ হলে বদ লোক আর কোনোদিন রাজনীতি করবে না। ফলে শূন্যস্থানটা পূরণ হবে আদার ব্যাপারীদের মতো ভালো লোক দিয়ে। এই চক্রের বাইরে অবস্থানরত সিভিল সোসাইটি ছাড়া আর কারও পক্ষে সংবিধান সংস্কার করে বদ রাজনীতি সংস্কার করা সম্ভব নয়। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির চাপে ক্ষমতাসীন সরকার সেটা অনুমোদনে অসম্মত নাও হতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

# স্মৃতিতে সোনালী দিনগুলো

**মাহবুবুর রহমান**

আমার দিন কাটে ঘুমিয়ে, টিভি দেখে, কখনো পারিবারিক আড্ডায়। এন্ড্রয়েড ফোনটি সর্বক্ষণের সঙ্গী। এটাই আমার কাগজ-কলম, আমার টিভি-পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ ও লেখালেখি। একের ভেতর ত্রিশ বা চল্লিশ সুবিধা। মাথায় দু'বার অস্ত্রোপচার এবং সাড়ে চার মাস নার্সিং হোমে থাকার পর আমার নতুন জীবন। মাঝে মাঝে স্মৃতির সাগরে ডুবে যাই। পঞ্চাশের শেষ এবং ষাট-সত্তরের কৈশোর তারুণ্যের দিনগুলো মনে পড়ে। ফিরে আসে আবারো সেই মোগলাবাজার।

রেবতী রমণ হাইস্কুলে আমার ক্লাসমেট মাহবুব চৌধুরী, থাকে নিউইয়র্কে। জ্যাকসন হাইটসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। অসুস্থতার পর তাঁর সাথে যোগাযোগ কমে যায়। এখন একেবারেই নেই। কেমন আছে জানার খুব ইচ্ছা। মাহবুবের বাড়ী তুড়ুকখলায়। দাউদপুর ইউনিয়নে। তুড়ুকখলার মকরম ভাই থাকেন মিশিগানে। তিনিই আমাকে খুঁজে বের করেছেন। আগে ফোনে আলাপ হতো। এখন আর হয় না। রেবতী রমণে তিনি ছিলেন আমাদের সিনিয়র। স্কুলের ক্যাপ্টেন। ফেঞ্চুগঞ্জের মানিকোনার আব্দুল হামিদ থাকেন ম্যানহাটানে। বাংলা পত্রিকায় প্রায়ই আসতেন। মানিকোনার আরো কয়েকজন রেবতী রমণের ছাত্র ছিলেন। তারা জায়গীর থাকতেন। এর মধ্যে আমার ক্লাসমেট মজনু (মজনুর রহমান) থাকতো মান্দাবাজে (মাহমুদাবাদে)। পরবর্তী জীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়ে। দুঃখের বিষয়, অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

২০২০ সালের মার্চে ফোন পেয়ে ঢাকার গুলশানে আতিকের বাসায় আসে আশরাফ (মুকুল আশরাফ)। দীর্ঘ ৩২ বছর পর দেখা। হাইস্কুল জীবনে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। রাজনীতি, লেখালেখি শুরু এক সাথে। কত শত স্মৃতি। সেবার বাংলাদেশ সফরের প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ। মহামারী করোনা সব আটকে দেয়। আতিকের গুলশানের বাসায় ৫ মাস কাটানোর পর ফের নিউইয়র্ক। আশরাফের নিজস্ব বাসা মোহাম্মদপুরে। পরিবেশ বিষয়ক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। চেহারায় বয়সের ছাপ নেই। সে তুলনায় আমি বুড়িয়ে গেছি। সে কথা বলতেই স্বভাবসুলভ হাসিতে মুগ্ধতা ছড়ায়। আমাদের গল্প ফুরায় না। কথা ছিল তাঁর বাসায় পরবর্তী আড্ডা হবে। করোনায় তা আর হয়নি।

মোগলাবাজারের সরিষপুর-বারীগ্রামের রেজওয়ান আহমদ ষাটের দশকে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। আশরাফের উদ্যোগে আমাদের যোগাযোগ ঘটে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে। আমরা

> আমি ও আশরাফ মাঝেমধ্যে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার শলা-পরামর্শ করতাম। আমাদের যাওয়া হয়নি নানা কারণে।

মোগলাবাজারে সংগঠনের শাখা খুলি। দু'বার সারদা হলে জেলা সম্মেলনে অংশ নিই। শহীদুল্লাহ কায়সার, মনোরমা মাসীমা প্রমুখ সম্মেলনকে আলোকিত করেন।

রেবতী রমণে আমাদের শিক্ষক ষোড়শী মোহন ভট্টাচার্য উঁচু স্তরের বামপন্থী কমরেড ছিলেন। এ তথ্য আমরা অনেক পরে জেনেছি। স্কুলে কখনো রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতেন না। তবে পাঠ্যসূচীর বাইরে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। তিনি উদার মানবিক ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। আমরা আলোকিত হয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে। মনে আছে, একবার কোন এক লেখকের বই নিষিদ্ধের দাবিতে অথবা প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ করছিলাম। স্যার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বইটি পড়েছো? বললাম, না। স্যার বললেন, আগে পড়া উচিত ছিল। অন্যের কথায় নয়, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হবে।' স্যারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবু আমার ক্লাসমেট। কনিষ্ঠ পুত্র মনি (সুকান্তি ভট্টাচার্য মনি) সিলেটে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত। ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ আছে। মনি'র শিশুকাল মনে করার চেষ্টা করি। তার অগ্রজ সন্টুর (স্নেহাংশু ভট্টাচার্য) কথা মনে আছে। যুগভেরীতে মাঝেমধ্যে যেত। মনি'র মায়াবী ডাগর ডাগর চোখের কথা মনে পড়ে। সে চোখে তাকিয়ে থাকতো আমার পানে।

আমার চাচাতো ভাই মতিউর রহমান (আফতাব) একজন মুক্তিযোদ্ধা। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে চাকুরীকালে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মোগলাবাজার রেল স্টেশনের একমাত্র চায়ের দোকানের মালিক ছিলেন তিনি। সে দোকানে আমার সময় কেটেছে নানাভাবে, সে গল্প অন্য একদিন করব। হরিষপুর-বারীগ্রামের আমার ক্লাসমেট লিয়াকত আলী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতার পর সে বিডিআরে যোগদান করে।

আমি ও আশরাফ মাঝেমধ্যে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার শলা-পরামর্শ করতাম। আমাদের যাওয়া হয়নি নানা কারণে।

আমার চাচাতে ভাই মুহিবুর রহমান (বাবু) একাত্তরের এপ্রিলে সিলেট-মোগলাবাজারের মধ্যবর্তী পারাইরচক লালমাটিয়ায় পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের গোলাবর্ষণে নিহত হন। একই সময় খালেরমুখ বাজারের গাজীপাড়ার এক বিলাত প্রবাসীও নিহত হন। তাঁরা বাসে করে সিলেট থেকে মোগলাবাজার ফিরছিলেন। পাকিস্তানি বিমান তাঁদের বাসকে তাড়া করে। বাসের সব যাত্রী নেমে পাশের পাকা ব্রীজের নীচে আশ্রয় নেন। বাবু ভাই ও বিলাত প্রবাসী, তাঁরা দু'জন আশ্রয় নেন বাসের নীচে। যুদ্ধ বিমান গোলাবর্ষণ করে বাসের উপর। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

একাত্তরের ডিসেম্বরে মোগলাবাজার রেল স্টেশন ও আশপাশে হাজারো ভারতীয় সৈনিকের অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। অনেক অফিসার আমাদের টঙ্গীঘরে বসে সময় কাটাতেন। বাড়ীর পুকুরটি বেশ বড়। অনেক মাছ। একদিন সৈনিকরা বোমা বা বিস্ফোরক ফেলে মাছ শিকার করে। বড়গুলো তারা নিয়ে যায়। ছোট মাছ ভেসে উঠে সারা পুকুর সাদা হয়ে যায়। এতো মাছ কে খাবে? গ্রামবাসী কিছু নিলেও বাকীগুলো ফেলে দিতে হয়।

এখন যেখানে বজলুর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সৈয়দা হাসিনা খাতুন গার্লস হাইস্কুল, তার সামনের রেল স্টেশন সংলগ্ন খোলা মাঠে ভারতীয় মিলিটারী কমান্ডাররা হেলিকপ্টারে করে আসতেন, ক্যাম্প পরিদর্শনের পর ফিরে যেতেন। রেলের পুকুরের দক্ষিণের মাঠে যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের শেষকৃত্য (দাহ) সম্পন্ন করা হতো। এ জন্য প্রচুর জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হতো আমাদের গ্রাম থেকে, গাছ কেটে।

১৯৭৩ সালের জুনে যুগভেরীতে যোগদানের আগ পর্যন্ত মোগলাবাজারের জীবনে জড়িয়ে ছিলাম ঘনিষ্ঠভাবে। আমাদের আড্ডায় নিয়মিত অনিয়মিত অনেকেই আসতেন। নানা পেশা, নানা মতের বন্ধুরা এক ছাতার নীচে। মত বিনিময়, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, খেলাধুলায় সময় কাটতো। কোন মারামারি হানাহানির কল্পনাও কেউ করতো না। সামাজিক অনেক কর্মকান্ডেও জড়িত ছিলাম। বেশীর ভাগ সময় মিলিত হতাম বাজারেই। আড্ডায় যারা থাকতেন তাদের মধ্যে ছিলেন আমার ফুফাত ভাই জাহানপুরের সিরাজুল ইসলাম (ইরশাদ), মাহমুদাবাদের মুকুল আশরাফ, আব্দুল মুকিত, হরগৌরির মুহিবুল হক (তুলা), আতাউর রহমান (টুনু), বাবুল মিয়া, রাঘবপুরের তোয়াহিদ, কান্দেবপুরের আব্দুল মান্নান, বাউরাগের আব্দুল বাসিত, চুনু মিয়া, মির্জাপুরের নামর আলী, ছত্তিঘরের ফখরুল ইসলাম পংকী, সিরাজ, নেগালের মনির আহমদ, তুড়ুকখলার আব্দুল মতিন ও অন্যান্য।

আমি জানি না, এখন কে কেমন আছেন। জানার খুব ইচ্ছা হয়। পাঁচ বা ছয় দশক আগের স্মৃতি। মাথায় দু'বার অস্ত্রোপচারের পরও স্মৃতিটুকু যে বেঁচে আছে, সে জন্য আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া।

লেখক: নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক।

# সেনাপ্রধানের বক্তব্য: বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা

**ওয়াহিদুজ্জামান বকুল**

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে। সরকার পরিবর্তনের পর দেশ এক নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল স্থিতিশীলতা, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক বিভেদ, সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির ফলে দেশ একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের বক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অস্থিরতা ও বিভাজন দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পারে।

তাঁর বক্তব্যে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সেনাবাহিনী কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর অতীত ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন, তবে অপরাধের জন্য শাস্তির কথা বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন যেন এসব সংস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। সেনাপ্রধানের এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে, যার মধ্যে রয়েছে গুম, খুন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর অপব্যবহার। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং নেতৃত্বের সংকটে ভুগছে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত, যা সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের প্রাথমিক আস্থা অনেক বেশি থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সেই আস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। ডাকাতি, ছিনতাই, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং নানা ধরনের অপরাধ বেড়ে চলেছে, যা জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের আহ্বান বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এমন পরিস্থিতিতে যারা অকারণে আশঙ্কা করছেন, বড় বড় কথা বলছেন, কিংবা টক শোতে নিজেদের 'চিন্তক' হিসেবে জাহির করছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ—ধৈর্য ধরুন, অপেক্ষা করুন, নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশকে বড় মনে করুন। নিজেদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বানানোর প্রচেষ্টার বদলে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করুন।

দেশটাকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা সিরিয়ার মতো করে ফেলার সুযোগ তৈরি করবেন না, অনুগ্রহ করে। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়, বিশৃঙ্খলা নয়। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে একটি পেশাদার ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর থেকে তারা সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেনি। সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক বক্তব্যও সেই ধারাবাহিকতাকেই নির্দেশ করে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, তাদের কোনো ভিন্ন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নেই। বরং তিনি একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দেশের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন সব পক্ষের দায়িত্বশীল ভূমিকা। কাদা ছোড়াছুড়ি, সহিংসতা, দলীয় সংকীর্ণতা—এসব থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই বক্তব্য দেশকে একটি ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে পারে, যদি রাজনৈতিক দলগুলো সেটিকে গুরুত্ব সহকারে নেয়। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের বক্তব্য বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সামরিক বাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থানকে স্পষ্ট করার পাশাপাশি জাতীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো যদি তার আহ্বানকে গুরুত্ব না দেয় এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে লিপ্ত থাকে, তাহলে দেশ আরও গভীর সংকটে নিপতিত হতে পারে। এখন সময় এসেছে বিভেদ ভুলে, অস্থিরতা দূর করে একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলার।

> তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের প্রাথমিক আস্থা অনেক বেশি থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সেই আস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

৪ আগস্ট যদি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান নির্লিপ্ত থাকতেন, তাহলে দেশের পরিস্থিতি কোথায় গড়াত তা কল্পনাও করা কঠিন। সংকটময় মুহূর্তে তার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ অবস্থান দেশকে একটি বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। এমন স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী বক্তব্য বহুদিন শোনা যায়নি। এজন্য তাকে স্যালুট জানাতেই হয়।

# অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

# Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেতে পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম,
কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

## Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

## বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

## সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
## SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال HALAL
FREE WiFi

# দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

## Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

# LIBERTY BROKERAGE

## GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

### Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

ISP

Proudly Announces
Happy Ramadan Cum
Eid Sale

Eid Sale
MARCH 6th
to
Eid

Starting
from
Thursday
March 6th
2025
till Eid

Prices have been
Slashed
Upto 40%

on entire stock of

- All varieties of pure silk saris
- All wool Kashmiri Shawls & Jackets
- French Chiffons Plain, Printed & Fancy
- French Chantilley Lace
- Crepe and Art Silk Saris and Salwar Khameez Sets
- Lenghas & Dupttas
- Ladies Kurtis.
- Man's and Boy's Kurta Pajama Sets (Punjabi) All kinds
- 2 Carat Jewellery & Perfumes

ISP INDIA SARI PALACE
SINCE 1971
37-07, 74th Street, Jackson Heights, Queens New York, NY 11372, Tel: (718) 426-2700
প্রতিদিন সকাল ১০:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ খোলা থাকে।
E-mail: ispny@hotmail.com
**Chicago:** 2534 West Devon Avenue, Chicago, IL 60659. Ph: (773) 338-2127

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

## তোমার বাড়ি যাবো ভাবি, যাওয়া হয় না

**দীপংকর গৌতম**

তোমার বাড়ি যাবো ভাবি, যাওয়া হয় না
কি এক অবস্থা জানো!
বসন্ত কাল এসে বাড়ির ইজিচেয়ার দখল করেছে
চেনারোদগুলো ভিটে ছাড়ার জন্য ফোন কল দেয়।
তোমার বাড়ি চলে যাবো ভেবে রিক্সা থেকে মুকুন্দরামের
হাটে নামতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ!
এক ডজন মেহনতী বিকেল তোমার পথের বাঁকে বসে গল্প করছে। তারা জোছনার চাঁদের অপেক্ষায়।
পূর্নচাঁদে সিগ্রেট ধরিয়ে তারা ইউক্রেন-রাশিয়া বিষয়ে আলোচনায় বসবে।
আমিতো একদম নিরাপত্তাহীন তা বললে নিরাপত্তা পরিষদ শুনবে না সে জানি
আমার পকেটে ঝোলায় তখন একডজন জোছনা- তোমাকে দেব ভেবেছিলাম
কিন্তু কতগুলি ভাঙাচোড়া ক্লান্ত বিকেল আমাকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।
আমি এখনও ফিলিস্তিন-বিশ্বাস করো ,
এখনও আমি উঠে আসতে পাছি না।

তোমার বাড়ি যাবো ভাবি, যাওয়া হয় না!

## বেহাত বিপ্লবে হাতছাড়া ভালোবাসা

**আ ই না ল হ ক**

নাক উঁচিয়ে যে মেয়েটি বলেছিল,
কোন দিন বিয়েই করবো না; সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর মেখে
সামনে দাঁড়িয়ে যখন জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন?
তখন কবির নিরব হওয়া ছাড়া আর কি'বা করার থাকে?

ফ্লাসব্যাকে গিয়ে স্মৃতির খাতা খুললে
হড়বড় করে বেরিয়ে আসে কোটি বছরের হলফনামা।
কোনোটা পাঠযোগ্য, কোনটা অশ্লীলতার চাদরে ঢাকা
অসহযোগ আন্দোলনে গড়া ভালোবাসার মহাপ্রাচীর
বেহাত বিপ্লবে হাতছাড়া হয়ে গেলে প্রকৃতি আর
ভাগ্যের দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

## আর্তনাদে মুজিত চোখ

**রিপন বর্মন**

শহরের মাথায় গামছা বেঁধে,
বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে অভিমানি রোদ্দুর...
বৃষ্টির বুকে দুর্বিষহ খরা!
তামাম আকাশে অভ্র মেঘের প্রতিবাদী শোক;
মিছিলে ব্যানার, ফেস্টুন আর পোস্টার।

কিসের এত দাবী, কিসের এত চিৎকার-চেঁচামেচি?
বর্ষার আগমন কি অনেক দেরি?

একদল কাদাজল মাখা লোকের—
দেহ পুড়ে অঙ্গার,
চোখে-মুখে ভাঙনের চিহ্ন!

এরা কারা! এসব কিসের কানাঘুষা—
এসব কি কৃষকের কান্না...?
তবে কি মাটিতে মিলিয়েছে নুনের স্থিতি?

## বৃষ্টি তুমি

**ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল**

হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো বিনা কোনো পূর্বাভাসে।
ভিজলো মাটি, ভিজলো গ্রাম, ভিজছে ফুল পাতাগুলো।
ধুয়ে মুছে যাচ্ছে জমে থাকা ধুলোবালি দূষিত কণা
নতুন ভাবে খুঁজে পাচ্ছে ঠেকে যাওয়া সৌন্দর্যতা।
জল নামছে ফুল থেকে পাতা, পাতা থেকে মাটি
চারিদিকে মুখরিত হয় শব্দ ধ্বনি, কি অপূর্ব সৃষ্টি।
ভেজা মাটির গন্ধ আসছে মাতাল হাওয়ায়
মন কেমন করে মাটির কাছে যাওয়ার!
জমেছে জল দুর্বার আগায় আলতো পায়ে সে ছুঁয়ে যায়
মনে হয় কোনো মেয়ে নূপুর পায়ে ঘাসের ওপর হেঁটে যায়।
পুকুরে জলে বৃষ্টির জল খেলা করে, হাওয়ায় ঢেউ খেলে
কতকালের অপেক্ষা, তাইতো তারা আনন্দে মেতে ওঠে।
বৃষ্টি তুমি এসো পূর্বাভাসে কিংবা বিনা কোনো সংকেতে
অপেক্ষায় থাকবো তোমারই; তুমি থাকবে মনের গহীনে।

## তুঘলক

**মিশকাত উজ্জ্বল**

মনে করি, শিকার একটি পাখির নাম
জাল মানে নদীতটে মাছের অভয়াশ্রম
নদী তবে আকাশের পাটাতনে মেঘের তালুক;
আনন্দ হতে পারে—ক্রুশবিদ্ধ যীশুর অনুভূতি।

কী শোভন পুলিশের সেবাধর্মী হাতকড়া!
রাষ্ট্র অর্থ সরকারদলীয় নর্তনকুর্দকদের রক্ষাকবচ।
গুম, খুন সকাল-সন্ধ্যা নাস্তার টেবিলে
সহজপাচ্য খাবারের মেন্যু।

ঘুষের মন্ত্রে দীক্ষিত কী বিচিত্র স্বদেশ!
'উন্নয়নশীল'তার তকমা সুচতুর এক প্রোপাগান্ডা;
যার কুশীলবগণ প্রায়ান্ধ, হাভাতে সুশীল।

## মায়াজালের নদী

**মুহাম্মদ রফিক ইসলাম**

তার চোখে দীর্ঘ মায়াজাল।
যাদুর কাঠি ছুঁয়ে দিলে বশ মেনে যায়, যে কেউ
মগ্ন থাকে সন্ন্যাসী ধ্যানে।
চোখের পাতায় ফুটায় ফুল, ঘ্রাণের ভেতর
তৃষ্ণা লুকায় নদী;
জলের সৌন্দর্য মাখিয়ে গায়
শাদা কাশবন আড়াল করে না দখিনা হাওয়া।
পলক যতদূর যায় ততদূর সে,
মায়া নিয়ে হেঁটে যায় কেউ!

## বিরহী ফাগুন

**আসাদুজ্জামান খান মুকুল**

গগনে গগনে ফাগুনের বাণী বাগানে ফুলের ডালি.
সাথীহারা মনে শূন্যতা তবু রয়ে যায় এক ফালি।

ফুলে ফুলে কতো সেজেছে ফাগুন সুর ঝংকার বাজি,
বিরহীর প্রাণ করে আনচান সখা যে এলোনা আজি!

পলাশ ফুলের রাঙ্গা আগুনে পুড়ে দুখিনীর বুক,
মৌ'বনে অলি ফুলের বিহারে বেড়ে যায় আরো দুখ!

রাখালের বাঁশি দূর মাঠে বাজে কত সুমধুর সুরে,
বিরহীর মনে বিষাদ লহরী সখা আছে বহু দূরে!

যার তরে কাঁদে সেই মথুরায় শুনেনি যে তার কথা,
বসন্ত প্রেম ঝাপটিয়ে মরে বুঝাবে সে কারে ব্যথা!

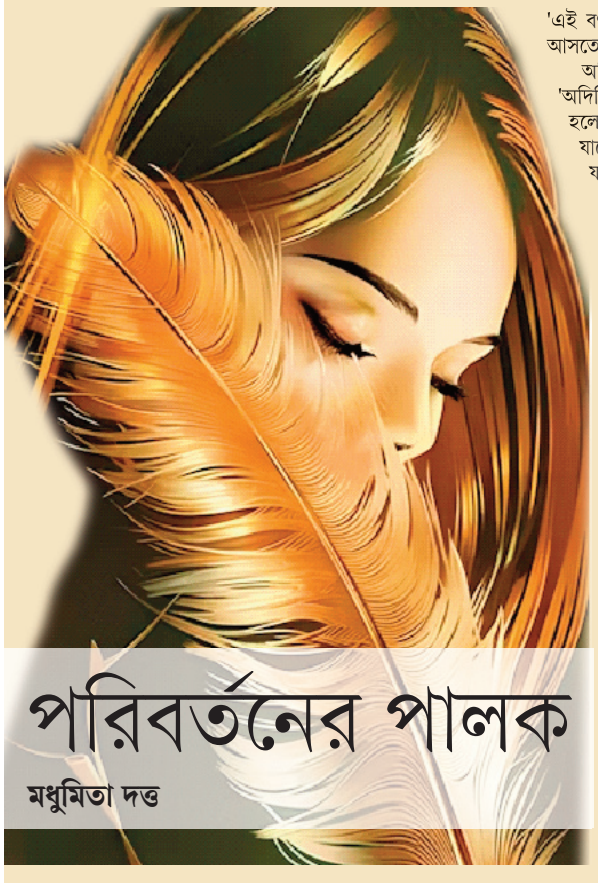

## পরিবর্তনের পালক

**মধুমিতা দত্ত**

'এই বর্ণা, পায়ের স্টেপগুলো ঠিক কর, কাল কিন্তু আমি আসতে পারবো না।'

অদিতির কথা শুনে মেয়েগুলো হেসে উঠলো। বলল, 'অদিতিদি, কাল তো তোমাকে দেখতে আসবে। পছন্দ হলে তো তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। কত দূরে তুমি চলে যাবে।' অদিতি বললো, 'দেখতে আসলে কি বিয়ে হয়ে যায়? নে নে তাড়াতাড়ি শেষ কর।'

২৬ বছরের অদিতি সেন চিত্রানগর শহরের একজন সফল ব্যবসায়ীর মেয়ে। মাষ্টার্স কমপ্লিট করেছে নাচ নিয়ে। এই শিল্পকলা ওকে যথেষ্টই প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। বর্তমানে এই শহরে একটি নাচের স্কুল খুলেছে। বেশ ভালোই চলছে। এদিকে ওর মা কমলিকাদেবী মেয়ের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন।তাই আগামীকাল এই পাত্র দেখার প্রস্তুতি। পাত্র অয়ন রায় সুদূর মরুশিখা শহরের একজন প্রাচীন রত্ন গবেষক। সেন পরিবারের উঠোনে চলছে নানান আয়োজন।এলোমেলো গল্প, হাসি, আর পাত্রপক্ষের মিষ্টি খাওয়ার মাঝে অদিতি রান্নাঘরের দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অজস্র প্রশ্ন—এই ছেলেটি কেমন? আমাকে কি সে বোঝার চেষ্টা করবে? আমার স্বপ্নগুলো কি তার কাছে মূল্য পাবে?

অবশেষে অদিতি এলো পাত্রপক্ষের সামনে।পাত্রপক্ষের মৃদু প্রশ্ন-'অদিতি, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলো।'

অদিতি মুখ তুলে জবাব দেয়, 'আমি নাচ নিয়েই থাকতে চাই।' তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'আমি জানি না এই বিয়েতে কী হবে। কিন্তু আমি চাই এমন একজন জীবনসঙ্গী যে আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দেবে।'

অয়ন মুগ্ধ হয় তার স্পষ্টবাদিতায়। বলে, 'আমারও একই চিন্তা। আমি চাই একজন সঙ্গী, যার স্বপ্নের জন্য আমি সেতু হতে পারি, বাঁধা নয়।'

কিছুদিন পর, এক শুভলগ্নে অয়ন ও অদিতির চার হাত এক হয়ে গেলো। তারপর নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে অয়ন ফিরে গেলো সুদূর মরুশিখা শহরে -মরুভূমি অঞ্চলে।

এখানে আসার পর প্রথম কিছুদিন অয়ন-অদিতির জীবন খুব সুন্দরভাবেই কাটছিলো।মরুভূমি অঞ্চলের এই শহরটিতে সোনালি বালির ঢেউ সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিনভর অগণিত বালি কণিকা বাতাসের সাথে নেচে বেড়ায়, যেন এক অনন্ত নৃত্যের মঞ্চ। শহরের চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বালির সাগর, যার প্রতিটি দিকেই শুধু শূন্যতা আর নীরবতার সুর। কিন্তু এই নিঃশব্দতার মাঝেই লুকিয়ে আছে প্রকৃতির নিজস্ব এক গতিময়তা। যখন বাতাসের হালকা ঝাপটা এসে মুখে লাগে, অদিতির মনে হয় এই শূন্যতার মধ্যেই প্রকৃতি তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ দিয়ে তাকে শান্ত করছে। কোনো দিক নেই, কোনো গন্তব্য নেই, শুধু এক অন্তহীন পথ।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অদিতি এই ধূসর মরুভূমি,তার আদিবাসী-সব কিছুতেই হাঁপিয়ে উঠলো। যে নাচ ছিল তার প্রাণের একান্ত আপন , সেটাও তার অসহ্য হতে লাগলো। তার মনে হলো, এই নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি শুকনো কাঁটা গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েও বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রতিটি শাখা, প্রতিটি কাঁটা যেন কোনো ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাতাসের ঝাপটায় যখন সেই শুষ্ক ডালপালা দুলে ওঠে, তখন মনে হয় মরুভূমি তার নিজের বুকে সঞ্চিত কান্না প্রকাশ রাতের আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মেলা সত্ত্বেও, এই শহর এক গভীর শূন্যতায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে উটের ঘণ্টা বা বাতাসের একঘেয়ে হু হু শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙে, তবে তা যেন আরো গভীর করে এই একাকিত্ব। রাতে চাঁদের আলো বালির ঢেউয়ের ওপর সরে সরে যায়, কিন্তু সেই আলোর নিচে শহরটি যেন এক মৃতপ্রায় নিস্তব্ধতা ধারণ করে।তাছাড়া যেহেতু সে শহরে বেড়ে উঠেছিল, তাই মরুভূমি তার কাছে প্রত্যন্ত, গেয়ো এবং নিরানন্দ লাগছিল।

অয়ন যতক্ষণ ঘরে থাকতো স্ত্রীকে নানাভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতো। বলতো, 'তুমি আবার সব শুরু করো, তারপর ধীরে ধীরে এখানে তোমার নাচের স্কুল খুলে দেব। ছোট হলেও এটা তো একটা শহর,দেখবে সময়ের সাথে সাথে তুমি নিজেকে ঠিক সবকিছুর সাথে যুক্ত করে নিতে পারবে।'

মা বাবার সাথে যখনি কথা হতো, অদিতি বলতো, 'আমি হাঁপিয়ে গেছি, আর ভালো লাগছে না।'

তাঁরা নানাভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। এর মধ্যে একদিন অয়ন কাজের প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্য বাইরে চলে গেল। তখন সে তার মাকে একটা মেসেজ পাঠালো;

'আর কথা বলবো না তোমাদের সাথে, এখানে এই অদ্ভুত প্রকৃতি, মানুষ আর তাদের সংস্কৃতির সাথে চলতে পারছি না। তাই আমি বাড়ি ফিরে আসছি।'

মেসেজ পাঠিয়ে অদিতি যাবার প্রস্তুতি শুরু করলো। কিছুক্ষন পর দেখলো ওর মায়ের একটা মেসেজ এসেছে। তাতে লেখা আছে -

'দুই জন লোক কারাগারের ফটক দিয়ে বাহিরে তাকাল
একজন দেখতে পেল কাদা আর অন্যজন আকাশের তারা।'

এই কয়েকটা শব্দেই তার অন্তরদৃষ্টি খুলে গেল। এবার সে আর পরিবেশকে নয় বরং নিজেকে বদলিয়ে ফেললো। আদিবাসী প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ শুরু করলো। অল্প সময়েই তার কাছে ঐ জায়গা মনে হল এক নতুন জগৎ- এক নতুন আনন্দলোক। অদিতির মনে হলো, মরুভূমির নীরবতায় কান্নার ধ্বনি, প্রকৃতির শূন্যতায় মানব মনের গভীর অনুভূতির এক প্রতীকী চিত্র। এটি নিঃসঙ্গতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ। মরুভূমির এই শহরে জীবনের সঙ্গী কেবল বালির ঝড়, খেজুর গাছের হেলানো ছায়া, দূর থেকে ভেসে আসা কাব্যিক এক নির্জনতা নয় ; প্রতিটি দিনের মতোই এখানে রাতও যেন বলে, 'তুমি একা হলেও, এই একাকিত্বেই তোমার অস্তিত্বের সৌন্দর্য।'

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

# হোম কেয়ার

## HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
**প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন**
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
**সম্পূর্ণ ফ্রি**

## সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

**CALL: (718) 775-7852**

**SHAH NAWAZ** MBA
President & CEO
**Cell: 646-591-8396**

Email: info@goldenagehomecare.com

| Jackson Hts Office | Bronx Office | Yonkers Office | Jamaica Ave. Office |
|---|---|---|---|
| 71-24 35th Avenue | 831 Burke Avenue | 558 E Kimball Ave | 180-15 Jamaica Ave |
| Jackson Hts, NY 11372 | Bronx, NY 10467 | Yonkers, NY 10704 | Jamaica, NY 11432 |
| Ph: 718-775-7852 | Ph: 347-449-5983 | Ph: 718-844-4092 | Ph: 718-785-6883 |
| Fax: 917-396-4115 | Fax: 347-275-9834 | Fax: 917-396-4115 | Fax: 917-396-4115 |

www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
# PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্রে সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

# M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry

CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99

SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

# প্রথম আলো

Prothom Alo North America
6 March 2025, Thursday, Issue 416

বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ ২০২৫, ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ৬ রমজান ১৪৪৬

গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে এবং জ্যাকসন হাইটসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ডে প্যারেড। ২ মার্চ বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়।

## এপ্রিলে গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশ হ্যারিটেজ ডে

### জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ ডে প্যারেড

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে দুটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে এবং জ্যাকসন হাইটসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ডে প্যারেড।

গত ২ মার্চ (রোববার) বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে কার্যকরী কমিটির মাসিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আলী। সভায় সিনিয়র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

## বোর্ডের সিদ্ধান্তবিহীন ঘোষণায় উত্তেজিত হন ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান আজিজ

**ডে প্যারেডের সংবাদ সম্মেলন**

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ডে প্যারেডের সংবাদ সম্মেলনে হট্টগোলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়া স্বত্বেও তাকে অবমূল্যায়ন করায় মেজাজ হারিয়েছেন বলে জানান তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাংলাদেশ ডে প্যারেডের সদস্য সচিব ফাহাদ সোলাইমান সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে একে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

## ভুল ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলে জরিমানা হতে পারে পাঁচ হাজার ডলার

**এইচ বি রিতা**

আইআরএস যখন বাজেট কাটছাঁটের মুখোমুখি, তখন কিছু করদাতা ভাবছেন এই মওসুমে রিটার্ন দাখিল করবেন কিনা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফেডারেল ফাইলিং এড়িয়ে যাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে।

গত সপ্তাহে, ইলন মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট ইফিশিয়েন্সি (ডোগে) ফেডারেল ব্যয়ের কাটছাঁট করতে গিয়ে আইআরএসএ ব্যাপক ছাঁটাই করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

## রেমিটেন্সের পালে মৌসুমী হাওয়া, তবে...

**রুদ্র মাসুদ**

'রমজান এসেছে, দেশে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজন রয়েছেন। তাছাড়া গরীব দুঃখীদের জন্যও দেখভাল করতে হয়। এটা জরুরী দায়িত্ব, সেজন্যই টাকা পাঠাচ্ছি। যাতে তারা রমজান সুন্দরভাবে পালন করতে পারেএ সেজন্য শুভকামনা রইলো, একইসাথে ঈদের জন্য অগ্রিম শুভকামনা।' উৎসাহ নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন সুনামগঞ্জ সদরের বাসিন্দা মিসবাহুর রহমান। নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে সোনালী এক্সচেঞ্জে কথা হয় তাঁর সাথে।

'প্রতিবছর রমজান একবার আসে। রমজানে প্রবাসী স্বজনদের দিকে তাকিয়ে থাকেন দেশে থাকা পরিবারের সদস্যরা। যাতে ভালোভাবে রমজান পালন করতে পারে সেজন্য টাকা পাঠাচ্ছি দেশে। কারণ,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

## হিটিং ও এসি স্থাপনের সুযোগ

## সামারের আগেই এসি কিনুন সরকারি অনুদানে

**ডেস্ক রিপোর্ট**

নিউইয়র্কে সামারের আগেই সরকারি অনুদানে বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুযোগ দিচ্ছে গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার তোফায়েল চৌধুরী লিটন জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবার ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার রিবেট পাচ্ছে, যা বাড়ির মালিকদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ।

তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ির মালিকরা বয়লার সিস্টেম বাদ দিয়ে পরিবেশবান্ধব হিটিং ও কুলিং সিস্টেম লাগাতে পারবেন। অতিরিক্ত খরচ হলে কম ইন্টারেস্টে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে, যা ১৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করা যাবে। সিস্টেম চালু হলে বাড়ির গ্যাস বা তেলের বিল কমে যাবে, ফলে বিদ্যুতের খরচ রান্নার গ্যাস বিলের মতোই স্বল্প হবে।

গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স শুধুমাত্র সিস্টেম ইনস্টল করেই দায়িত্ব শেষ করছে না, বরং ১০ বছরের গ্যারান্টি-ওয়ারেন্টিসহ বিক্রয়োত্তর সেবাও দিচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি বাড়ির মালিকদের এই সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন লিটন, কারণ ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক সিটির পরিকল্পনা এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ওয়াটার হিট পাম্প এবং হিট পাম্প উইন্ডো প্যাকেজ ইউনিট সরবরাহ করছে, যা অ্যাপার্টমেন্ট বাসার জন্য উপযোগী।

অনুযায়ী বয়লার সিস্টেম ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ওয়াটার হিট পাম্প এবং হিট পাম্প উইন্ডো প্যাকেজ ইউনিট সরবরাহ করছে, যা অ্যাপার্টমেন্ট বাসার জন্য উপযোগী। বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এই সিস্টেমের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং যারা ইতোমধ্যে এটি লাগিয়েছেন, তারা অন্যদেরও উৎসাহিত করছেন।

তোফায়েল চৌধুরী লিটন জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বাড়ির মালিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সিদ্ধান্ত নিলেই বাকি সব দায়িত্ব তারাই পালন করবেন, সরকারি ফান্ডের ব্যবস্থাও তারাই করবেন। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।


ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Hashan Chowdhury
Realtor
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
69 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl.)

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$775
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
খলিল'স ফুড
Khalil's Food
বিয়ে, জন্মদিন, সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারিং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food

মতিন
MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
Income Tax
Sales Tax
Corporate Tax
Partnership Tax
Business setup
Payroll (W2, 1099)
All imigratoin Services
Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

Home & Habitat
Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $549+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372



সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
**ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com